ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 30 June, 2023 ■ আগরতলা ৩০ জুন ২০২৩ ইং ■ ১৪ আষাঢ় ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

কুরবানী ঈদ উপলক্ষে বৃহস্পতিবার আগরতলায় গেদু মিয়ার মসজিদে বিশেষ নামাজ আদায় করা হয়। ছবি নিজস্ব।

অসুস্থতা অনুভব করে আজ আরও ১১ জন হাসপাতালে ভর্তি

অনুমতি ছাড়াই ইসকনের উল্টোরথ গিয়েছিল অন্যপথে, আয়োজকদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুন।। ইসকনের উদ্যোগে কুমারঘাটে আয়োজিত উল্টো রথে মর্মান্তিক ঘটনায় আজ কুমারঘাট থানায় আয়োজকদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। পুলিশ মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। গতকাল বুধবার উল্টো রথে বাবা ও ছেলে সহ ৭ জনের বিদ্যুৎস্পৃষ্টে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে।

কুমারঘাট থানার ওসি শংকর সাহা জানিয়েছেন, গতকাল উল্টো রথে ইয়ং স্টার ক্লাব সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা রূপক দাস ও তাঁর ছেলে রোহন দাসের মৃত্যু হয়েছে। ওই ঘটনায় প্রয়াত রূপক দাসের ভাই কাঞ্চনপুর নিবাসী পঞ্চম দাস আজ কুমারঘাট থানায় রথযাত্রার আয়োজকদের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন। মামলা নম্বর ৪৬/২০২৩। পুলিশ ভারতীয় ফৌজদারি দন্ডবিধি ৩০৪ ধারায় মামলা রুজু করে তদন্তে নেমেছে।

সাথে তিনি যোগ করেন, ময়না তদন্তের পর মৃতদেহগুলি পরিবারের সদস্যদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই তাঁদের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে। এদিকে, কুমারঘাট মহকুমা পুলিশ আধিকারিক গতকালের ওই রোমহর্ষক ঘটনার জন্য কার্যত রথযাত্রার আয়োজকদের দায়ী করেছেন।

এদিন মহকুমা পুলিশ আধিকারিক কমল দেববর্মা বলেন, গতকাল ইসকন উল্টো রথের নির্দিষ্ট যাত্রাপথের বদলে অন্য রাস্তা দিয়ে শোভাযাত্রা নিয়ে গেছে। তাঁর দাবি, কুমারঘাট মোটর স্ট্যান্ড এলাকায় জগন্নাথের মাসির বাড়ি থেকে নিদেবী চৌমুহনী ইসকন মন্দিরে উল্টো রথের অনুমতি দিয়েছিল পুলিশ। কিন্তু, আয়োজকরা উল্টো রথ ব্লক চৌমুহনী নিয়ে গিয়েছিলেন। তাতেই, বিপত্তি দেখা দিয়েছে। তাঁর সাফ কথা, ব্লক চৌমুহনী দিয়ে উল্টো রথ যাওয়ার অনুমতি ছিল না।

ইসকনের উদ্যোগে আয়োজিত উল্টো রথে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়ার ঘটনায় আরও ১১ জন আজ অসুস্থতা অনুভব হওয়ায় হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। কুমারঘাট মহকুমা শাসক সুব্রত কুমার দাশ এই সংবাদ জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, গতকাল ঘটনার সময় ব্লক চৌমুহনীতে উপস্থিত অনেকেই সামান্য আঘাত পেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা গতকাল তেমন অসুস্থতা অনুভব করেননি। কিন্তু, প্রায় ১১ জন অসুস্থতা অনুভব করার ফলে কুমারঘাট হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। তবে, তাঁরা সকলেই শারীরিক দিক দিয়ে স্বাভাবিক আছেন, জানিয়েছেন কুমারঘাট মহকুমা শাসক।

সাথে তিনি যোগ করেন, বিদ্যুৎস্পৃষ্টে মৃতের পরিবারদের প্রাথমিকভাবে ১০ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা করা হয়েছে। বাকি টাকা খুব শীঘ্রই মিটিয়ে দেওয়া হবে। এদিকে, মৃতদেহ শেষকৃত্যে প্রশাসনের তরফে মৃতের পরিবারকে সমস্ত রকম সহায়তা করা হয়েছে, বলেন তিনি।

এদিকে, কুমারঘাট ইসকন মন্দিরের সেবক রাজেশ্বর গোপাল দাস স্বীকার করেছেন, ব্লক চৌমুহনী দিয়ে উল্টো রথ নিয়ে যাওয়ার অনুমতি ছিল না। পুলিশের নির্দেশ মতো রাস্তায় না গিয়ে ব্লক চৌমুহনী দিয়ে উল্টো রথ নেওয়া হয়েছে। কারণ, পুলিশের অনুমতি দেওয়া রাস্তা ভীষণ সরু ছিল। সাথে তিনি দাবি করেন, সারা দেশে ইসকনের রথ লোহা এবং কাঠ দিয়ে তৈরি করা হয়। ফলে, ত্রিপুরায় তার ব্যতিক্রম হয়নি।

মণিপুরে রাহুল গান্ধীর কনভয় রুখে দিলেন জনতা

ইমফল, ২৯ জুন (হি.স.)।। দুদিনের সফরসূচি নিয়ে আজ বৃহস্পতিবার সকালে মণিপুরের ইমফল বিমানবন্দরে অবতরণ করেছেন নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সর্বভারতীয় নেতা রাহুল গান্ধী। বিমানবন্দর থেকে তাঁকে নিয়ে কনভয় ছুটে হিংসাজর্জর চূড়াচাঁদ জেলার উদ্দেশ্যে। কিন্তু মাঝপথে বিষ্ণুপুর জেলায় প্রবেশের পর বিষ্ণুপুর থানার সামনে রাহুলের কনভয়ের পথ আগলে ধরে তাঁকে রুখে দিয়েছেন অসংখ্য জনতা।

রাহলর গান্ধীর সফর-সঙ্গী মণিপুর প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি কে মেঘচন্দ্র ক্ষোভের সঙ্গে জানান, রাহুল গান্ধী চূড়াচাঁদ এবং বিষ্ণুপুর জেলায় হিংসাজর্জর এলাকা এবং শরণার্থী শিবিরে সহিংসতার শিকার মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছিলেন। তিনি ভুক্তভোগীদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের সমস্যাবলি জানতে চান। কিন্তু মাঝপথে তাঁকে রুখে দেওয়া ঠিক হয়নি।

মেঘচন্দ্র জানান, আগামীকাল ৩০ জুন তাঁদের নেতা রাহুল গান্ধী ইমফল উপত্যকার নাগরিক সমাজ ও বিভিন্ন অরাজনৈতিক সংগঠন এবং কুকি জনগোষ্ঠীর সিএসও নেতাদের সঙ্গে দেখা করবেন।

তিনি জানান, আজ রাত মৈরাঙে কাটাবেন রাহুল।

রাহুল গান্ধীর দুদিনের সফরসূচির তথ্য দিয়ে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি মেঘচন্দ্র জানান, আগামীকাল শুক্রবার সকালে তিনি ইমফল পূর্বে শরণার্থী শিবিরে গিয়ে হিংসার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

১০ বছরের নাবালক ফাঁসিতে আত্মঘাতী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুন।। বছর দশেকের নাবালক ফাঁসিতে আত্মঘাতী হয়েছে। গতকাল রাতের ওই ঘটনায় পুলিশ আজ খবর পেয়ে হাসপাতালে গেছে। ওই নাবালকের মৃত্যুর কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। পুলিশ অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

এ-বিষয়ে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় বাইখোড়া থানার ওসি জানিয়েছেন, দেবদারু ফাঁড়ির অধীন কলসী মধু মগ পাড়ায় ১০ বছরের এক নাবালকের মৃতদেহ গতকাল রাতে জোলাইবাড়ি সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে আনেন পরিবারের সদস্যরা। আজ সকালে খবর পেয়ে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে গিয়ে ঘটনা সম্পর্কে খোঁজ নেওয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, মৃতের পরিবারের সদস্যদের জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেছে, গতকাল ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যেও পালিত ঈদ-উল-আজহা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুন।। ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ত্রিপুরায় উদযাপিত হয়েছে মুসলমানদের অন্যতম প্রধান উৎসব ঈদ-উল-আজহা। যা বকরি ঈদ বা কুরবানী ঈদ নামেও পরিচিত। আজ সকালে রাজধানী আগরতলায় গেদু মিয়া মসজিদে নামাজ পাঠ করেছেন মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা।

প্রসঙ্গত, যথাযোগ্য মর্যাদায় রাজ্যেও পালিত কোরবানি ঈদ। এদিন মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা আলিঙ্গনের মধ্য দিয়ে একে অপরকে আপন করে নিয়েছেন। আগরতলায় গেদু মিয়া মসজিদে নামাজ পাঠ করেছেন মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা। এদিন নামাজ পাঠ অনুষ্ঠানে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুন।। খোয়াই থানাধীন মধ্যগণকী গাওসভার মহাদেবটিলা এলাকার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র থেকে গ্যাস সিলিন্ডার চুরি করে নিয়ে গেল চোরের দল। বুধবার রাতে মহাদেবটিলাস্থিত খেয়া অঙ্গনওয়ারী কেন্দ্রে হানা দেয় চোরের দল।

অঙ্গনওয়ারী কেন্দ্রের রান্না ঘরের তালা ভেঙে রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার এবং বিভিন্ন সামগ্রী নিয়ে যায়। বৃহস্পতিবার সকালে স্থানীয় এক যুবক অঙ্গনওয়ারী কেন্দ্রের পাশে থাকা একটি নলকূপে মুখ ধুতে গিয়ে দেখতে পায় অঙ্গনওয়ারী কেন্দ্রের গেট এবং রান্না ঘরের তালা ভাঙ্গা। সাথে ওই যুবক কেন্দ্রের কর্তব্যরত শিক্ষিকাকে ফোন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আমবাসায় ১৩ কোটি ৮০ লক্ষাধিক টাকা মূল্যের নেশা সামগ্রী উদ্ধার, ধৃত দুই যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুন।। নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গঠনে বড়সড় সাফল্য পেয়েছে আমবাসা থানার পুলিশ। গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে এক গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ৩ কেজি ৪১৫ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে বলে জানিয়েছেন ধলাই জেলার পুলিশ সুপার অবিনাশ রায়। সাথে দুই যুবককে আটক করা হয়েছে। বাজেয়াপ্ত হেরোইনের বাজার মূল্য আনুমানিক ১৩ কোটি ৮০ লক্ষাধিক টাকা বলে জানিয়েছেন তিনি।

ধলাই জেলার পুলিশ সুপার অবিনাশ রায় জানিয়েছেন, আমবাসা থানায় গোয়েন্দা সূত্রে খবর আসে আজ বৃহস্পতিবার সকালে টিআর০১বিইউ০২৩৪ নম্বরের গাড়ি করে মিজোরাম থেকে সিপাহীজলা জেলার উদ্দেশ্যে বিপুল পরিমাণ নেশা সামগ্রী পাচার করা হবে।সেই খবরের ভিত্তিতে আজ সকালে আমবাসার বেতবাগান এলাকার নাকা পয়েন্ট থেকে গাড়িটি আটক করেছে পুলিশ। গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ৩০০ প্যাকেটে মোট ৩ কেজি ৪১৫ গ্রাম হেরোইন বাজেয়াপ্ত করতে পুলিশ সক্ষম হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। সাথে দুই যুবককে আটক করা হয়েছে।

তিনি আরও জানিয়েছেন, ধৃত দুই যুবক বক্সনগরের বাসিন্দা পিকলু ভৌমিক ও মাহাবুল আলম। বাজেয়াপ্ত হেরোইনের বাজার মূল্য আনুমানিক ১৩ কোটি ৮০ লক্ষাধিক টাকা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। তাদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস ধারায় মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ, বলেন ধলাই জেলা পুলিশ সুপার।

বলদাখালে সাতসকালে চোর সন্দেহে যুবককে পিটিয়ে খুন করল এলাকাবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুন।। রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন বলদাখাল ব্রিজ এলাকায় বৃহস্পতিবার সকালে প্রকাশ্য দিবালোকে এক যুবককে চোর সন্দেহে পিটিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে। নিহত যুবকের নাম নন্দু সরকার। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকার জনগণের তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। জানা গেছে সে ওই এলাকাতেই ছোট থেকে বড় হয়েছে। কখনো চুরি ছিনতাই কিংবা অসামাজিক কাজকর্মে জড়িত থাকার কোন ধরনের অভিযোগ তার বিরুদ্ধে নেই। অথচ আজ সকালে তাকে গরু চোর অপবাদ দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। এর পেছনে অন্য কোন কারণ আত্মগোপন করে থাকতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন অনেকেই।

এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে বোধজং নগর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। সেখান থেকে তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে নিয়ে যায় পুলিশ। তাকে জিবি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। নন্দ সরকার নামে ওই যুবকের মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই আত্মীয়- পরিজনদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়। ঘটনার খবর পেয়ে তার স্ত্রী সোনালী দেব সরকার এবং ভাই রুপন দেব ছুটে যান হাসপাতালে।

মৃতদেহ দেখতে পেয়ে তারা কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। মৃতের স্ত্রী জানান তার স্বামী কোনদিন চুরি চিন্তাই বা কোন ধরনের অসামাজিক কাজকর্মের সঙ্গে জড়িত ছিল না। অথচ তাকে চোর অপবাদ দিয়ে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন নিহতের স্ত্রী ভাই সহ আত্মীয় পরিজনরা। এদিকে পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করলেও এখনো পর্যন্ত এই ঘটনায় জড়িত কাউকে গ্রেফতার করেনি। পুলিশের ভূমিকা নিয়োগ প্রশ্ন তুলেছেন পরিবারের লোকজন। জানা গেছেন নিহত নন্দু সরকারের বাড়ি দক্ষিণ চন্দ্রপুর পূর্ব ধলেশ্বর এলাকায়। , ভাড়া থাকে বলদাখাল এলাকায়।

কুমারঘাটে উল্টোরথে বিদ্যুৎ স্পর্শে মর্মান্তিক মৃত্যুতে বিষাদের রেশ কাটিয়ে ছন্দে ফিরল খার্চি উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুন।। টানা বৃষ্টিতে জৌলস কমেছে খার্চি উৎসবের। বৃহস্পতিবার ছিল উৎসবের চতুর্থ দিন। ঈদ উপলক্ষে ছুটি থাকায় অনেকেই সকাল থেকে প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন খার্চি উৎসবে যাওয়ার। কিন্তু প্রকৃতি বিরূপ ছিল সকাল ১১ টা থেকেই। টানা এক-দেড় ঘন্টা বৃষ্টি নষ্ট করে দেয় মানুষের উৎসাহকে। যদিও সন্ধ্যার পর থেকে উৎসবমুখর মানুষ দল বেঁধে খার্চি উৎসবের উদ্দেশ্যে চতুর্দশ দেবতা বাড়ির তে ভিড় জমায়।

সন্ধ্যার পর থেকে কালো মেঘের ছাউনি দূরে সরতে থাকায় মানুষের মনে কিছুটা হলেও স্বস্তি ফিরে আসে। ব্যবসায়ীরাও আশায় বুক বাঁধে। গত তিনদিন টানা বৃষ্টিতে উৎসবের ছন্দপতন ঘটে। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কখনো ঝিরঝিরি কখনো দফায় দফায় মুষলধারে বৃষ্টি নামে। ফলে পুণ্যাথ শূন্য খার্চি উৎসবকে ঘিরে। ভারাক্রান্ত ছিল ব্যবসায়ীরা। আজ কিছুটা হলেও স্বস্তি পেয়েছেন তারা। সন্ধ্যা হতেই আসাম আগরতলা সড়ক হয়ে মেলা প্রাঙ্গণ পর্যন্ত উৎসবমুখর মানুষের ঢল ছিল। ছুটির দিনটিকে কাজে লাগাতে অনেকেই চতুর্দশ দেবতা মন্দিরটি বেছে নিয়েছিল।

পুণ্যার্থীদের কাছ থেকে জানা গেছে গভীর রাত পর্যন্ত মানুষের ঢল ছিল বাইপাস হয়ে চতুর্দশ দেবতা মন্দির প্রাঙ্গণ পর্যন্ত। তিনটি রাস্তাতেই মানুষের সারি সারি মাথা মিলিত হচ্ছিল মন্দির প্রাঙ্গণে এসে। গভীর রাত পর্যন্ত মেলা চত্বরে ঘোরাফেরা করতে দেখা গেছে মেলা কমিটির চেয়ারম্যান বিধায়ক রতন চক্রবর্তী সহ মেলা কমিটির কর্মকর্তাদের। মেলায় মানুষের ঢল নামলেও কোথাও যেন একটা দুঃস্বপ্ন ঘুরে বেড়াচ্ছে গোটা চতুর্দশ দেবতা বাড়ি ঘিরে। গতকাল কুমার ঘাটে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনার রেস এখনো রাজ্যবাসীর মনে দাগ কাটে।

মেলাতে আসা বহু পুণ্যার্থীর নিজেদের মধ্যে আলাপচারিতায় এই বিষয়টাও উঠে এসেছিল এদিন। তবুও উৎসবমুখর মানুষ সমস্ত কিছু ভুলে নতুন করে উৎসবের স্বাদ পেতে হাজির হয়েছিলেন পুরাতন হাভেলিতে। মানুষের মিলনমেলার অন্যতম পীঠস্থান হয়ে উঠেছে খার্চি। তাই আলো ঝলমলে রাত আর জনতার কোলাহলে গমগম করছে চতুর্দশ দেবতা মন্দির প্রাঙ্গণ। ঐতিহ্যের হাতছানি দিতে মুক্তমঞ্চে অনুষ্ঠিত হচ্ছে বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের সংস্কৃতির মেলবন্ধন।

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৯ ▫ সংখ্যা ২৫৫ ▫ ৩০ জুন ২০২৩ ইং ▫ ১৪ আষাঢ় ▫ শুক্রবার ▫ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

বিরোধী জোটকে প্রতিহত করিতে কালঘাম ছুটিতেছে শাসক শিবিরের

বছর ঘুরিলেই লোকসভা নির্বাচন। ইতিমধ্যেই ২০২৪-কে পাখির চোখ করিয়া অগ্রসর হইতেছে বিরোধী শিবির। বিহারের পাটনায় নীতীশ কুমারের ডাকে একজোট হইয়াছে ১৫ টি বিরোধী রাজনৈতিক দল। লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রাখিয়া ময়দানে নামিয়া পড়িয়াছে বিরোধী শিবির। সেই কথা মাথায় রাখিয়াই প্রস্তুতি শুরু করিয়া দিয়াছে কেন্দ্রের শাসকদল। বুধবার রাতে আচমকাই দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাসভবনে বৈঠকে বসে বিজেপির শীর্ষ স্থানীয় নেতারা। প্রায় পাঁচ ঘণ্টা ধরিয়া বৈঠক করিয়াছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা, দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) বি এল সন্তোষ ছাড়াও শীর্ষ স্থানীয় একাধিক নেতা। এই মুহূর্তে বিরোধীদের হাতে রহিয়াছে একাধিক ইস্যু। জ্বালানি ও গ্যাসের দাম বৃদ্ধি, বাজার অগ্নিমূল্য, মণিপুর, জাতপাতের রাজনীতি, বেসরকারিকরণ, বেকারত্বের মতো গুরুত্বপূর্ণ কিছু ইস্যু রহিয়াছে কংগ্রেস, তৃণমূল সহ একাধিক বিরোধী শিবিরের কাছে। সেই দিক থেকে কীভাবে জনতার দৃষ্টি ঘোরানো যায় ও আগামী লোকসভা নির্বাচনে কোন ফর্মুলায় বিরোধীদের মাত করা যাইবে বৈঠকে সেই বিষয়ে আলোচনা হইয়াছে । প্রকাশ্যে বিরোধীদের মহাজোটকে কটাক্ষ করিলেও ভিতরে একটা ভয় কাজ করিতেছে বিজেপি শিবিরে। কারণ তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একের বিরুদ্ধে এক ফর্মুলায় বিরোধীরা প্রার্থী দিলে ভোট প্রাপ্তির নিরিখে বিপাকে পড়িতে পারে গেরুয়া শিবির। সেই চিন্তা রহিয়াছে বলিয়াই রণকৌশল ঠিক করিয়াছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। পাশাপাশি চলতি বছরেই রহিয়াছে তেলেঙ্গানা, রাজস্থান, ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ, মিজোরামের মতো পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন। ওই রাজ্যগুলিতে রণনীতি কি হইবে দলের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে সেই বিষয়েও আলোচনা করিয়াছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। রাজস্থানে কংগ্রেসের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ফায়দা তুলিতে গেলেও কাঁটা হইয়া রহিয়াছেন বসুন্ধরা সিন্ধিয়া। সম্প্রতি রিপোর্টে দেখা গিয়াছে, বসুন্ধরার সঙ্গে অমিত শাহের সম্পর্কের তিক্ততার কথা। যা ছাপ ফেলিতে পারে নির্বাচনে। এরই সঙ্গে বাড়তি চিন্তা দিয়াছে মধ্যপ্রদেশে দলের গোষ্ঠীদ্বন্দ। দক্ষিণ ভারতে কর্ণাটক দখলের পর বাড়তি অক্সিজেন পাইয়াছে কংগ্রেস। তেলেঙ্গানায় একাধিক বিআরএস নেতাকে দলে টানিয়া শাসক নেতা চন্দ্রশেখরকে চ্যালেঞ্জ ছুড়িয়া দিয়াছেন রাহুল গান্ধীরা। তাই তেলেঙ্গানার লড়াইও খুব সহজ

হইবে না বিজেপির কাছে তাহা এখন থেকেই স্পষ্ট। সেই সব বিষয়ে কাটা ছেড়া করিতেই বৈঠকের ডাক দেন মোদি। তবে এই বিষয়ে প্রকাশ্যে কিছুই বলেনি বিজেপি নেতৃত্ব। বৈঠকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার রদবদল নিয়াও অল্পবিস্তর আলোচনা হইয়াছে।

হালকা থেকে ভারী বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত দিল্লি-এনসিআর, নানা স্থানে জল জমে ভোগান্তি

নয়াদিল্লি, ২৯ জুন (হি. স.) : হালকা থেকে ভারী বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল রাজধানী দিল্লি ও সন্নিহিত অঞ্চল। বৃহস্পতিবার ভোর থেকে ঝেঁপে বৃষ্টি নামে দিল্লি ও এনসিআর অঞ্চলে। বৃষ্টির সুবাদে তাপমাত্রাও নেমেছে রাজধানীতে। বৃহস্পতিবার দিল্লির সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বৃষ্টির জেরে রাজধানী দিল্লির নানা অংশ জলও জমে গিয়েছে। ফলে মন্থর গতিতে চলাচল করে যানবাহন।

ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) জানিয়েছে, দিল্লির আবহাওয়া আপাতত এমনই থাকবে। হালকা থেকে মাঝারি, কখনও আবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বইতে পারে ঝোড়ো হাওয়াও। দিল্লির পাশাপাশি বৃহস্পতিবার বৃষ্টি হয়েছে উত্তর প্রদেশেও। উত্তর প্রদেশের নয়ডায় বৃষ্টির জেরে রাস্তায় জল জমে যায়। ভোগান্তির শিকার হন কর্মস্থলে বেরোনো মানুষজন।

ফোন পে পোস্টারে শিবরাজের ছবি নিয়ে শোরগোল, কংগ্রেসকে দুষলেন নরোত্তম মিশ্র

ভোপাল, ২৯ জুন (হি.স.) : গোয়ালিয়র রেল স্টেশনে ফোন পে-র পোস্টারে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ চৌহানের ছবি নিয়ে শোরগোল শুরু হয়েছে। ফোন পে-র পোস্টারে শিবরাজ সিং চৌহানের ছবি পোস্ট করে বিজেপির বিরুদ্ধে চক্রান্ত করা হচ্ছে, এমনই অভিযোগ করলেন মধ্যপ্রদেশের বিজেপির এক কর্মী। ফোন পে-র পোস্টারে মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ চৌহানের ছবি পোস্ট করায় অভিযোগ দায়ের করা হয় বিজেপির তরফে। এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন মধ্যপ্রদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নরোত্তম মিশ্র। তিনি বলেছেন, 'কংগ্রেসের নোংরা রাজনীতি সামনে এসেছে। "ফোন পে" টুইটের পর কিছুই বলার নেই। জনগণ জানে আপনারা নিজেদের দুর্নীতি আড়াল করার জন্য অন্যকে দোষারোপ করছেন। ছিন্দওয়ারার বুরহানপুরে এফআইআর নথিভুক্ত করা হয়েছে এবং এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

বিপুল পরিমাণ মাদকসহ এসটিএফের হাতে ধরা পড়ল দুই পাচারকারী

কলকাতা, ২৯ জুন (হি. স.) : পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ) বিপুল পরিমাণ হেরোইনসহ দুই পাচারকারীকে আটক করেছে। বৃহস্পতিবার সকালে এসটিএফ এসপি ইন্দ্রজিৎ বসু এ তথ্য জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, বুধবার বিকেলে সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়ার পরে, এসটিএফের একটি দল উত্তর ২৪ পরগণা জেলার বাদুড়িয়া থানার অন্তর্গত মছলন্দপুর তেতুলিয়া রোডে বীণা ভ্যারাইটি স্টোরের কাছে ঘেরাও করে। একটি বাইকে করে দু"জন আসার সাথে সাথে তাদের ঘিরে ফেলা হয় এবং হেফাজতে নেওয়া হয়। তল্লাশি চালিয়ে তাদের কাছ থেকে দুই কেজি হেরোইন উদ্ধার করা হয়। দুজনকেই গ্রেফতার করা হয়। তারা হলেন উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁও থানা এলাকার বাসিন্দা বিপ্লব মন্ডল (৩৫) এবং লিঙ্কন কাঞ্জিলাল (৩৭)।

তাদের দুজনের বিরুদ্ধে বাদুড়িয়া থানায় এনডিপিএস আইনের ধারায় মামলা রুজু করে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তাদের মোটরসাইকেলটিও বাজেয়াপ্ত উদ্ধার করা হয়েছে।

অভিন্ন দেওয়ানি বিধি নিয়ে মুখ খেললেন ফারুক, বললেন কেন্দ্রের ভাবা উচিত এই দেশ বৈচিত্র্যময়

শ্রীনগর, ২৯ জুন (হি.স.): অভিন্ন দেওয়ানি বিধি অর্থাৎ ইউনিফর্ম সিভিল কোড নিয়ে মুখ খুললেন জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও ন্যাশনাল কনফারেন্স-এর প্রধান ফারুক আব্দুল্লাহ। তিনি বলেছেন, কেন্দ্রের ভাবা উচিত এই দেশ বৈচিত্র্যময়। বৃহস্পতিবার জম্মু ও কাশ্মীর তথা সমস্ত দেশবাসীকে ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ফারুক আব্দুল্লাহ।

এরপরই অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'তাঁদের (কেন্দ্রীয় সরকারের) ভাবা উচিত যে, এই দেশ বৈচিত্র্যময়, এখানে সব ধর্মের মানুষ বসবাস করেন এবং মুসলমানদের নিজস্ব শরিয়ত আইন আছে। তাঁদের চিন্তা করা উচিত যে কোনও সম্ভাব্য ঝড় আসতে পারে যদি তাঁরা তা করে (ইউনিফর্ম সিভিল কোড বাস্তবায়ন)।'

নিউটনীয় মহাবিশ্ব ও জড়তার উৎস

দীপেন ভট্টাচার্য

আমরা নিউটনের মহাবিশ্বে বাস করি। অনেকেই আপত্তি করবেন, বলবেন, আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্ব থেকে নিউটনীয় তত্ত্বকে আহরণ করা যায়, কাজেই নিশ্চয় আমাদের মহাবিশ্ব আইনস্টাইনীয়। বিবেচক পাঠক এটাও প্রশ্ন করবেন যে এখানে কোন বিষয়টিকে মূল ধরে নিউটন ও আইনস্টাইনের মধ্যে পার্থক্য করা হচ্ছে? আমি হয়তো বলব, আমাদের অল্প গতির জীবনে জাহাজে মালামাল তুলতে কিংবা চাঁদে মানুষ পাঠানোর জন্য নিউটনীয় বলবিদ্যা বা মাধ্যাকর্ষণ সূত্রই যথেষ্ট। আপনি হয়তো বলবেন, কিন্তু আমরা যে স্পেস-টাইম বা দেশ-কালের চাদরে বাস করি, সেটি আইনস্টানের সূত্র মেনে চলে, কাজেই সেটার অর্থ আরও গভীর। আমি নিশ্চয় এই কথায় আপত্তি করব না কিন্তু বলব, আমাদের দৈনন্দিন জীবন একটিমাত্র জিনিসের ওপর ভরসা করে চলে, সেটি হলো জড়তা, জাড্য বা ইনারশিয়া এবং এই বোধকে বিজ্ঞানের ভাষায় প্রকাশ করার জন্য আমরা নিউটনের কাছে ঋণী। একটি প্রাকৃতিক রাশিকে তিনটি ভিন্ন শব্দ (জড়তা, জাড্য, ইনারশিয়া) দিয়ে প্রকাশ করলাম। কারণ, সেটির ব্যাপ্তি এতই বিস্তৃত যে তাকে উপস্থাপন করতে তিনটি শব্দও যেন অপ্রতুল। আমাদের মহাবিশ্ব হলো ইনারশিয়ার, তবে সেই প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে বলি, আইজ্যাক নিউটনের (১৬৪২---১৭২৬) কোনো আবিষ্কার বা উদ্ভাবন নিয়ে আমরা আজ আলোচনা করব না।

নিউটনের যখন ২৪ বছর বয়স, তখন তিনি ত্রিশারা কাচ (প্রিজম) ব্যবহার সূর্যের আলোকে তার বিভিন্ন রঙের বর্ণালিতে বিশ্লেষণ করেছিলেন এবং আরেকটি কাচ ব্যবহার করে সেগুলোকে আবার সাদা আলোয় ফিরিয়ে এনেছিলেন। 'সাদা' আলো যে বিভিন্ন তরঙ্গের আলোর সমষ্টি, এটি ছিল প্রথম সম্যক প্রমাণ। কিন্তু আলোর তত্ত্বকে প্রকাশ করতে তিনি ৩৮ বছর অপেক্ষা করলেন, প্রিন্সিপিয়ার পরে তাঁর দ্বিতীয় বিখ্যাত বই হলো অপটিকস। সেটি ১৭০৪ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৬৬৫ সালে ব্রিটেনে প্লেগ রোগের মহামারি দেখা দিল। নিউটন সেই সময় কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে তাঁর গ্রামের বাড়িতে চলে গেলেন। সেখানে নিভৃতে, অন্য শিক্ষার্থী ও গবেষকদের সঙ্গ ব্যতিরেকে দুই বছর ধরে যুগান্তকারী সব কাজ করলেন। উদ্ভাবন করলেন প্রতিফলিত দুরবিনযে দুরবিনের মূল গঠন জ্যোতির্বিদ্যার ক্ষেত্রে আধুনিক সময়েও ব্যবহৃত হচ্ছে। পরে ১৬৬৭ সালে লন্ডনে ফিরে, ব্রিটিশ রয়্যাল সোসাইটিতে এই দুরবিন দেখিয়ে সদস্যপদ লাভ করলেন অখ্যাত নিউটন। কিন্তু এর চেয়ে বড় যে কাজ, সেটি হলো, যখন তাঁর বয়স ২৬-ও ছোঁয়নি, নিউটন উদ্ভাবন করলেন ক্যালকুলাস বা সমাকলন। তিনি দেখলেন, পৃথিবীর বুকে পড়ন্ত বস্তুর গতি বা সূর্যের চারদিকে গ্রহগুলোর পরিক্রমায় যে পরিবর্তনশীল গতির উদ্ভব হয়, সেটিকে গণনা করতে ক্যালকুলাস ছাড়া উপায় নেই। অথচ ১৬৮৭ সালে তিনি যখন তাঁর প্রিন্সিপিয়া বইয়ে বলবিদ্যার গতিসূত্র, কেন্দ্রাভিমুখী বল, সর্বজনীন মাধ্যাকর্ষণ সূত্র, গ্রহের উপবৃত্তাকার পথ ইত্যাদি বর্ণনা করলেন, তাতে কোথাও ক্যালকুলাস ব্যবহার করলেন না, বরং দুরূহ জ্যামিতি দিলেন। ফলে বইটি সাধারণের বোধগম্যতার বাইরে রয়ে গেল। এই কাজ যে ইচ্ছাকৃত, তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু কেন নিউটন এটা করেছিলেন, সেটির বিশ্লেষণে আমরা এখানে যাব না।

আর কিছু আছে? আছে। ১৭০১ সালের একটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে নিউটন দেখালেন, একটি বস্তুর তাপ বিকিরণের পরিমাণ ওই বস্তুর তাপমাত্রা এবং সেটির চারপাশের যে তাপমাত্রা আছে, তার পার্থক্যের ওপর নির্ভর করবে। পার্থক্য বেশি হলে তাপ ক্ষয়ের পরিমাণ বেশি হবে, তাপমাত্রার পার্থক্য কম হলে বস্তুর তাপ বিকিরণ কম হবে। এটিকে আমরা নিউটনের শীতলতার সূত্র বলি। এ ছাড়া নিউটন একজন আলকেমিস্ট ছিলেন, অন্য ধাতু থেকে কেমন করে স্বর্ণ সৃষ্টি করা যায়, সে রকম রসায়ন প্র্যাকটিস করতেন। যদিও আজ আমরা জানি, এটি সম্ভব নয়। কিন্তু তাঁর রসায়নের পরীক্ষা-নিরীক্ষার অভিজ্ঞতা পরবর্তীকালে, তিনি যখন রাজকীয় টাঁকশালের প্রধান ছিলেন, তখন টেকসই উন্নত মানের ধাতব মুদ্রা সৃষ্টিতে কাজে দিয়েছিল।

ওপরে নিউটনের যেসব কীর্তি বললাম, সেগুলো নিয়ে আর কথা বাড়াব না, এবার আসব আমাদের আলোচনার মূল বিষয়ে। সেই কবে স্কুলে প্রথম পড়েছি নিউটনের প্রথম গতিসূত্রকোনো বস্তু যদি স্থির অবস্থায় থাকে এবং তার ওপর যদি সম্মিলিত বল শূন্য হয়, তবে বস্তুটি স্থির থাকবে অথবা যদি বস্তুটি গতিশীল থাকে এবং তার ওপর সম্মিলিত ভর শূন্য হয়, তবে বস্তুটি সমবেগে সরলরেখায় চলবে। খুব সাধারণ একটি বাক্যযাকে নিউটনের জড়তা, জাড্য বা ইনারশিয়ার সূত্র বলা হয়। সূত্রটির প্রথম অংশে বস্তুটি নড়বে না তার স্থিতি জড়তার কারণে। দ্বিতীয় অংশে বস্তুটি চলবে তার গতি জড়তার কারণে। স্কুলে যখন পড়েছি, তখন জিনিসটা মনে দাগ কাটেনি, বরং ভেবেছি, এ আর এমন কীএ তো জানা কথাই। অথচ আমাদের মহাবিশ্বের পুরো কাঠামোই দাঁড়িয়ে আছে স্থিতি ও গতি জড়তার ওপরে। মনে করুন, এমন একটি মহাবিশ্বের কথা, যেখানে জাড্য বা ইনারশিয়া নেই। সেখানে কখনোই বস্তুকণাগুলো তারা বা গ্রহ সৃষ্টি করতে পারবে না, সেই কণাগুলো কখনোই স্থির থাকবে না, তারা যদৃচ্ছ বা এলোমেলোভাবে চলাফেরা করবে, এক জায়গায় আটকানো যাবে না। অন্যদিকে সৌরজগতের মতো সুগঠিত কাঠামোরও সৃষ্টি হবে না। কারণ, গতি জড়তা না থাকলে সেই কবেই পৃথিবীর মতো গ্রহগুলো সেগুলোর সূর্যের ওপর আপতিত হতো।

নিউটনের নিজ হাতে আঁকা প্রতিফলক দুরবিন

নিউটনের আগে গ্যালিলিও গ্যালিলেই জড়তা বা জাড্যের ধারণাটি দিয়ে গেছেন, নিউটন গ্যালিলিওর কাজ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তাঁর প্রিন্সিপিয়া বইয়ে প্রথম সূত্রটি প্রসঙ্গে গ্যালিলিওর একটি এক্সপেরিমেন্টের উল্লেখ করেছেন। এই পরীক্ষায় গ্যালিলিও দেখিয়েছিলেন, অভিকর্ষজ ত্বরণ অনুভবকারী পড়ন্ত বস্তু যে দূরত্ব অতিক্রম করবে, তা সময়ের বর্গের আনুপাতিক হবে (দূরত্ব সময় শ্র সময়)। গ্যালিলিও ও নিউটনের আগে দুই হাজার বছরের বিজ্ঞান জাড্য, জড়তা বা ইনারশিয়ার রূপটি ধরতে পারেনি। আর ধরতে পারেনি বলে পৃথিবী যে নিজের অক্ষের চারদিকে বা সূর্যের চারদিকে পরিক্রমা করছে, তা—ও বুঝতে পারেনি। জড়তা বিদ্যার আগে চিন্তকেরা ভাবতেন, পৃথিবী যদি ঘোরেই (পশ্চিম থেকে পূর্বে) তবে কেউ ঘরের মধ্যে লাফ দিলে ঘরের পশ্চিম দিকের দেয়াল এসে তাকে ধাক্কা দেবে। সেই সময়ে দ্রুতগতির যান ছিল না, নইলে তাঁরা দেখতে পেতেন যে বাস বা ট্রেনে বসে একটা বস্তুকে ওপর দিকে ছুড়লে, সেটি আবার আগের জায়গাতেই ফিরে আসে। কারণ, বস্তুটির গতি, যে ছুড়ছে তার গতিতেই ভ্রমণ করছে। তাই ওপর দিকে ছুড়লেও সেটির গতি জড়তার কারণে সামনের দিকেও ভ্রমণ করবে এবং তার আদি অবস্থানে ফিরে আসবে।

তাই আমাদের মহাবিশ্ব হলো ইনারশিয়ার মহাবিশ্ব। এবার আসি নিউটনের দ্বিতীয় সূত্রে, যেখানে বলের একটি সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। চ গু দ্বথ, বল গু ভর শ্র ত্বরণ। এই সমীকরণ কিন্তু প্রিন্সিপিয়া বইয়ে এভাবে দেওয়া নেই। নিউটন যেটা বলেছিলেন, সেটা হলো, ভরবেগের পরিবর্তনের হার আপতিত বলের সমানুপাতিক, যেটাকে পদার্থবিদ্যার ভাষায় এভাবে লেখা যায়, এখানে স্তু হলো বস্তুর বেগ ও ঠহলো সময়। সমস্যা হলো, যদিও নিউটন ইতিমধ্যে ক্যালকুলাস বা সমাকলন গণিত উদ্ভাবন করেছিলেন, তিনি সেটি প্রিন্সিপিয়ায় ব্যবহার করেননি। আগেই বলেছি, ওই বই লেখা হয়েছে জ্যামিতিক দৃষ্টিকোণ থেকে। যেটার অর্থোদ্ধার সাধারণ পাঠকের পক্ষে কঠিন ছিল। নিউটন বুঝেছিলেন, তিনি বিজ্ঞানে ভর, বল, সময়ের মতো রাশিগুলোর প্রবর্তন করছেন এবং এগুলোর জন্য সংজ্ঞা প্রয়োজন।

ভরকে তিনি বর্ণনা করেছেন এভাবেবস্তুর ভর হলো বস্তুটির ঘন আকার (বা আয়তন) ও ঘনত্ব থেকে যে পরিমাণ পদার্থ পাওয়া যায়, তার একটি পরিমাপক। প্রিন্সিপিয়া বইটির অন্যান্য অংশে তাঁর লেখা থেকে এটি পরিষ্কার, তিনি বস্তুর ভর যে ইনারশিয়া বা জাড্যর সঙ্গে জড়িত, সেটা বুঝেছিলেন। বস্তুর ভর হলো বস্তুটির জাড্য বা জড়তার পরিমাপক; জড়তা বেশি হলে ভর বেশি হবে, জড়তা কম হলে ভর কম হবে, আবার ভর বেশি হলে তাকে ত্বরান্বিত করতে বেশি বল লাগবে (নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র অনুযায়ী)।

এখন প্রশ্ন হলো, বস্তুর জড়তার উৎস কী? নিউটনের পক্ষে এর উত্তর দেওয়া সম্ভব ছিল না, কিন্তু নিউটন পরম স্থান বা দেশ সম্পর্কে একটি এক্সপেরিমেন্টের কথা বলে গেছেন, যাকে আমরা নিউটনের বালতি পরীক্ষা নামে চিনি। এর ব্যাখ্যা দিতে মহাবিশ্বে জড়তার উৎস প্রসঙ্গটি আসে। বালতি পরীক্ষার ব্যাখ্যা দিতে আইনস্টাইনকে বেশ ভাবতে হয়েছিল এবং মনে হয়, এর প্রকৃত কার্যকারণ এখনো আমরা পুরোপুরি জানি না। বাকেট বা বালতি পরীক্ষার বর্ণনা দেওয়ার আগে বলি, নিউটনের কাছে স্থান বা দেশ ছিল বাংলা পরম, নিরঙ্কুশ, অনপেক্ষ বা সার্বভৌম হতে পারে। এ ক্ষেত্রে অনপেক্ষ কথাটি আমরা গ্রহণ করতে পারি, 'অনপেক্ষ স্থান' অন্য কোনো কিছুর ওপর নির্ভরশীল নয়।

নিউটনের প্রিজম পরীক্ষা। এর মাধ্যমেই তিনি আলোক বর্ণালীর ব্যাখ্যা দেন। নিউটন জড়ত্বীয় রেফারেন্স কাঠামোর ধারণাটির কথা উল্লেখ করেছেন, যে কাঠামোগুলো হয় স্থির থাকে, নয় সমবেগে সরলরেখায় ভ্রমণ করে এবং যেখানে নিউটনের বলবিদ্যার সূত্রগুলো কার্যকর হয়। সমস্যা হলো, এই জড়ত্বীয় কাঠামো কিসের তুলনায় স্থির বা সমবেগে ভ্রমণ করছে, সেটা আমরা জানি না। নিউটনের জন্য এগুলো স্থির বা সমবেগে চলছে 'অনপেক্ষ' স্থানের তুলনায়। নিউটনের ভাষায়অনপেক্ষ দেশ বা স্থানের প্রকৃতি (বা বৈশিষ্ট্য) হলো, কোনো কিছুর সাপেক্ষ ব্যতীত, সেটি থাকে সব সময় সদৃশ ও অনড়। অনপেক্ষ বা পরম সময় নিয়েও নিউটনের এ রকম একটি ব্যাখ্যা আছে, কিন্তু 'সব সময় সদৃশ ও অনড়' বলতে তিনি ঠিক কী বুঝিয়েছেন, সেটা বিশেষ বিভ্রান্তির কারণ হতে পারে। নিউটন নিজে এই সমস্যা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন এবং এই জন্য প্রিন্সিপিয়া বইটির সব স্বতঃসিদ্ধ, সম্পাদ্য, প্রমাণ ও অনুসিদ্ধান্ত 'আপেক্ষিক' স্থান বা দেশ ও সময়ের ওপর ভিত্তি করে গঠন করেছেন।

অনপেক্ষ স্থানের ব্যাপারে নিউটন এই বালতি এক্সপেরিমেন্টের সুপারিশ করেছেন। সেটি হলো এ রকম। মনে করুন, একটি বালতি (সেটির হাতল মারফত) একটি দড়ি দিয়ে ঝোলানো, বালতিটি জল দিয়ে অর্ধেক ভরা। এবার দড়িটা যদি একদিকে পাকিয়ে (বালতিটিও তার সঙ্গে বহুবার পাক খাবে) তা আমরা ছেড়ে দিই, তবে সেটি উল্টো দিকে জট ছাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরবে, বালতিটিও ঘোরা শুরু করবে। বালতির জলের তল প্রথমে সমান থাকবে, কিন্তু ধীরে ধীরে বালতির ভেতরের দিকের দেয়ালের সঙ্গে ঘর্ষণের কারণে সেখানকার জলের কণা বালতির গতি পাবে। অন্যদিকে আমরা যত বালতির ভেতরের দিকে যাব সেই ঘর্ষণ কমে আসবে এবং সেখানে জলকণাগুলোর গতি কম হবে। শেষ পর্যন্ত আমরা দেখব যে বালতির দেয়ালের পাশে জলের উচ্চতা বেড়ে গেছে এবং বালতির কেন্দ্রে কমে গেছে, অর্থাৎ জলের তলটি একটি বক্র আকার পাবে। দেয়ালের সঙ্গে লাগানো জলকণাগুলোর গতি ও বালতির গতি এক, অর্থাৎ সেগুলোর আপেক্ষিক গতি শূন্য, আবার বালতিটি ঘুরতে শুরু করার আগেও তাদের আপেক্ষিক গতি ছিল শূন্য। কিন্তু পরীক্ষাটির শুরুতে পানির পৃষ্ঠ সমতল আর পরীক্ষার শেষে জলের পৃষ্ঠ বক্র, কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই জল ও বালতির দেয়ালের আপেক্ষিক গতি হলো শূন্য। কাজেই আমরা যেখানে বলছি, সব গতি আপেক্ষিক, সেখানে এই যে জলের ঘূর্ণন তাকে কার তুলনায় 'আপেক্ষিক' বলা যাবে? নিঃসন্দেহে বালতির দেয়ালের তুলনায় নয়। কারণ, বালতিটির ঘূর্ণন গতি তো পানির সমানই। নিউটন এই ঘূর্ণনকে অনপেক্ষ স্থানের তুলনায় ঘূর্ণন বলেছেন। নিউটন বুঝেছিলেন, কোনো বস্তু যদি স্থান বা দেশে সমবেগে ভ্রমণ করে, সেটিকে বোঝার কোনো উপায় নেই, কিন্তু ঘূর্ণনের ব্যাপারে অনপেক্ষ স্থানের ধারণাটি তিনি আনতে চেয়েছিলেন। আপনারা যদি বালতি এক্সপেরিমেন্টের উপসংহারে বিভ্রান্ত বোধ করেন, তাহলে আপনি একা নন, নিউটন---পরবর্তী বহু বিজ্ঞানী নিউটন ঠিক কী বলতে চেয়েছিলেন, তা নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন। তাঁরা যে এটাকে পুরোপুরি ব্যাখ্যা করতে পেরেছেন, এমন নয়। কিন্তু এটি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আর্নেস্ট মাখ ও আলবার্ট আইনস্টাইনের মতো বিজ্ঞানীরা ইনারশিয়ার উৎস সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। নিউটনকে উৎসর্গীকৃত ডাকটিকিট মনে করুন, সারা মহাবিশ্বে কোনো বস্তু নেই শুধু বালতিটা ছাড়া। তাহলে কি জল বালতির দেয়াল বেয়ে উঠবে, সে কি নিউটনের বলবিদ্যার প্রথম সূত্র মানবে? অর্থাৎ যে জড়তা বা জাড্যর কারণে প্রথম সূত্র কার্যকরী, সেটি কি আর কাজ করবে? আর্নেস্ট মাখ বলেছিলেন, একটি স্থানীয় বিন্দুতে যা ঘটছে, তাতে মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তুকণা প্রভাব রাখছে। অর্থাৎ জড়তার উৎস হচ্ছে সামগ্রিকভাবে মহাবিশ্বের সব বস্তু। তাঁর মতে, মহাবিশ্বে যদি শুধু একটি কণা থাকে, তাহলে সেটির ভর হবে শূন্য। কারণ, জড়তা সৃষ্টিকারী অন্য বস্তুগুলো সেখানে অনুপস্থিত। এটিকে 'মাখের নীতি' বলা হয়। আইনস্টাইন প্রাথমিকভাবে মাখের এই নীতিতে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। বালতি পরীক্ষাটির বিকল্পে আরেকটি সাধারণ এক্সপেরিমেন্টের কথা বলি, যেটা আপনি সহজেই করতে পারেন। রাতের মেঘমুক্ত তারাভরা আকাশের নিচে বাড়ির ছাদে বা কোনো মাঠে গিয়ে ওপর দিকে তাকিয়ে ঘুরতে থাকুন। দেখতে পাবেন, আকাশের তারাগুলো আপনার ঘোরার উল্টো দিকে ঘুরছে আর আপনার হাত দুটি দুই দিকে উঠে যাচ্ছে। বিষয়টাকে এভাবে দেখা যেতে পারে, আপনি ঘুরছেন না, মহাবিশ্বই আপনার চারপাশে ঘুরছে। আর সেটার প্রভাবে আপনার হাত দুটি ওপরে উঠে যাচ্ছে। এ রকম যদি আসলেই হয়, অর্থাৎ মহাবিশ্বের সব বস্তু আপনার চারপাশে ঘোরে, তবে আপনার হাত দুটির ওপরে উঠে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে, যদিও এটির পূর্ণ প্রমাণ আমরা করতে পারিনি। আইনস্টাইন অবশ্য দেখিয়েছিলেন, একটি ঘুরন্ত বস্তুর খোলক, সেটির কেন্দ্রে কোরিয়লি বলের মতো একটি বলের সৃষ্টি করবে এবং সেখানে একটি দোদুল্যমান পেন্ডুলামের দোলন-তল পরিবর্তন করবে। পরবর্তীকালে কার্ট গোডেল আরেক ধরনের গণনায়, ঘুরন্ত মহাবিশ্বের প্রেক্ষাপটে দেখালেন যে ব্যাপারটা অত সহজ নয়, অর্থাৎ এই সমস্যা এখনো অমীমাংসিত। তাহলে কি জড়তা বা ইনারশিয়া আসলেই মহাবিশ্বের বস্তুগুলোর অস্তিত্বের ফলাফল? তাহলে মহাবিশ্বের স্থান যদি শূন্য হয়, অর্থাৎ তাতে কোনো বস্তু যদি না থাকে এবং সেখানে আমরা একটি কণা রেখে দিই, তবে সেটির ভর শূন্য হবে। কারণ, ভর হলো জড়তার পরিমাপক। আর্নেস্ট মাখের উত্তর হবে, শূন্য মহাবিশ্বে ইনারশিয়া বলে কিছু নেই, নিউটনের বলবিদ্যার সূত্র সেখানে অকার্যকর। অন্যদিকে হিগস কণা এবং ক্ষেত্র আবিষ্কারের পরে আমরা বলছি, হিগস ক্ষেত্র কণার সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া করে তাকে ভর দেয়। কিন্তু একটি শূন্য মহাবিশ্বে হিগস ক্ষেত্রের অস্তিত্ব থাকবে না, কাজেই সেই মহাবিশ্বে একটি কণার ভর শূন্যই হবে। জড়তা নিয়ে এই বিস্তৃত আলোচনা পাঠকের মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করবে, কিন্তু আমি দেখাতে চাইছিলাম, নিউটন শুধু তাঁর মহাকর্ষ সূত্র বা গ্রহগুলোর উপবৃত্তাকার পথের বিশ্লেষণের জন্য প্রাসঙ্গিক নন, বরং আমাদের মহাবিশ্ব যে জড়ত্বের মহাবিশ্ব, তা নিয়ে প্রাথমিক ভাবনাচিন্তার জন্যও প্রাসঙ্গিক। এ ছাড়া একটি অনুকল্পকে এক্সপেরিমেন্টের মাধ্যমে যাচাই করা, সেটিকে লিপিবদ্ধ করে বিজ্ঞানমহলে উপস্থিত করার এই যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, সেটি নিউটন পাকাপোক্ত করলেন। তাঁর বালতি এক্সপেরিমেন্টটি সেই ধারার অন্যতম উদাহরণ, যা কিনা ৩০০ বছরের ওপর আমাদের চিন্তার খোরাক হয়ে রয়েছে। আর পৃথিবীর পথে আপনার প্রতিটি পদক্ষেপ নিউটনের বলবিদ্যার তিনটি সূত্রের জন্যই বাস্তবায়িত হচ্ছে, তাই শুরুতে বলেছিলাম আমাদের মহাবিশ্ব নিউটনীয়।

আপেক্ষিকতায় বহুরূপী সময়

আব্দুল্লাহ আল মাকসুদ

কল্পনা করুন, বাসের জানলার ধারে বসে কোথাও যাচ্ছেন। শহর ছাড়িয়ে সুন্দর গাছে ছাওয়া রাস্তা ধরে এগিয়ে যাচ্ছে বাস। মিষ্টি হাওয়ায় গা এলিয়ে বিশাল বিশাল গাছের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। সামনে থেকে একেকটা গাছ এগিয়ে আসছে, পরক্ষণেই আবার গাড়িয়ে পাশ কাটিয়ে দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছে দৃষ্টিসীমা থেকে।

হ্যাঁ, অবশ্যই গাছ আপনার দিকে এগিয়ে আসছে না বা সরে যাচ্ছে না। বরং এগিয়ে যাচ্ছেন আপনি। আপনার বাসে করে। আপনি যেহেতু এগিয়ে যাচ্ছেন, তাই আপনার জায়গা থেকে গাছকে চলমান মনে হচ্ছে। অর্থাৎ আপনার সাপেক্ষে গাছ এখানে গতিশীল দেখছেন। এখন কোনো গাছের গোড়ায় যদি আপনার বন্ধু দাঁড়িয়ে থাকে, তাহলে তিনি আবার আপনাকে চলে যাওয়া দেখবে। অর্থাৎ তাঁর অবস্থান সাপেক্ষে আপনি গতিশীল। বিষয়টা বেশ মজার। একই ঘটনা, কিন্তু পর্যবেক্ষকের অবস্থান সাপেক্ষে দুজন দেখছেন দুভাবে।

১৬৩২ সালে গ্যালিলিও গ্যালিলি তাঁর 'ডায়ালগ কনসার্নিং দ্য টু চিফ ওয়ার্ল সিস্টেমস' বইয়ে প্রথমবারের মতো আপেক্ষিকতার ধারণা বর্ণনা করেন। সেখানে বলা হয়, কোনো একটা নিয়মেই মহাবিশ্বের চলা উচিত। আপেক্ষিকভাবে অর্থাৎ গতির ভিন্নতার কারণে দুই পর্যবেক্ষকের কাছে দুরকম লাগলেও, ঘটনা আসলে এক নিয়মেই ঘটার কথা।

একই ঘটনা, কিন্তু পর্যবেক্ষকের অবস্থান সাপেক্ষে দুজন দেখছেন দুভাবে আরেকটা উদাহরণ দেওয়া যাক। আপনি যদি চলন্ত বাসের জানালা দিয়ে একটি ক্রিকেট বল ওপরের দিকে ছুড়ে দেন; তবে সেখানে মহাকর্ষের মতো পদার্থবিজ্ঞানের সূত্র একইভাবে কাজ করবে। দেখবেন, বলটি ওপরে উঠে স্বাভাবিকভাবে নেমে আসছে। কিন্তু রাস্তায় দাঁড়ানো আপনার বন্ধুটি দেখবে, বলটি ওপরে ওঠার সময় যেন সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, আবার পড়ার সময়ও যেন সামনের দিকে হেলে গিয়ে পড়ছে। অর্থাৎ আপনার অবস্থান থেকে বলটির গতিপথ সরল রৈখিক হলেও, তার অবস্থান থেকে বলটির গতিপথ দেখতে হবে উপবৃত্তাকার।

বিশেষ আপেক্ষিকতা এবং আলোর গতি গ্যালিলিওর বই প্রকাশের প্রায় তিন শতাব্দী পরের ঘটনা। জার্মান বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন বিশেষ আপেক্ষিকতার ধারণা নিয়ে হাজির হন। যেসব বিভ্রান্তিকর পর্যবেক্ষণের যুক্তিসম্মত কোনো ব্যাখা ছিল না, সেগুলোর ব্যাখা দিতে এই তত্ত্বের অবতরণা। ১৯০৫ সালে আইনস্টাইন উনবিংশ শতক এবং এর পরবর্তী সময়ের বিভিন্ন পদার্থবিদ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাজ তাঁর তত্ত্ব একত্রিত করেন। নাম দেন, 'স্পেশাল রিলেটিভিটি' বা 'বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্ব'। এ তত্ত্ব তিনি মূলত দুটি স্বীকার্য দিয়ে শুরু করেন। এক, পর্যবেক্ষকের অবস্থান যেখানেই হোক না কেন, সবার জন্য আলোর গতি সমান। এক্ষেত্রে পর্যবেক্ষক স্থির আছে, নাকি গতিশীল, তাঁর ওপর ভিত্তি করে আলোর বেগ ভিন্ন হবে না। দুই, কোনোকিছুই আলোর চেয়ে দ্রুতবেগে চলতে পারে না।

আবার বাসের উদাহরণে ফেরত যাই। এবারে ধরা যাক, আপনি ঘন্টায় ৬০ মাইল বেগে চলছেন। এবং যথারীতি আপনার বন্ধু রাস্তায় সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এখন আপনার দিকে সে যদি ঘন্টায় ৬০ মাইল বেগে একটি বল ছুড়ে দেয়, তাহলে আপনার কাছে বলটি আসবে প্রায় ১২০ মাইল গতিতে। কারণ, এক্ষেত্রে বলটি যেমন গতি নিয়ে আপনার দিকে আসছে, তেমনি আপনিও বলটির দিকে ঘন্টায় ৬০ মাইল বেগে এগিয়ে চলছে। তাই, আপনার বন্ধুর কাছে বলটির গতিবেগ ঘন্টায় ৬০ কিলোমিটার হলেও, গতির কারণে আপনার কাছে বলটির বেগ হবে প্রায় ১২০ কিলোমিটায়। প্রায় বলছি, কারণ এটা সত্যিকার মানের কাছাকাছি। এর মাঝে কিছুটা ভুলও থাকতে পারে।

সত্যিকারের মানটি হয় দুই বেগের যোগফলের চেয়ে কম। এই অসামঞ্জস্যতা আবার বেগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে। আপনি যদি আলোর ৭৫ শতাংশ বেগে রকেটে থাকেন, উল্টোপাশ থেকে আপনার বন্ধু আলোর ৭৫ শতাংশ বেগে একটা বল ছুড়ে দিলে আপনি বলটাকে আলোর ১৫০ শতাংশ বেগে আসতে দেখবেন না। কারণ, স্থিরভর আছে এমন কোনোকিছু আলোর বেগে চলতে পারে না। আপনার কাছে মনে হবে, বলটা আলোর চেয়ে কম বেগে আপনার দিকে এগিয়ে আসছে। বিষয়টি খুব অদ্ভুত মনে হলেও, বিজ্ঞানীরা হাতে কলমে বহুবার পরীক্ষা করে দেখেছেন। পেয়েছেন স্বপক্ষে প্রমাণ।

সময়ের প্রসারণ ও টুইন প্যারাডক্স

শুধু যে গতির বিষয়টিই আপেক্ষিক বা পর্যবেক্ষকের অবস্থানের ওপর নির্ভরশীল তা কিন্তু নয়। আপেক্ষতিকতার আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, সময়ের প্রসারণ বা টাইম ডায়ালেশন। কত দ্রুত বা ধীরে যাচ্ছে তারপর ভিত্তি করে, একেক পর্যবেক্ষকের জন্য একেক রকম সময় অতিবাহিত হয়। অর্থাৎ সবার জন্য সময় একরকম নয়।

প্রত্যেকেই তাঁদের সাপেক্ষে সময়কে স্বাভাবিকভাবে প্রবাহিত হতে দেখে। দ্রুতবেগে চলমান একজন ব্যক্তি নিজে বুঝতে পারবেন না, সময় তাঁর ক্ষেত্রে অনেক ধীরে চলছে। বিষয়টি বোঝার জন্য ধীরগতির পর্যবেক্ষক জরুরী। ধীরগতিতে চলা কোনো ব্যাক্তির ঘড়ির সঙ্গে দ্রুতগতিতে চলা ঘড়ির একটা সময় মেলালে দেখা যাবে, একটায় অন্যটার চেয়ে অনেক কম সময় পার হয়েছে।

এই বিষয়টি আপেক্ষিকতার একটি অদ্ভুত ফলাফলের দিকে নিয়ে যায়, যা টুইন প্যারাডক্স হিসেবে পরিচিত। এতে বলা হয়, একজোড়া যমজের একজন যদি উচ্চগতি সম্পন্ন রকেটে করে মহাকাশে যায়, তবে পৃথিবী ফিরে এসে দেখবে পৃথিবীতে থাকা অন্য যমজটি তার তুলনায় বয়স্ক হয়ে গেছে। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন, সময় সবার ক্ষেত্রে তাঁদের সাপেক্ষে স্বাভাবিকভাবে প্রবাহিত হয়। অর্থাৎ, আপনি এখন সময়কে যেভাবে অনুভব করছেন, আলোর কাছাকাছি গতিতে গেলেও একইভাবে সময়কে অনুভব করবেন। আপনার কাছে সময় ধীর হয়ে যাবে না। ফলে, যমজ দুজনের নিকট নিজেদের সময়কে স্বাভাবিক মনে হলেও, গতির কারণ দুজনের ঘড়ির সময় বা জৈবিক বয়স হবে একেবারে আলাদা।

মহাকাশযানে থাকা যমজ শুধু রেফারেন্স ফ্রেমের চেয়ে বেশি গতিতে যাচ্ছে তা নয়। পৃথিবীতে থাকা যমজের সাপেক্ষেও সে ত্বরণ নিয়ে আগাচ্ছে। গতির ব্যাপারটা পর্যবেক্ষকের ওপর নির্ভরশীল হলেও, ত্বরণ সবার ক্ষেত্রে সমান। আপনি যদি ওজন মাপার যন্ত্রে দাঁড়ান, তাহলে যে ওজনটা দেখতে পাবেন সেটা মূলত আপনাকে পৃথিবীর অভিকর্ষ যে ত্বরণে টানছে তার পরিমাণ।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বাংলাদেশে এক হাজার মুসলিম পরিবারের মাঝে ঈদ সামগ্রী বিতরণ করলেন হিন্দু হেরিটেজ ফাউন্ডেশনের নেতা বাবু কালিপদ মজুমদার

মনির হোসেন,ঢাকা,জুন ২৯।। মুসলিম সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্মীয় উৎসব ঈদুল আযহা উপলক্ষে বাংলাদেশের এক হাজার মুসলিম পরিবারের মাঝে ঈদ সামগ্রী বিতরণ করেছেন বাংলাদেশ হিন্দু হেরিটেজ ফাউন্ডেশনের কেন্দ্রীয় ভাইস চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশ হিন্দু -বৌদ্ধ -খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় নেতা বাবু কালিপদ মজুমদার। বুধবার সকালে বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলার দেবিদ্বার উপজেলার বাবু কালিপদ মজুমদারের নিজ নির্বাচনী এলাকার মুসলিম পরিবারের মাঝে এই ঈদ সামগ্রী বিতরণ করা হয়। এ উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে কুমিল্লা উত্তর জেলা আওয়ামীলীগের সদস্য বিশিষ্ট সমাজসেবক ও রাজনীতিবিদ বাবু কালিপদ মজুমদার এক সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বলেন, "ধর্ম যার যার উৎসব সবার" মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই স্লোগানকে বুকে ধারণ করে আমি আজ মুসলিম পরিবারের মাঝে পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষে আমার নিজ উদ্যোগে এই ঈদ সামগ্রী বিতরণ করেছি। যাতে আমার নির্বাচনী এলাকার মুসলিম পরিবারগুলো আনন্দের সাথে তাদের ঈদ উৎসব উদযাপন করতে পারে। আগামীতে আরও বৃহৎ পরিসরে মুসলমানদের সকল ধর্মীয় কাজে তাদের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি ঘোষনা করে তিনি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন। মোহনপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানও মোহনপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাবেক সভাপতি আলহাজ্ব ময়নাল হোসেনের সভাপতিত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অন্যানের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, দেবিদ্বার উপজেলা আওয়ামীলীগের শ্রম বিষয়ক সম্পাদক শ্রী সুজিত পোদ্দার,কৃষি ও সমবায় বিষয়ক সম্পাদক মোঃ শেখ ফারুক, সদস্য সদস্য শ্রী জীবনচন্দ্র দাস, শ্রী বিকাশ দাস, মোঃ হুমায়ুন কবির, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ মোঃ শামসুল হক মাস্টার,মোঃ তাজুল ইসলাম, মোঃ আক্তারুজ্জামান স্বপন, মোঃ আব্দুল মোমেন, মোঃ এনামুল হক প্রমুখ।

ঈদ উপলক্ষে কড়া নিরাপত্তা গোটা বাংলাদেশ

ঢাকা, ২৯ জুন হি. স.) : ঈদ-উল-আজহা উপলক্ষে কড়া নিরাপত্তার চাদরে ঢাকা গোটা বাংলাদেশ। প্রধান নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছে পুলিশ ও র‍্যাব। কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা, নাশকতা এড়াতে এই সপ্তাহের শুরু থেকেই দেশের বিভিন্ন বিখ্যাত জায়গাগুলিতে নজরদারি চালাচ্ছে পুলিশ-প্রশাসন।

এদিন সকাল ১০টা থেকে জাতীয় ঈদগাহ ময়দানের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ঘুরে দেখেন ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) কমিশনার খন্দকার গোলাম ফারুক।। তারপরই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন তিনি। তবে ঈদ-উল-আজহায় দেশে জঙ্গি নাশকতার কোনও আশঙ্কা নেই বলেই জানাচ্ছেন তিনি। তারপরও কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছে না সরকার। পুলিশ (ডিএমপি) কমিশনার খন্দকার গোলাম ফারুক বলেন, "প্রতিটা চেকপোস্টে তল্লাশি চলবে। তারপরই ঈদগাহে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে। পাশাপাশি কোনওরকম নাশকতা আটকাতে আমাদের সিটিটিসি, সাইবার ইউনিট কাজ করছে। কোনও ধরনের জঙ্গি হামলার আশঙ্কা তৈরি হলে তারা দ্রুত ব্যবস্থা নেবে।"

অন্যদিকে ইদ-উল-আজহা উপলক্ষে ইতিমধ্যেই দেশবাসীকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

কোরবানি : কাছাড়ের শিলচরে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘর্ষ, লাঠিচার্জ

শিলচর (অসম), ২৯ জুন (হি.স.) : ইদ-উদ-জোহার দিন বেশ আনন্দেই ছিলেন কাছাড় জেলা সদর শিলচরের ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা। কিন্তু সকাল প্রায় ১১টার পর কোরবানিকে কেন্দ্র করে আচমকা উত্তপ্ত হয়ে কলেজ রোড লাগোয়া পঞ্চায়েত রোডে এক মসজিদ সংলগ্ন এলাকার পরিস্থিতি। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচণ্ড উত্তেজনার জেরে গাড়ি ভাঙচুর, এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়ের মানুষকে তেড়ে যাওয়া এবং সংঘর্ষের মতো ঘটনা ঘটতে থাকে। ততক্ষণে পুলিশ প্রশাসন দ্রুত এসে কড়া অবস্থান নিয়ে পরিস্থিতি কিছুক্ষণের মধ্যে নিয়ন্ত্রণে আনে। উত্তেজিত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ লাঠিচার্জও করেছে। এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে সিআরপিএফ-এর বিশাল বাহিনী। এই খবর লেখা পর্যন্ত অশান্ত এলাকায় অবস্থান করছেন খোদ সাউদার্ন রেঞ্জের ডিআইজি কঙ্কনজ্যোতি শইকিয়া, পুলিশ সুপার নোমাল মাহাতো এবং সাধারণ প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা।

কেউ কেউ দাবি করেছেন, আজ ঈদ উপলক্ষ্যে কোরবানি দেওয়া পশুর রক্ত হিন্দু ধর্মাবলম্বী গৃহস্থদের বাড়িতে ছিটানো হয়েছে। তাতে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। আবার কয়েকজন ইসলাম ধর্মাবলম্বী ব্যক্তির অভিযোগ, সকালে তাঁরা ঈদের নামাজ আদায়ের পর পঞ্চায়েত রোডে অবস্থিত মসজিদের পাশে কয়েকটি বকরি কোরবানি দিচ্ছিলেন। সে সময় কয়েকটি টোটো নিয়ে আসেন কতিপয়। তারা কোরবানির দৃশ্য ভিডিও রেকর্ডিং করে কোরবানিদাতাদের উদ্দেশ্যে গালাগালি দিচ্ছিলেন। তা থেকে প্রথমে বচসা এবং পরে উত্তেজনা। তাঁরা বলেন, অবশ্য ঘটনাটি এখন মিটমাট হয়ে গেছে।

এদিকে পঞ্চায়েত রোড সংযোগী কলেজ রোড তেমাথায় সড়ক অবরোধ করে উত্তাল প্রতিবাদে শামিল হন স্থানীয়রা। মুখে ছিল মুহুর্মুহু জয় শ্রীরাম ধ্বনী।

এদিকে ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে সাউদার্ন রেঞ্জের ডিআইজি কঙ্কনজ্যোতি শইকিয়া এবং পুলিশ সুপার নোমাল মাহাতো বলেন, বিবদমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছিল। তা এখন মীমাংসা হয়ে গেছে। তবে ঘটনা যাতে আর বিস্তৃত না হয় এবং সর্বাবস্থায় শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে তাঁরা সর্বস্তরের জনতার কাছে আহ্বান জানিয়েছেন। তাছাড়া কোনও গুজবে কান দিতেও বারণ করেছেন পুলিশের দুই শীর্ষ কর্তা।

সৌদি আরবের মার্কিন দূতাবাসে বন্দুকবাজের হামলায় মৃত ২, খতম হামলাকারিও

জেড্ডা, ৩০ জুন (হি. স.) : ফের হামলার শিকার সৌদি আরবে মার্কিন দূতাবাস। এই হামলায় বন্দুকবাজের গুলি লেগে মৃত্যু হয়েছে দূতাবাসের দুই নিরাপত্তারক্ষীর। মৃত্যু হয়েছে অজ্ঞাতপরিচয় বন্দুকবাজেরও। বুধবারের এই ঘটনায় কোনও মার্কিন নাগরিকের ক্ষয়ক্ষতি হয়নি বলেই খবর।

সৌদি পুলিশের তরফে জানা গিয়েছে, বুধবার আচমকাই জেড্ডায় অবস্থিত মার্কিন কনস্যুলেটের নিরাপত্তা বলয় ভেঙে একটি গাড়ি ঢুকে পড়ে। ভবনের সামনে এসে থেমে যায় গাড়িটি। সেখান থেকে নেমেই এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে থাকে এক বন্দুকবাজ। পালটা গুলিবৃষ্টি শুরু করতে বাধ্য হয় সৌদি নিরাপত্তারক্ষীরাও। দু'পক্ষের গুলির লড়াইতেই মৃত্যু হয় বন্দুকবাজের। গুলিতে আহত হন মার্কিন দূতাবাসের এক নিরাপত্তারক্ষী। তাঁর হাতে গুলি লাগে। কিন্তু চিকিৎসা চলাকালীনই মৃত্যু হয় তাঁর। সৌদি সংবাদ মাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ব্যক্তি আসলে নেপালি। সৌদি আরবের একটি বেসরকারি সংস্থার হয়ে কাজ করতেন তিনি। মার্কিন দূতাবাসের নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্বে ছিল তাঁর সংস্থা।

পেট্রোল ও ডিজেলের দাম স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ২৯ জুন (হি.স.) : আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। আজ অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় ৭৪ এবং ডব্লিউটিআই অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ৭০ ডলারের কাছাকাছি। যদিও বৃহস্পতিবারও সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি।ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, বৃহস্পতিবার দিল্লিতে পেট্রোল প্রতি লিটার ৯৬.৭২ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৯.৬২ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।মুম্বইতে এক লিটার পেট্রোল পাওয়া যাচ্ছে ১০৬.৩১ টাকায় এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯৪.২৭ টাকায়। চেন্নাইতে এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেলের ৯৪.২৪ টাকা। কলকাতায় এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০৬.০৩ টাকা আর ডিজেলের দাম ৯২.৭৬ টাকা। ভ্যাট এবং মালবাহী চার্জের উপর নির্ভর করে দেশে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম রাজ্যে আলাদা।

কোনও ভাবেই ভোটে হিংসা বরদাস্ত করবো না, কড়া বার্তা রাজ্যপাল বোসের

শিলিগুড়ি, ২৯ জুন (হি. স.) : কোনও ভাবেই ভোটে হিংসা বরদাস্ত করবো না।পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজ্য জুড়ে হিংসার আবহে বৃহস্পতিবার এই বার্তাই দিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস।

তিনি বলেন, 'আমি গ্রাউন্ড জিরোর রাজ্যপাল। কোনও ভাবেই ভোটে হিংসা বরদাস্ত করবো না। হুমকি, হত্যা এসব করে শান্তিপূর্ণ নির্বাচন সম্ভব নয়। আগে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হবে।' এদিন সকালে দার্জিলিং এর বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্টের নেতৃত্বে পাহাড়ের ইউনাইটেড গোর্খা মঞ্চের ৮টি রাজনৈতিক দলের এক প্রতিনিধিদল শিলিগুড়ি স্টেট গেস্ট হাউসে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের সঙ্গে দেখা করেন। পরে রাজু বিস্ত জানান, পাহাড়ে ভোটে প্রতি বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের দাবি তুলেছেন তাঁরা। পাশাপাশি ভোটের পরেও অন্তত ছয় সপ্তাহ কেন্দ্রীয় বাহিনী পাহাড়ে রেখে দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন। রাজু বিস্তের বক্তব্য পাহাড় সমতলে বিরোধীদের উপর সন্ত্রাস চলছে। চোপড়ায় বিরোধীরা গুলিবিদ্ধ হয়েছেন, সমতলে শিলিগুড়িতে বিজেপির দলীয় কার্য্যালয় পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। পাহাড়ে তৃণমূল ও তার সহযোগি দলগুলো মিলে পরিবেশকে দূষিত করছে।

এই পরিস্থিতিতে হিংসা ও ভয়মুক্ত নির্বাচন করাই তাঁদের অন্যতম দাবি। রাজ্যপালও তাঁর বক্তব্যে জানিয়েছেন কোনও ভাবেই হিংসাকে বরদাস্ত করা হবে না। হিংসার ক্ষেত্রে তিনি জিরো টলারেন্স নীতি নিয়ে চলবেন।

সোনিপাতে নুডুলস খেয়ে মৃত্যু একই পরিবারের দুই শিশুর, অসুস্থ আরও ১

চণ্ডীগড়, ২৯ জুন হি. স.) : সোনিপাতে নুডুলস খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে একই পরিবারের তিন শিশু। স্বাস্থ্যের অবনতি হওয়ায় তাদেরকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়, সেখানে দুই শিশুর মৃত্যু হয়। আর এক শিশুর অবস্থা বর্তমানে ভালো রয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

ভূপেন্দ্র তার পরিবারের সাথে সোনিপাতের কালুপুর গ্রামের কাছে মায়াপুরী কলোনিতে (পশ্চিম রামনগর) থাকেন। ভূপেন্দ্রের মতে, রাতে তাঁর তিন সন্তানের স্বাস্থ্যের অবনতি হয়েছিল। রাতেই তাদের সবাইকে সিভিল হাসপাতালে আনা হয়। আশঙ্কাজনক অবস্থা দেখে চিকিৎসকরা তাঁকে পিজিআই-তে রেফার করেন। স্বজনরা তাদের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে হেমা (৭) ও তরুণ (৫) মারা যান। প্রবেশও (৮) হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। বর্তমানে তার অবস্থা ভালো।

পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছে, রাতে শিশুরা ঘুমানোর আগে নুডুলস খেয়ে নেয়। এর পরই তাদের স্বাস্থ্যের অবনতি হয়। খবর পেয়ে পুলিশও তৎপর হয়েছে। শিশুদের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে রাখা হয়েছে। সিটি থানার এসএইচও দেবেন্দ্র শর্মা জানিয়েছেন, পোস্টমর্টেম রিপোর্ট পেলেই মৃত্যুর আসল কারণ জানা যাবে।

মোদী সরকারের অধীনে খেলাধুলা ও ক্রীড়াবিদদের উৎসাহিত করা হয়েছে : অনুরাগ ঠাকুর

নয়াদিল্লি, ২৯ জুন (হি.স.): নরেন্দ্র মোদী সরকারের অধীনে খেলাধুলা ও ক্রীড়াবিদদের উৎসাহিত করা হয়েছে। দিল্লির মুনিরকা গ্রামে বক্সার রোহিত টোকাস এবং তাঁর পরিবারের সঙ্গে দেখা করার পর বললেন কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর। অনুরাগ বলেছেন, মুনিরকা গ্রাম ক্রীড়াবিদ এবং খেলাধুলার জন্য পরিচিত। বক্সার রোহিত টোকাস দেশের হয়ে পদক জিতে আমাদের সবাইকে গর্বিত করেছেন। তিনি শুধু রেলওয়ের জন্য কাজ করেন না বরং উদীয়মান ক্রীড়াবিদদের প্রশিক্ষণও দেন। তাঁর (ভারত টোকাস) জীবন থেকে অনেক কিছু শেখার আছে।

কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর বৃহস্পতিবার টুইট করেও জানান, ভারতীয় খেলোয়াড়রা আন্তর্জাতিক মঞ্চে জনপ্রিয়। মোদী সরকার খেলোয়াড়দের এগিয়ে নিতে বিশ্বমানের সুযোগ-সুবিধা দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সম্পর্ক সে সমর্থন কর্মসূচির অধীনে, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন লন বোলিং খেলোয়াড় কুমারী পিঙ্কি সিং এবং বক্সার রোহিত টোকাসের সঙ্গে দেখা করেছি।

মোদী সরকারের এই ৯ বছর ভারতের জন্য অত্যন্ত গৌরবের : অমিত শাহ

লখিসরাই, ২৯ জুন (হি.স.): মোদী সরকারের এই ৯ বছর ভারতের জন্য অত্যন্ত গৌরবের। জোর দিয়ে বললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ। বৃহস্পতিবার বিহারের লখিসরাইয়ের একটি জনসভায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, 'এই নয়টি বছর ভারতের গৌরবের বছর। প্রধানমন্ত্রী মোদী যেখানেই যান না কেন, আমেরিকা হোক অথবা ইংল্যান্ড, ফ্রান্স অথবা মিশর- আপনারা ''''মোদী, মোদী'''' স্লোগান শুনতে পাচ্ছেন। তিনি সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছিলেন, কিছু রাষ্ট্রপ্রধান তাঁর অ্যাপয়েন্টমেন্ট চেয়েছিলেন, কেউ কেউ - তাঁর অটোগ্রাফ, আবার কেউ কেউ আশীর্বাদের জন্য তাঁর পা ছুঁয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী মোদীর প্রতি সমগ্র বিশ্বের এই শ্রদ্ধা শুধুমাত্র তাঁর অথবা বিজেপির নয়, কোটি কোটি ভারতীয়ের।'

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আরও বলেছেন, 'আগে যখন পাক মদতপুষ্ট সন্ত্রাসীরা আক্রমণ করত, সোনিয়া-মনমোহনের সরকার কোনও উত্তর দেয়নি, দিল্লিতে মৌনি বাবা হয়ে বসে থাকত, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী মোদীর শাসনকালে যখন পুলওয়ামা এবং উরিতে হামলা হয়েছিল, মোদীজি ১০ দিনের মধ্যে জবাব দিয়েছিলেন। সার্জিক্যাল স্ট্রাইক ও এয়ার স্ট্রাইক করে পাকিস্তানের ঘরে ঢুকে মেরেছিলেন।' বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারকেও আক্রমণ করেছেন অমিত শাহ। তিনি বলেছেন, 'পল্টু বাবু নীতীশ কুমার জিজ্ঞাসা করছিলেন ৯ বছরে (কেন্দ্র) কী করেছে? আপনি যাদের সঙ্গে বসেছিলেন এবং যাদের কারণে আপনি মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন তাদের প্রতি অন্তত কিছু শ্রদ্ধা রাখুন। এই ৯ বছরে সারা দেশে প্রচুর কাজ করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।'

বিজেপি প্রার্থীদের দেওয়াল লিখনে কাদা লাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগে উত্তপ্ত রায়গঞ্জে

রায়গঞ্জ, ২৯ জুন (হি. স.) : উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জের ১৩ নম্বর কমলাবাড়ি ১ গ্রামপঞ্চায়েতের বারোগন্ডা বিজেপি প্রার্থীদের পোস্টার, ফেস্টুন ছেঁড়া ও দেওয়াল লিখনে কাদা লাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগে উত্তপ্ত এলাকা। বৃহস্পতিবার বিজেপি কর্মীরা দেখতে পান, কমলাবাড়ি ১ গ্রামপঞ্চায়েতের ১৭৯ এবং ১৮০ নম্বর বুথে বিজেপি প্রার্থীদের পোস্টার ছেঁড়া ও দেওয়াল লিখনে কাদা লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে।

মণিপুর সফরের প্রেক্ষিতে রাহুলকে বিঁধল বিজেপি, সম্বিত বললেন তাঁর আচরণ অত্যন্ত দায়িত্বজ্ঞানহীন

নয়াদিল্লি, ২৯ জুন (হি.স.): হিংসাদীর্ণ মণিপুর সফরের জন্য কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর তীব্র সমালোচনা করল বিজেপি। বৃহস্পতিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিজেপি মুখপাত্র সম্বিত পাত্র বলেছেন, 'রাহুল গান্ধীর আচরণ অত্যন্ত দায়িত্বজ্ঞানহীন। আমি সর্বদা বলেছি, রাহুল গান্ধী এবং দায়িত্ব একসঙ্গে ভ্রমণ করতে পারে না।'

শান্তির বার্তা নিয়ে বৃহস্পতিবারই মণিপুরের রাজধানী ইম্ফলে গিয়েছেন রাহুল গান্ধী। সেখান থেকে তিনি যাচ্ছিলেন চূরাচাঁদপুরে। কিন্তু, রাজধানী ইম্ফল থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার দূরে বিষ্ণুপুরের কাছে চেকপোস্টে তাঁর কনভয় আটকে দেয় পুলিশ। তাই তাঁকে ফিরে আসতে হয়েছে। এ বিষয়ে বিজেপি মুখপাত্র সম্বিত পাত্র বলেছেন, অল মণিপুর স্টুডেন্টস ইউনিয়ন গতকাল একটি প্রেস কনফারেন্সের সময় রাহুল গান্ধীর সফর বয়কট করার দাবি জানিয়েছে। অনেক সুশীল সমাজ সংগঠনও আহ্বান জানিয়েছিল যে রাহুল গান্ধী মণিপুরে এসে স্ফুলিঙ্গ উস্কে দেবেন না। রাহুল গান্ধীর আচরণ অত্যন্ত দায়িত্বজ্ঞানহীন। আমি সবসময় বলেছি, রাহুল গান্ধী এবং দায়িত্ব একসঙ্গে ভ্রমণ করে না।'

সম্বিত পাত্র আরও বলেছেন, 'একগুঁয়েমির চেয়ে সংবেদনশীলতা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। মণিপুরে যখন এমন পরিস্থিতি, তখন একটু সংবেদনশীলতা থাকতে হবে, জেদ নয়। ভারত একটি গণতান্ত্রিক দেশ, কেউ রাহুল গান্ধীকে মণিপুর যেতে বাধা দেয়নি, কিন্তু রাজ্যের প্রশাসন বলেছে যে রাহুল গান্ধীর মণিপুর সফরের খবরের মধ্যে প্রচুর প্রতিবাদ হয়েছে।'

ভীম আর্মির প্রধান চন্দ্রশেখর আজাদের উপর হামলার ঘটনায় আটক ৪

লখনউ, ৩০ জুন (হি. স.) : ভীম আর্মির প্রধান চন্দ্রশেখর আজাদের উপ্র গুলি চালানোর ঘটনায় বৃহস্পতিবার চার জনকে আটক করেছে উত্তরপ্রদেশ পুলিশ। বুধবার উত্তর প্রদেশের সাহারানপুরে তাঁর উপরে হামলা চলে। দুষ্কৃতীরা যে গাড়িতে করে এসে হামলা চালিয়েছিল, সেই গাড়িটিকেও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

বুধবার ছোট ভাই ও সঙ্গে কয়েকজনকে নিয়ে সহরানপুরের দেওবন্দে এক সমর্থকের বাড়িতে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে যাচ্ছিলেন চন্দ্রশেখর। সেই সময় দেওবন্দ থানা এলাকায় আচমকাই একটি গাড়ি দলিত নেতার কনভয়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে। তার পরই তাঁকে লক্ষ্য করে গাড়ির পিছন দিক থেকে এলোপাথাড়ি গুলি চালায় দুষ্কৃতীরা। পুলিশ সূত্রের খবর, পর পর চার রাউন্ড গুলি চলে। একটি গুলি তাঁর পিঠে লাগে। তবে আঘাত গুরুতর নয়। হাসপাতালের তরফে জানানো হয়েছে, বর্তমানে আজাদের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। তাঁর ডিজিটাল এক্সরে এবং আলট্রাসাউন্ড করানো হয়েছে। শরীরে কোনও গুলি পাওয়া যায়নি। তবে উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ নেই।অন্যদিকে, এই ঘটনায় পরিস্থিতি অশান্ত হয়ে ওঠে। হাসপাতাল থেকেই দলীয় সমর্থক এবং কর্মীদের উদ্দেশে বার্তা দিয়েছেন চন্দ্রশেখর। তিনি বলেন, এ রকম আচমকা হামলা হবে ভাবতে পারিনি। তবে আমার শুভানুধ্যায়ী, বন্ধু, সমর্থকদের বলব, তাঁরা যেন শান্তি বজায় রাখেন। আমি ভাল আছি।

২০২০ সালে চন্দ্রশেখর আজাদ সমাজ পার্টি নামে রাজনৈতিক দল তৈরি করেন। উত্তরপ্রদেশ সহ বিভিন্ন রাজ্যে দলিত এবং অনগ্রসর মানুষের অধিকার রক্ষার আন্দোলনের জন্য আজাদের বিশেষ পরিচিতি রয়েছে। তাঁর সামাজিক সংগঠন ভীম আর্মি উত্তরপ্রদেশে যথেষ্ট জনপ্রিয়। অনুগামীদের কাছে তিনি রাবণ বলেই পরিচিত। যোগীরাজ্যে সিএএ বিরোধী আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা ছিল চন্দ্রশেখরের। দিল্লির শাহিনবাগ আন্দোলনেও তিনি জড়িত ছিলেন। তার জন্য তাঁকে জেল খাটতে হয়। গত বছর উত্তরপ্রদেশে বিধানসভা ভোটে গোরক্ষপুর কেন্দ্রে তিনি মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের বিরুদ্ধে লড়াই করে হেরে যান। তাঁকে নিয়ে উত্তরপ্রদেশের বিরোধী দলগুলি টানাটানি করে বিধানসভা ভোটে। কিন্তু তাঁর দল একাই লড়াই করবে বলে জানিয়ে দেন রাবণ।-

জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকেই মিলতে পারে বিশ্বকাপের টিকিট

কলকাতা, ২৯ জুন (হি.স.): আবার ভারতের মাটিতে বসছে বিশ্বকাপ ক্রিকেটের আসর। সেমিফাইনাল-সহ পাঁচটি ম্যাচ খেলা হবে ইডেন গার্ডেন্সে। বিশ্বকাপের ম্যাচ দেখতে মুখিয়ে রয়েছেন কলকাতার ক্রিকেটপ্রেমীরা। ক্রিকেটপ্রেমীদের এখন একটাই প্রশ্ন, বিশ্বকাপ দেখার টিকিট কবে মিলবে? সূত্রের খবর, জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকেই বিশ্বকাপের টিকিট ছাড়া শুরু করবে আইসিসি। জানা গিয়েছে, টিকিট কাটার পুরো প্রক্রিয়াটাকেই ডিজিটাল করতে চাইছে আইসিসি। ফলে ঘরে বসেই ক্রিকেটপ্রেমিরা পছন্দমতো তাদের টিকিট কেটে নিতে পারবেন। টিকিটের জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে আর ঝামেলা পোয়াতে হবে না ক্রিকেটপ্রেমীদের।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

কোন সময় ফল খাওয়া উচিত কখন ফল খাওয়া মারাত্মক ক্ষতিকর

খাবার অন্তত এক ঘণ্টা পর ফল খাওয়া উচিত। কারণ খাওয়ার পরেই ফল খেলে খাবারের আগে ফল হজম হয়ে যায়। ফলের পুষ্টিগুণ শরীরে দ্রুত পৌঁছে যায় এবং খাবারের অনেক পুষ্টিগুণ শরীরে শোষিত হয় না।

অন্যদিকে, রাতে ঘুমানোর আগে ফল খাওয়ার সবচাইতে খারাপ সময়। কারণ ঘুমানোর আগে রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে ঘুম আসবে না। এমনকি রাতের খাবারটাও ঘুমানোর কমপক্ষে দুই ঘণ্টা আগে খাওয়া উচিত। অন্যথায় বদহজম দেখা দিতে পারে।

এছাড়াও অন্যান্য খাবার খাওয়ার পরপরই ফল খাওয়ার মাঝখানে কমপক্ষে এক ঘণ্টার ব্যবধান রাখা উচিত। কারণ এক্ষেত্রেও বদহজম হতে পারে এবং ফলের পুরোপুরি পুষ্টিগুণ শরীরে শোষিত হবে না। ডায়াবেটিসে আক্রান্ত রোগিদের ক্ষেত্রে এই ব্যবধান হওয়া উচিত অন্যান্য খাবার খাওয়ার আগে কমপক্ষে দুই ঘণ্টা।

আর অন্যান্য খাবারের সঙ্গে ফল খেলে হজম পদ্ধতি ধীর করে দেয়। অর্থাত ফল দীর্ঘসময় পাকস্থলিতে থেকে যায়। যা ফলটির "ফার্মেন্টেশন"র দিকে নিয়ে যেতে পারে। আঁশ বেশি থাকায় ফল এমনিতেই হজম হতে সময় লাগে। অন্য খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে খেলে তা আরও ধীরে হজম হয়।

ফলের সর্বোচ্চ পুষ্টি গ্রহণের জন্য নির্দিষ্ট সময়ে ফল খাওয়া উচিত। বিশেষজ্ঞদের মতে, দিনে একবাটি তাজা ফল আপনাকে সুস্থ রাখবে। তবে তা খেতে হবে সূর্যাস্তের আগেই। এছাড়াও সূর্যাস্তের পর আমাদের বিপাক ধীর হয়ে যায় এবং কার্বস হজম করা কঠিন হয়ে পড়ে।

খাবারের সঙ্গেও ফল যোগ করা উচিত নয় বা খাবারের পরপরই খাওয়া উচিত নয়। খাবার এবং ফল খাওয়ার মাঝে অন্তত দুই-তিন ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে। বেশিরভাগ ফলই কার্বোহাইড্রেট সমৃদ্ধ। দ্রুত শক্তির একটি দুর্দান্ত উৎস হচ্ছে ফল, তবে এটি রক্তে শর্করার মাত্রাও বাড়িয়ে তোলে। রক্তে শর্করার মাত্রা বৃদ্ধির কারণে এটি ঘুমকে ব্যাহত করতে পারে।

চুলের দুর্গন্ধ কিভাবে সুগন্ধে রূপান্তরিত করবেন

মানুষের ব্যক্তিত্বের বিশেষ অংশ চুল। শুষ্ক, দুর্গন্ধযুক্ত চুল আমরা কেউই পছন্দ করি না। চুলে দুর্গন্ধ হলে তা অনেক সময় বিরক্তির কারণও হয়। এই সমস্যা থেকে মুক্তির উপায় কি? আপনারো যদি একই প্রশ্ন থাকে তবে এ প্রতিবেদনটি আপনাকে সাহায্য করবে। চুলের জন্য সুগন্ধযুক্ত বিশেষ সিরাম ও শ্যাম্পু তৈরি করা যায়। এগুলো খুব সহজেই আপনি চাইলে বাসায় তৈরি করতে পারেন। এই চুলের সুগন্ধি বানানো খুব সহজ ও সাশ্রয়ীর পাশাপাশি পুষ্টিকর এবং বিষমুক্তও।

একটি কাচের বাটিতে, ১ টেবিল চামচ ভেষজ তেল নিন। এর সঙ্গে ১০-১২ ফেঁটা প্রয়োজনীয় সুগন্ধি তেল যোগ করুন। পছন্দমতো ল্যাভেন্ডার বা জুঁই ফুলের সুগন্ধি দিতে পারেন। এর পর এর সঙ্গে আধা কাপ পরিশোধিত গোলাপ জল মেশান। ভালোভাবে নাড়ুন এবং একটি স্প্রে বোতলে ঢেলে রাখুন। বাইরে বেরোনোর আগে বা যখনই আপনার মনে হবে 'আপনার চুলে সুগন্ধ ও চমক প্রয়োজন, এটি স্প্রে করুন।

ভেষজ তেল চুলকে ময়েশ্চারাইজ এবং পুষ্ট করে, পাশাপাশি চুলের আগা ফাটা প্রতিরোধ করে। শুধু তাই নয়, এতে থাকা সুগন্ধি তেল চুলের দুর্গন্ধ দূর করে ও চুল পুনর্জীবিত করতে সহায়তা করে। ঘুমাতে যাওয়ার আগে সুগন্ধি ছড়িয়ে নিলে এটি ভাল ঘুমের আমেজ তৈরিতেও সহায়তা করে। অন্যদিকে গোলাপ জল মাথার ত্বকের শুষ্কতার সঙ্গে খুশকি এবং চুলকানি কমায়।

গুড় খাওয়ার ফলে যে উপকার গুলি পাবেন জেনেনিন

সারা দিনের নানা কাজকর্মের শেষে অনেক সময় শরীরে আর শক্তি থাকে না। অসম্ভব ক্লান্ত আর অবসন্ন লাগে সারাদিন। এমন অবস্থায় হাতের কাছে একটি পানীয় হতে পারে আপনার সকল ক্লান্তির চিকিতসা। হালকা গরম জলেতে গুড় মিশিয়ে খেলেই দূর হবে সব ক্লান্তি।

গুড়ে কার্বোহাইড্রেট আছে, তাই এটি শরীরে তাতক্ষণিক এনার্জি জোগাতে সক্ষম হয়। শুধু এনার্জির জোগান দেওয়া নয়, গুড় শরীরের পক্ষে নানা দিক দিয়েই ভালো। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রেও গুড়ের নানা উপযোগিতার কথা বলা আছে। ওষুধের উপর নির্ভরশীল না হয়ে প্রাকৃতিক ভাবে সুস্থ থাকতে হলে গুড়ই যথেষ্ট। তবে রিফাইন করা চিনির চেয়ে আখ বা খেজুরের রস দিয়ে তৈরি গুড় স্বাস্থ্যের পক্ষে অনেক ভালো। এনার্জির জোগান দেওয়া ছাড়া গুড় জল আর কি কি করে উপকার করে শরীরের, সেটা একবার দেখে নেওয়া যাক।

মেটাবলিজম ও রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় :

ম্যাগনেসিয়াম, ভিটামিন বি ১, বি ৬ ও ভিটামিন সি দ্বারা পরিপূর্ণ হল গুড়। এছাড়াও এতে আছে জিঙ্ক, সেলেনিয়াম ইত্যাদির মতো খনিজ। তাই সকালে বা রাত্রে শুতে যাওয়ার আগে গুড় জল পান তা মেটাবলিজম বাড়িয়ে দেয় আর রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতাও দৃঢ় করে।

ওজন কমায় : বেশিরভাগ সময়ই আমরা ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে বলি যে মিষ্টি খেলেই ওজন বাড়ে। কিন্তু মিষ্টি খেলেও যে ওজন কমে, এটা কী ভাবে সম্ভব? গুড়ের ক্ষেত্রে এটা সম্ভব। গুড়ে পটাসিয়াম আছে বলে এটি শরীরে ইলেকট্রোলাইট সমতা বজায় রাখে। তাই জল ধরে রাখার ক্ষমতা অনেকটাই কমে যায় আর বাড়তি মেদও কমে। পেশি গঠনেও সাহায্য করে গুড়। শরীর সুস্থ রাখে : গুড় প্রাকৃতিকভাবে লিভার পরিস্রুত করে এবং রক্তও পরিষ্কার করে। নিয়মিত গুড় খেলে ত্বকের উজ্জলতা বাড়বে এবং শরীর টক্সিনমুক্ত হবে।

জানেন কি লেবুর রসে নয়, উপকার বেশি খোসায় !

যে কোন খাবারের স্বাদ বাড়াতে লেবুর কোন জুড়ি নেই। এর সাথে লেবুর আছে সুঘ্রাণ। যা খাবারে তৃপ্তি দেয়। অনেকে আবার সুস্থতার জন্য সকালে লেবু জল পান করে থাকে। তবে আমরা লেবুর রস রেখে খোসাটা ফেলে দেই। কারণ আমরা জানিই না যে এই খোসাতে আছে কত অজানা ও চমতকার সব উপকারিতা। লেবুর রসের চেয়ে ৫-১০ গুণ বেশি ভিটামিন আছে লেবুর খোসায়। লেবু আমাদের স্বাস্থ্য, ত্বক এবং চুলের জন্যেও খুবই উপকারি। খোসাতে আছে ক্যালসিয়াম ও পটাসিয়ামের মত খনিজ উপাদান, ফাইবার ও ভিটামিনে সমৃদ্ধ।

চলুন জেনে নেই লেবুর খোসার জাদুকরী উপকারিতা সম্পর্কে।

১. ত্বকের সানবার্ন প্রতিরোধ করতে লেবুর খোসা সরাসরি ত্বকে প্রয়োগ করলে বেশ উপকার পাওয়া যায়। এতে ত্বকের পোড়াভাব সহজেই দূর হয়। পাশাপাশি ত্বকের সৌন্দর্য বাড়াতে এতে আছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট উপাদান।

২. লেবুর খোসা হজম শক্তি এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় খুব সহজেই।

৩. দেহের অতিরিক্ত মেদ কমাতেও লেবুর খোসা অনেক উপকারী।

৪. এতে প্রচুর পরিমাণের ভিটামিন সি থাকায় দাঁতের জন্য বেশ কার্যকর ভূমিকা রাখে। লেবুর খোসা দাঁতের বিভিন্ন অসুখ থেকে রক্ষা করে। হাড়ের বিভিন্ন অসুখ যেমন, পলি আর্থারাইটিস, অস্টিওপরোসিস এবং বিভিন্ন প্রকার আর্থারাইটিস প্রতিরোধ করে।

৫. প্রত্যহ লেবুর খোসা খেলে শরীরে সাইট্রিক অ্যাসিডের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। যার ফলে কিডনিতে পাথর হওয়ার ঝুঁকি কমায়।

৬. লেবুর খোসা শরীর থেকে স্ট্রেস কমাতে সহায়তা করে।

৭. লেবুর খোসাতে আছে সয়ালভেসস্ট্রল কিউ ৪০ ও লিমোনেন্স, যা ক্যান্সারের কোষ ধ্বংস করে, বাকটেরিয়াল ও ছত্রাক সংক্রমণের প্রকোপ কমায়।

৮. আমদের শরীরে কোলেস্টেরলের মাত্রা বজায় রাখে লেবুর খোসা, যা রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং বিভিন্ন হৃদরোগ যেমন স্ট্রোক এবং হার্ট অ্যাটাক প্রতিরোধ করতে সহায়তা করে।

সোনামণির বাহারি মশারি

ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়াসহ নানা রোগে এখন আক্রান্ত হচ্ছে সব বয়সী মানুষ। শিশুরা তো আরও ঝুঁকিতে। মশারি ব্যবহার করলে মশার এই অত্যাচার থেকে নিজে যেমন বাঁচতে পারবেন, তেমনি বাঁচাতে পারবেন আপনার সন্তানকেও। তাই ব্যাঘাতহীন ঘুমের জন্য মশারি ব্যবহার উত্তম এবং নিরাপদও। বাজারে শিশুদের জন্য আছে বাহারি মশারি। এসব মশারি যেমন শিশুকে নিরাপদ রাখবে, তেমনি রঙিন মশারি ঘরে যোগ করবে বাড়তি সৌন্দর্য।

মশা থেকে বাঁচতে

নিজ ঘরে মশা থেকে বাঁচার সবচেয়ে সস্তা, দীর্ঘস্থায়ী, কার্যকর এবং নিরাপদ উপায়টির নাম মশারি। কয়েল বা ওষুধে মশা না—ও মরতে পারে, তবে চারদিক গুঁজে নিয়ে এবং ভেতরে মশা নেই, সেটা নিশ্চিত করে মশারির ভেতর ঢুকে বসে থাকলে মশা যে কামড়াতে পারবে না, সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। নিউমার্কেটের মশারি ও পর্দার দোকান মায়ের দোয়া স্টোরের বিক্রয়কর্মী আশিক হোসেন জানান, সারা বছর ছোট মশারি কমবেশি চলে।

ছোটদের মশারি

ঢাকার গুলশান ১ নম্বরের এনডিসিসি মার্কেটে মশারি কিনতে এসেছেন গৃহিণী ফারজানা খন্দকার। তিনি বলেন, 'আমার আট মাসের সন্তানের জন্য বাহারি মশারি কিনতে এসেছি। দিন দিন মশাবাহিত রোগ বাড়ছে। আমার সন্তান যেহেতু সারাক্ষণ শুয়েই থাকে, তাই দেখতে সুন্দর, এমন মশারি কিনতেই মার্কেটে আসা।' ছোট শিশুদের জন্য আলাদা মশারি বেশ জরুরি। কারণ, শিশুরা একটু আগে ঘুমিয়ে পড়ে। আর তখন বড় মশারি টানিয়ে রাখা বেশ ঝামেলার। আর না টানালে মশার উৎপাতে আপনার সোনামণি আরামে ঘুমাতে পারবে না। তা ছাড়া ডেঙ্গু জ্বরের প্রকোপ বাড়ায় শিশুদের দিনের বেলায় ঘুম পাড়ালেও মশারি টানানো জরুরি। এ ক্ষেত্রে শিশুদের জন্য ছোট মশারি ব্যবহারই সুবিধাজনক। আর এখন বাজারে শিশুদের জন্য বাহারি সব মশারিও পাওয়া যায়। এর মধ্যে কোনোটি চেইন দিয়ে তৈরি ঘরের মতো। একে স্প্রিং মশারি বলে। কোনোটি আবার লোহার দণ্ডের সঙ্গে নেট প্যাঁচানো। কোনোটি আবার ছাতার মতো খোলা যায়। কিছু আবার আছে বিছানাসহকারে তৈরি বেড সেটিং মশারি।

আপনি চাইলে মশারি রেডিমেড কিনতে পারেন আবার বানিয়েও নিতে পারেন। তবে রেডিমেডের চেয়ে বানানো মশারিই বেশি টেকসই। অবশ্য এ জন্য খরচাপাতিও একটু বেশি গুনতে হবে। সাধারণত মশারির নেট কাপড় এবং সাইজের ওপর নির্ভর করে এর দরদামের পার্থক্য।

ঘুমের ওষুধ খেয়েও চোখে ঘুম নেই? ওষুধ ছাড়াই ঘুম আসবে যেভাবে জানুন

সমস্যার নাম ঘুমের অসুখ। আক্রান্তের হিসেব শুনলে আঁতকে ওঠার কথা! শিশু থেকে বয়স্ক, বিশ্বে শতকরা প্রায় ৪৫ শতাংশ মানুষ ঘুমের অসুখে আক্রান্ত। সারাদিন পরিশ্রমের পরেও রাতে ঘুম না আসার সমস্যা নতুন নয়। এপাশ ওপাশ করতে করতেই রাত শেষ হয় অনেকের। এমন সমস্যা কি আপনারও? ঘুমের ওষুধ খেতে হচ্ছে প্রায়ই? কিন্তু জানেন কি, ঘুমাতে যাওয়ার আগে যদি মানেন সহজ কিছু নিয়ম, তাতেই ঘুম হবে গাঢ়।

১. পা ভিজে রেখে ঘুমতে যাবেন না। চিকিতসকদের মতে, শরীরের তাপমাত্রার একাংশ নিয়ন্ত্রণ করে পা। তাই পা ভেজা থাকলে শরীরের তাপমাত্রায় ভারসাম্য থাকে না। কাজেই ভাল করে পা মুছে, শুকনা পায়ে উঠুন বিছানায়।

২. প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে ঘুমাতে যাওয়ার চেষ্টা করুন। ফোন থেকে দূরে থাকুন। ঘুমের সবচেয়ে ব্যাঘাত ঘটায় বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম। তাই ঘুমাতে যাওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তে গ্রুপ চ্যাট, হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুক ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন।

৩. রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে ল্যাপটপ বা মোবাইলে ওয়েব সিরিজ-ছবি না দেখে, বরং কিছুক্ষণ বই পড়ুন। বই পড়লে মাথা শান্ত হয়। ফলে নিমেষেই ঘুম আসে। খবরের কাগজও পড়তে পারেন।

৪. ঘুমাতে যাওয়ার দু-ঘণ্টা আগে সারুন রাতের খাওয়া। চার ঘণ্টা আগেই নিয়ে নিন সেদিনের শেষ কফি বা চা। এই দুই নিয়মে অভ্যস্ত হতে পারলে ঘুম আসবে সহজেই।

৫. তোষক ও বিছানাও কিন্তু ঘুমে ব্যাঘাত ঘটানোর অন্যতম কারণ। খেয়াল রাখুন, সেসবের গুণগত মান যেন উন্নত হয়। আরামদায়ক তোষকে শরীরে রক্ত সঞ্চালন ভালভাবে হয়। স্নায়ু ও পেশী আরাম পায়। ঘুম আসে নিমেষে।

৬. ঘুমনোর আগে স্নান করুন। ঠান্ডা লাগার অভ্যাস না থাকলে এটি করে দেখুন। কাজে আসবে দারুণ। ঘুমের মানও ভালো হবে। শরীর থাকবে ঝরঝরে।

বৃষ্টির দিনে খিচুড়ি খেয়েই কমবে ওজন

চটজলদি ওজন কমাতে চাইলে আগেই বদলে ফেলতে হয় ডায়েটের রোজনামচা। স্বাস্থ্যকর খাবার মানেই অনেকে প্রাতরাশে ওট খেতে শুরু করেন। কারণ, এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন, ফাইবার ও নানা ধরনের খনিজ পুষ্টির উপাদান। অনেকেই ওটের পুষ্টিগুণ বাড়াতে এর সঙ্গে পছন্দের ফল মিশিয়ে খান। কেবল সকালেই নয়, আপনি কিন্তু চাইলে দুপুরের কিংবা রাতের খাবারেও ওট রাখতে পারেন।

বহু পুষ্টিবিদ ক্যালোরি মেপে খাওয়ার পরামর্শ দেন, তাঁরা রাতের কিংবা দুপুরের খাবারে কী খাবেন, বুঝতে পারেন না।

সে ক্ষেত্রে ওটই করতে পারে আপনার মুশকিল আসান। ওট দিয়েই বানিয়ে ফেলতে পারেন সুস্বাদু খিচুড়ি। রইল ১৮০ ক্যালোরির মধ্যেই দুপুর কিংবা রাতের খাবার বানিয়ে ফেলার রেসিপির হদিস।

উপকরণ: ওট: ৫০ গ্রাম, মুগ ডাল: ৫০ গ্রাম

কড়াইশুঁটি: ৫০ গ্রাম, পেঁয়াজ: ১টি, (কুচি করে কাটা), গাজর: ১টি (কুচি করে কাটা), ঘি: ২ টেবিল চামচ, টম্যাটো: ১টি (ছোট করে কাটা), আদা: ১ চা চামচ, কাঁচালঙ্কা: ৩-৪টি, হলুদ গুঁড়ো: ১ চা চামচ, লঙ্কা গুঁড়ো: ১ চা চামচ হিং: আধ চা চামচ, নুন: স্বাদ মতো

গোটা জিরে: আধ চা চামচ, ওট দিয়েই বানিয়ে ফেলতে পারেন সুস্বাদু খিচুড়ি। ছবি: শাটারস্টক

প্রণালী:

একটি কুকারে ঘি গরম করে তাতে জিরে ফোড়ন আর হিং দিন। হালকা ভাজা হয়ে এলে তাতে পেঁয়াজ, টম্যাটো, আদা ও কাঁচা লঙ্কা দিয়ে নাড়াচাড়া করুন। তার পর গুঁড়ো মশলা দিয়ে ভাল করে কষিয়ে নিন। এ বার ওট, ডাল আর সব রকম সব্জি দিয়ে ভেজে নিন। স্বাদমতো নুন, সামান্য জল দিয়ে কুকারের ঢাকনা দিয়ে একটি সিটি দিয়ে দিলেই তৈরি হয়ে যাবে ওট খিচুড়ি।

ব্রকলি খাওয়ার উপকারিতাগুলি জেনেনিন

শীতকালীন সবজি ব্রকলি। অনেকটা ফুলকপির মতো দেখতে সবুজ রঙের এই সবজির চাহিদা এখন সর্বত্র। চায়নিজ খাবারের সঙ্গে দেশি খাবারেও ব্যবহৃত হচ্ছে ব্রকলি। কাঁচা বা রান্না করে খাওয়া যায় ব্রকলি।

ওজন কমাতে : ব্রকলিতে ক্যালোরির পরিমাণ কম, তাই অনেক খেলেও ওজন নিয়ন্ত্রণে থাকে। ওজন কমানোর জন্য ক্ষুধা লাগলে ব্রকলি খাওয়া যেতে পারে।

সুস্বাদু : সালাদে এবং দেশি বা বিদেশি স্টাইলে রান্না করলে ব্রকলি খেতে অনেক সুস্বাদু মনে হয়।

ক্যান্সার প্রতিরোধ : নিয়মিত ব্রকলি খেলে ক্যান্সার হওয়ার আশঙ্কা একেবারেই কমে যায়।

পুষ্টিগুণ : ক্যালোরির পরিমাণ কম হলেও ব্রোকলিতে যে ভিটামিন ও খনিজ রয়েছে, তা শরীরের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

হাড় সুস্থ রাখতে : ব্রকলিতে ক্যালসিয়াম বেশি থাকায় হাড় শক্তিশালী ও মজবুত হয়।

অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট : ব্রকলিতে ভিটামিন কে, আয়রন আর পটাশিয়ামের পাশাপাশি প্রচুর পরিমাণ ফ্ল্যাভিনয়েড, লিউটেন, ক্যারোটিনয়েড, বিটা-ক্যারোটিনসহ উচ্চমানের নানা অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট থাকে। এ সময় সুস্থতার জন্য তাই খাদ্যতালিকায় ব্রকলি রাখুন।

বিপাকক্রিয়া : ব্রকলি এমন একটি সবজি, যা পেটে কোনো সমস্যা তৈরি করে না এবং সহজেই হজম হয়।

ত্বক সুন্দর রাখতে : ব্রকলিতে থাকা ভিটামিন "সি" ত্বক সুন্দর ও মসৃণ রাখে। এ ছাড়া ব্রকলি খেলে বয়সের ছাপ চেহারায় পড়ে না। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : ব্রকলিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন "এ" থাকায় তা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। এ ছাড়া ঠাণ্ডা কাশিও প্রতিরোধ করে ব্রকলি।

উদ্ধার সাবমেরিন টাইটানের ধ্বংসাবশেষ মিলল অভিযাত্রীদের দেহাংশও

ওয়াশিংটন, ৩০ জুন (হি. স.) : অবশেষে খোঁজ মিলল সাবমেরিন টাইটানের ধ্বংসাবশেষের। মর্মান্তিক দুর্ঘটনার এক সপ্তাহের মধ্যেই পাওয়া গেল টাইটান সাবমেরিনের ধ্বংসাবশেষ। সন্ধান মিলেছে সাবমেরিনে থাকা পাঁচ যাত্রীর দেহাংশেরও। বুধবারই মার্কিন উপকূলরক্ষী বাহিনীর তরফে জানানো হয়, গত সপ্তাহে টাইটানিক দেখতে গিয়ে আটলান্টিক মহাসাগরের গভীরেই ধ্বংস হয়ে যাওয়া টাইটান সাবমেরিনের কিছুটা অংশ উদ্ধার করা হয়েছে। এরসঙ্গে উদ্ধার হয় দেহাবশেষও। মনে করা হচ্ছে, টাইটানে যে পাঁচজন যাত্রী ছিলেন, তাদেরই দেহাবশেষ মিলেছে। এবার আমেরিকার মেডিক্যাল অফিসাররা ওই দেহাবশেষ খতিয়ে দেখবেন। তারপরই নিশ্চিত হওয়া যাবে যে উদ্ধার হওয়া দেহাবশেষ টাইটানের যাত্রীদের নাকি।

১৯১২ সালে সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছিল টাইটানিক। দাবি করা হয়েছিল, এই জাহাজ কখনও ডুববে না। কিন্তু প্রথম যাত্রাতেই ডুবে থাকা বরফের চূড়ায় ধাক্কা মারে টাইটানিক। কয়েক হাজার যাত্রীকে নিয়ে আটলান্টিক মহাসাগরেই সলিল সমাধি হয় টাইটানিকের। এখনও আটলান্টিকের তলাতেই পড়ে রয়েছে টাইটানিকের ধ্বংসাবশেষ। আর এই ধ্বংসাবশেষকে চোখের সামনে দেখতেই পাঁচ যাত্রীকে নিয়ে সমুদ্রে নেমেছিল টাইটান। ওই ছোট্ট সাবমেরিনে যাত্রী ছিলেন ব্রিটেনের হামিস হার্ডিং, ফ্রান্সের সাবমেরিন বিশেষজ্ঞ পল হেনরি নারগিওলেট, পাকিস্তানি-ব্রিটিশ ধনকুবের শাহজাদা দাউদ ও তাঁর ছেলে সুলেমন এবং ওয়ানগেট এক্সপিডিশন সংস্থার সিইও স্টকটন রাশ। আটলান্টিকে নামতেই কিছুক্ষণ পর যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল টাইটানের সঙ্গে। দুর্ঘটনার তিনদিন পরে জানানো হয়, ধ্বংস হয়ে গিয়েছে টাইটান সাবমেরিন। উত্তর আটলান্টিকের দুই মাইল গভীরে জলের অত্যাধিক চাপেই ধ্বংস হয়ে যায় টাইটান। মৃত্যু হয় পাঁচজনেরই। এরপর থেকেই টাইটানের ধ্বংসাবশেষ খোঁজার জন্য উদ্ধারকাজ শুরু করা হয়েছিল। আমেরিকাই এই উদ্ধারকাজের নেতৃত্বে রয়েছে।

বুধবারই পূর্ব কানাডার সমুদ্রের গভীর থেকে টাইটানের একটা ছোট্ট অংশ উদ্ধার করা হয়। ধ্বংসাবশেষ দেখেই বোঝা যাচ্ছে,সম্পূর্ণ দুমড়ে-মুচড়ে গিয়েছিল টাইটান। এই ধ্বংসাবশেষ মার্কিন বন্দরে নিয়ে যাওয়া হবে। সেখানেই যাবতীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হবে। উদ্ধারকাজের যে ছবিগুলি সামনে এসেছে, তাতে দেখা যাচ্ছে টাইটানের সামনের ছুঁচলো অংশ ও এক পাশের কিছুটা অংশ সমুদ্র থেকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। সেখান থেকে তার ঝুলছে। এরমধ্যেই দেহাবশেষও পাওয়া গিয়েছে বলে জানানো হয়েছে।-

চোট পাওয়ার কারণে ঈদের নমাজে উপস্থিত থাকলেন না মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ২৯ জুন (হি. স.) : চোট পাওয়ার কারণে বৃহস্পতিবার ঈদের নমাজে উপস্থিত থাকতে পারলেন না মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন প্রশাসনের নজরদারিতে রেড রোডে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হল নমাজ।

এদিন সকাল সাড়ে ৬টা নাগাদ কলকাতার বড় মসজিদ এবং নাখোদা মসজিদে, সকাল ৭টা নাগাদ টিপু সুলতান মসজিদে এবং সকাল সাড়ে ৮টা রেড রোডে নমাজে অংশ নেওয়ার কথা ছিল মমতার। কিন্তু চোট পাওয়ার কারণে নমাজে অংশ নিতে পারেননি তিনি। তবে সোশ্যাল মিডিয়ায় সকলকে ঈদ-উল-আজহা উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

প্রসঙ্গত, পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রচারে উত্তরবঙ্গে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে ক্রান্তি থেকে বাগডোগরা যাওয়ার পথে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কবলে পড়ে তাঁর হেলিকপ্টার। সেই কপ্টার জরুরি অবতরণ করে সেবক এয়ারবেসে। হেলিকপ্টারের জরুরি অবতরণ করার সময়ে তাঁর চোট লাগে। ৭২ ঘণ্টার বেশি পার হয়ে গেলেও তার স্বাস্থ্যের খুব একটা উন্নতি হয়নি। সেই কারণেই এদিন নমাজে উপস্থিত থাকতে পারেননি মুখ্যমন্ত্রী।

দেশের সমস্ত রাজনৈতিক দল নিজেদের পরিবারের পার্টিতে পরিণত হয়েছে : জে পি নাড্ডা

নয়াদিল্লি, ২৯ জুন (হি.স.): দেশের সমস্ত রাজনৈতিক দল নিজেদের পরিবারের পার্টিতে পরিণত হয়েছে। কংগ্রেস-সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে কটাক্ষ করে এমনটাই বলেছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা। তিনি বলেছেন, এখন আমরা গর্ব করে বলতে পারি, বিজেপি বিশ্বের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক দল।

বৃহস্পতিবার রাজস্থানের ভরতপুরের একটি সমাবেশে নাড্ডা বলেছেন, 'আমরা রাজনীতির নতুন মাত্রা শুরু করেছি। সমগ্র দেশের সব দলের কাছে পরিবারই হয়ে গিয়েছে তাঁদের দল, কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টিই একমাত্র দল যেখানে "পার্টিই পরিবার"।'

এদিন ভরতপুর থেকে বিজেপির নতুন জেলা অফিসের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন নাড্ডা। সেই অনুষ্ঠান থেকে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি আরও বলেছেন, ২০১৪ সালের আগে ভারত একটি দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হিসাবে পরিচিত ছিল। কারণ ২জি, ৩জি স্ক্যাম-সহ অনেকগুলি কেলেঙ্কারি হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী মোদী ক্ষমতায় আসার পর বিশ্বে ভারতের মর্যাদা বেড়েছে।' নাড্ডা আরও বলেছেন, '২০১৪ সালের আগে ভারতের কোনও প্রধানমন্ত্রী যখন আমেরিকায় যেতেন, তখন তিনি কী আলোচনা করতেন... সন্ত্রাস, পাকিস্তান এবং আমাদের ঝগড়া। অথচ মোদীজি যখন আমেরিকা সফরে যান, তারপরে মহাকাশ সংক্রান্ত চুক্তি, বিদেশী সরাসরি বিনিয়োগের চুক্তি এবং একে অপরকে প্রযুক্তিগত সহায়তা দেওয়ার চুক্তি হয়।'

দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে রক্ষা করার কাজ করেছে কেন্দ্র : রাজনাথ সিং

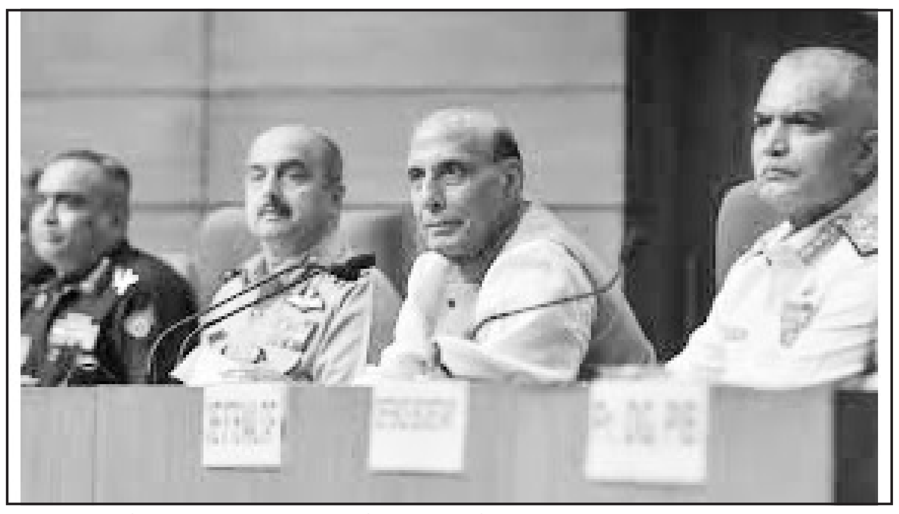

যমুনানগর (হরিয়ানা), ২৯ জুন (হি.স.): দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে রক্ষা করার কাজ করেছে কেন্দ্র। জোর দিয়ে বললেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। বৃহস্পতিবার হরিয়ানার যমুনানগরের একটি সমাবেশে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেছেন, 'আমরা সমস্ত প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছি এবং আমরা যা বলেছি তাই করেছি। যখন থেকে আমরা জনসংঘ হিসাবে কাজ করছি, আমরা ৩৭০ ধারা বাতিল করার কথা বলে আসছি। আমরা এখন ৩৭০ ধারা বাতিল করেছি। দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে রক্ষার কাজ করেছি আমরা। অযোধ্যায় তৈরি হচ্ছে বিশাল রাম মন্দির।'

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেছেন, '৯ বছরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রতি জনগণের আস্থা অনেক বেড়েছে। এখন ভারতের প্রতি বিশ্বের দৃষ্টিভঙ্গিও বদলে গিয়েছে। এখন ভারত কিছু বললে, গোটা বিশ্ব তা মনোযোগ দিয়ে শোনে।' রাজনাথ আরও বলেছেন, 'অযোধ্যায় তৈরি হচ্ছে বিশাল রাম মন্দির। ২৪ জানুয়ারির পর আপনারা সেখানে গিয়ে দর্শন করতে পারবেন। আমরা দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে রক্ষা করার কাজ করেছি।' রাজনাথের কথায়, 'আমাদের বিজেপি সরকারগুলি সরকারি প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতি কমাতে কাজ করেছে। কংগ্রেস সরকারের আমলে জিপ কেলেঙ্কারি থেকে কয়লা কেলেঙ্কারি পর্যন্ত অনেক দুর্নীতি হয়েছে। তাঁদের মন্ত্রীকে দুর্নীতির মামলায় জেলে যেতে হয়েছে।' হরিয়ানার মনোহর লাল খাট্টার সরকারের প্রশংসা করে রাজনাথ বলেছেন, 'মনোহর লালজির নেতৃত্বে প্রথমবারের মতো রাজ্যে সম্পূর্ণ সততার সঙ্গে সরকারি চাকরিতে নিয়োগ করা হয়েছে। মনোহর লালজির সাড়ে আট বছরের শাসনকালে ১৫ বছরে যত বেশি চাকরি দেওয়া হয়েছে তার চেয়ে বেশি চাকরি দেওয়া হয়েছে যুবকদের, তাও দুর্নীতির এক পয়সা ছাড়াই।'

সুদানে ঈদের দিনেও সংঘর্ষ

খার্তুম, ৩০ জুন (হি. স.)সুদানের জনগণের জন্য এবারের 'ঈদ' অন্য যেকোনো সময়ের তুলনায় ভিন্ন। ঈদের দিনও হামলা-পাল্টা হামলা হয়েছে আফ্রিকার দেশ সুদানে। রাজধানী খার্তুমের বাসিন্দারা বুধবার সকালে ভারী বন্দুকের আওয়াজ শুনেছেন। একইসঙ্গে তারা আর্টিলারি এবং বিমান হামলার শব্দও শুনেছেন।

সুদানে সেনাবাহিনী ও প্যারা মিলিটারি বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ ৭০ দিনে গড়িয়েছে। সংঘর্ষ বজায় রয়েছে ঈদের দিনও। মুসলিমদের ধর্মীয় উৎসব ঈদুল আজহা বুধবার, সেটা সুদানে খুব সামান্যই বোঝা গেছে। রাস্তাঘাটে খুব অল্প মানুষের উপস্থিতি দেখা গেছে।

সংঘাত শুরু হওয়ার পর দু'পক্ষের মধ্যে ১৭ বার যুদ্ধবিরতি হয়েছে। কিন্তু তাতে সাধারণ মানুষের কোনো লাভ হয়নি। তাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থার কোনো অগ্রগতি হয়নি।

প্রসঙ্গত, ঈদুল আজহা উপলক্ষে সেনাবাহিনী প্রধান এবং প্যারা মিলিটারি আরএসএফ প্রধান একতরফাভাবে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে।

সবার সুখ শান্তির জন্য দোয়া চাইলাম

কলকাতা, ২৯ জুন (হি. স.) : "সবার সুখ শান্তির জন্য দোয়া চাইলাম।" বৃহস্পতিবার ঈদের নামাজ শেষে এমনটাই মন্তব্য করলেন ফিরহাদ হাকিম।

ইদ উপলক্ষে বৃহস্পতিবার মসজিদে নমাজ পড়েন ফিরহাদ। বেরিয়ে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, "সবার সুখ শান্তির জন্য দোয়া চাইলাম।" ভোট প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "প্রার্থনা করলাম, যাতে শান্তিতে ভোট হয়। মানুষ যাঁকে মনে করবে, তাঁকেই ভোট দিয়ে দায়িত্বে আনবে। এর মধ্যে হানাহানি বা রেষারেষির কোনও জায়গা নেই। আমাকে যোগ্য মনে করলে, আমাকে দায়িত্ব দেবে। আপনাকে যোগ্য মনে করলে, আপনাকে দায়িত্ব দেবে। রাজনীতিতে আমি আমার কথা বলব, আপনি আপনার কথা বলবেন। মানুষ বুঝে নেবে কাকে সমর্থন করবে।"ফিরহাদের আর্জি, বাংলার মানুষ যেন ভোটাধিকার প্রয়োগ করার সুযোগ পান। তিনি বলেন, "২০১১ ও ২০১৬ তে কেন্দ্রীয় বাহিনী মুড়ে ভোট হলেও যেভাবে মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসের

খোঁজ নেই মোটর বাইক নিয়ে করিমগঞ্জের ভারত ভূখণ্ডে অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশির

করিমগঞ্জ (অসম), ২৯ জুন (হি.স.) : সিলেটের রেজিস্ট্রিকৃত মোটর বাইক নিয়ে করিমগঞ্জের ভারত ভূখণ্ডে অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশি যুবকের খোঁজ নেই এখনও। বিএসএফ-এর কড়া সুরক্ষা ব্যবস্থা ভেদ করে ভারত ভূখণ্ডে অনুপ্রবেশকারীর সন্ধানে করিমগঞ্জ পুলিশের কালোঘাম ছুটেছে। প্রশ্ন উঠেছে সুতারকান্দির আন্তর্জাতিক সীমান্তে বিএসএফ-এর সুরক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে। এভাবে কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনী ভেদ করে বিদেশি এক যুবকের প্রবেশ করাকে কেন্দ্র করে গোটা করিমগঞ্জ জেলায় আতংকের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনা সম্পর্কে আজ বৃহস্পতিবার সকাল দশটায় দু দেশের সীমান্ত রক্ষীদের মধ্যে ফ্ল্যাগ মিটিং অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে জানা গেছে।

বুধবার বিকালের দিকে করিমগঞ্জ জেলা সদরের উপকণ্ঠ সুতারকান্দি-শেওলা (বাংলাদেশ) ল্যান্ডপোর্ট দিয়ে 'সিলেট-হ ১৪-৯৬৩৮' নম্বরের লাল রঙের হোন্ডা কোম্পানির 'শাইন' মডেলের একটি মোটর বাইক নিয়ে বাংলাদেশি যুবক ভারত ভূখণ্ডে প্রবেশের ঘটনায় চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। গতাকল রাত প্রায় ১১টায় করিমগঞ্জ শহরে অবস্থিত অশোক টেক্সটাইলের সামনে থেকে বাইক উদ্ধার হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে তদন্তে মাঠে নেমেছেন বিএসএফ-এর শীর্ষ আধিকারিকরা। এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে সন্ধ্যায় সীমান্তে ছুটে যান করিমগঞ্জের জেলাশাসক, পুলিশ সুপার, ডিএসপি সদর সহ সাধারণ ও পুলিশ প্রশাসনের পদস্থ আধিকারিকরা।

সূত্রের খবর, বুধবার তখন আনুমানিক ৪.৪০ মিনিট। মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছিল। সে সময় সুতারকান্দি-শেওলা বন্দরের দায়িত্বে ছিলেন ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)-এর ১৬৭ নম্বর ব্যালিয়নের নয় (৯) জওয়ান। বিএসএফ-এর জওয়ানরা কোনও কিছু বুঝে ওঠার আগেই বাংলাদেশের সিলেট ডিভিশনের বিয়ানিবাজার শেওলা সীমান্তের দিক থেকে ১৩৬২ নম্বর পিলার অতিক্রম করে তিন-তিনটি ব্যারিকেড টপকে সিলেটের রেজিস্ট্রিকৃত লাল রঙের বাইক দ্রুতগতিতে অতিক্রম করে সুতারকান্দি বন্দর। বৃষ্টির মধ্যে সঙ্গে সঙ্গে প্রথম ছাউনিতে থেকে বিএসএফ জওয়ানরা দৌড়ে পিছু ধাওয়া করলে ততক্ষণে দ্বিতীয় ছাউনি অতিক্রম করে ফকিরাবাজরের দিকে পালিয়ে যায় বাংলাদেশি যুবক। এর পরই হট্টগোল শুরু হয় সুতারকান্দিতে। সঙ্গে সঙ্গে খুঁজে নেওয়া হয় সুতারকান্দি আইসিপির সিসিটিভি ফুটেজ। কিন্তু সেখানে সিসিটিভি বিকল থাকায় কোনও তথ্য লাভ করা সম্ভব হয়নি বিএসএফ কর্তৃপক্ষের। এর পর ফকিরাবাজর এবং সেটেলমেন্ট এলাকার দুটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান থেকে সিসিটিভির ফুটেজে মাথায় হেলমেট, পিঠে ব্যাগ রেইনকোট পরিহিত একজনকে জাতীয় সড়ক ধরে করিমগঞ্জ শহরের দিকে যাওয়ার দৃশ্য ধরা পড়ে। কিন্তু রাত ১১টা পর্যন্ত বাংলাদেশি বাইকারের কোনও হদিশ পাচ্ছিল না বিএসএফ এবং পুলিশ।

শহরের একাধিক স্থানে তলাশি চালায় সদর পুলিশ। নাকা চেকিং বসানো হয়। মদনমোহন রোডে অশোক টেক্সটাইল সংলগ্ন এলাকার প্রায় প্রতিটি বাড়ি ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে তন্ন তন্ন করে তালাশি চালিয়েও বাংলাদেশি যুবকের সন্ধান পায়নি পুলিশ।

এদিকে বিএসএফ-এর তরফে ঘটনার সত্যতা স্বীকার করা হলেও ৫২ নম্বর বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)-এর তরফ থেকে এ সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি। তবে ঘটনা সম্পর্কে আজ বৃহস্পতিবার সকাল দশটায় দু দেশের সীমান্ত রক্ষীদের মধ্যে নো-ম্যানস ল্যান্ডে ফ্ল্যাগ মিটিং অনুষ্ঠিত হয়েছে। জানা গেছে, উদ্ধারকৃত মোটর বাইকের রেজিস্ট্রেশন নম্বরের সূত্র ধরে এর মালিকের সন্ধান বের করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বিজিবি।

ঝাড়খণ্ড রাজ্য হাউজিং বোর্ড ৩০০টি দোকানে নোটিশ পাঠিয়েছে

রাঁচি, ২৯ জুন (হি. স.) : ঝাড়খণ্ড রাজ্য হাউজিং বোর্ড রাঁচিতে ৩০০টি দোকানে নোটিশ জারি করেছে। বিষয়টি আবাসিক প্রাঙ্গনে শপিং মল এবং দোকান খোলার সাথে সম্পর্কিত, যেখানে বোর্ড হারমু এবং আরগোরায় অবস্থিত প্রায় ৩০০ দোকান চিহ্নিত করে নোটিশ পাঠানো হয়েছে।

আবাসিক চত্বরে শপিং মল এবং দোকান খোলার বিষয়ে ঝাড়খণ্ড রাজ্য হাউজিং বোর্ডের নোটিশ জারি হওয়ার সাথে সাথেই দোকানদারদের মধ্যে টানাপোড়েনের সৃষ্টি হয়েছে। বোর্ড থেকে এটি প্রথম নোটিশ, তৃতীয় নোটিশের পর দোকানদারদের বোর্ড থেকে দোকান সরানোর নির্দেশ দেওয়া হবে।

দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ উদযাপন : শুক্রবার সমাপ্তি অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৯ জুন (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শুক্রবার দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ উদযাপনের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন, এই অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে বক্তব্যও রাখবেন তিনি। এই অনুষ্ঠান থেকেই দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সেন্টার, প্রযুক্তি বিভাগের ভবন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নর্থ ক্যাম্পাসে নবনির্মিত একাডেমিক ব্লকের ভিত্তিপ্রস্তরও স্থাপন করবেন তিনি।

প্রসঙ্গত, ১৯২২ সালের ১ মে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়। বিগত ১০০ বছরে, বিশ্ববিদ্যালয়টি ব্যাপকভাবে প্রসারিত হয়েছে এবং এখন ৮৬টি বিভাগ এবং ৯০টি অধীনস্থ কলেজ রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এ পর্যন্ত ৬ লক্ষের বেশি শিক্ষার্থী পাস করেছে।

মাছ ধরে ফেরার পথে দিঘা মোহনায় চড়ায় ধাক্কা লেগে দুর্ঘটনার কবলে দুটি ট্রলার

কাঁথি, ৩০ জুন (হি. স.) : দিঘা মোহনায় ইলিশ মাছ ধরে ফেরার পথে চড়ায় ধাক্কা লেগে উলটে গেল দুটি ট্রলার। প্রায় ৩০ জন মৎস্যজীবী ছিলেন দুর্ঘটনার কবলে পড়া অন্নদাময়ী এবং শিবানী নামের ট্রলার দুটিতে। মৎস্যজীবীরা শংকরপুরে কাছে পাড়ে উঠেছেন। ট্রলার দুটিকে উদ্ধারের চেষ্টা চালানো হচ্ছে। তবে ইলিশের মরশুমে দুটি ট্রলারডুবির ঘটনায় বড়সড় আর্থিক ক্ষতি হয়েছে বলে জানাচ্ছে দিঘা ফিশারম্যান অ্যাসোসিয়েশন।

গত ১৫ জুন থেকে ইলিশ ধরায় নিষেধাজ্ঞার সময়সীমা শেষ হওয়ার পরেই মৎস্যজীবীরা ইলিশের সন্ধানে পাড়ি দিয়েছিলেন দূর সমুদ্রে। বুধবার ঝড়বৃষ্টি শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড বৃষ্টি চলতে থাকায় ট্রলারগুলি একসঙ্গে দিঘা মোহনায় ঢোকার চেষ্টা করছিল। তখনই চড়ায় ধাক্কা লেগে উলটে যায় ট্রলার দুটি। স্থানীয় মানুষ এবং অন্যান্য মৎস্যজীবীরা সাঁতরে পাড়ে ওঠেন। কিন্তু ট্রলার দুটি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।

দিঘা-শংকরপুর ফিশারম্যান অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্রত্যেকটি ট্রলারের তৈরির খরচ পড়ে প্রায় ৮০ থেকে ৯০ লক্ষ টাকা। ফলে বড়সড় লোকসান হয়েছে। অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক শ্যামসুন্দর দাসের অভিযোগ, দিঘা মোহনায় ড্রেজিংয়ের কাজ না হওয়ায় মূলত এই দুর্ঘটনা। এটা বড়

গিতলদাহে নির্দল প্রার্থীর বাড়িতে হামলার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

দিনহাটা, ২৯ জুন (হি. স.) : বৃহস্পতিবারও উত্তপ্ত কোচবিহারের দিনহাটার গিতলদাহ। সেখানে নির্দল প্রার্থীর বাড়িতে হামলার অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। ভাঙচুর করা হল বেশ কয়েকটি বাড়িও।

অভিযোগ, তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি মাফুজার রহমানের নেতৃত্বে বেশ কয়েকটি জায়গায় বাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, নির্দল প্রার্থীকে দেওয়া হয় হুমকিও। নির্দল প্রার্থীর পরিবারের অভিযোগ, তাঁদের পরিবারের সদস্য নির্দল প্রার্থী হিসাবে মনোনয়ন জমা দিতেই অশান্তি চরমে ওঠে। মিথ্যা মামলা দিয়ে ফাঁসিয়ে তাঁকে গ্রাম ছাড়া করেছে শাসকদলের লোকজন।

এ প্রসঙ্গে বিজেপি সর্বভারতীয় সহ সভাপতি দিলীপ ঘোষ বলেন, "এই শীতলকুচি আর দিনহাটা এটা উপদ্রুত এলাকা। সেখানে লড়াই করে লোকসভা আর বিধানসভা দুটোতেই আমারা কয়েকটি আসন পেয়েছি। বাংলাদেশের বর্ডার থেকে লোক এসে উপদ্রব করে। বিএসএফ তাই ওইখানে গুলি চালিয়েছিল। এমনকী নবজোয়ারও ওইখান থেকে শুরু হয়েছিল। এমনকী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচনী প্রচারও ওইখান থেকে শুরু হয়েছিল। সেখানে যা উন্নতি হয়েছে সব মোদী করেছে।" অপরদিকে, মেয়র তথা মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেছেন, "যেহেতু বর্ডার এলাকা সেই কারণে বিরোধী বন্ধুরা উত্তেজনা তৈরি করছেন। মারপিট করে যদি পঞ্চায়েত জেতা যায়।"

প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার সকালে গীতলদাহ সেখানে এক তৃণমূল কর্মীর বাড়িতে ঢুকে পরপর গুলি করার অভিযোগ ওঠে। ঘটনায় নিহত হন বাবু হক নামে এক তৃণমূল কর্মী। জখম হন পাঁচজন।

ঈদে খুশির ছোঁয়া সীমান্তে, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের সঙ্গে মিষ্টি বিনিময় ভারতের

নয়াদিল্লি, ২৯ জুন (হি.স.): ঈদে আনন্দের ছোঁয়া লাগল পঞ্জাবের আত্তারি-ওয়াঘা সীমান্তে, আনন্দের ছোঁয়া লাগল পশ্চিমবঙ্গের ফুলবাড়িতে ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্তেও। ঈদ উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের সঙ্গে মিষ্টি বিনিময় করল ভারত। শান্তির বার্তা নিয়ে সীমান্তে এদিন বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের সঙ্গে মিষ্টি বিনিময় করেছে ভারত। বৃহস্পতিবার আত্তারি-ওয়াঘা চেক পোস্টে সীমান্ত রক্ষী বাহিনী এবং পাক রেঞ্জারের কমান্ডারের মধ্যে মিষ্টি বিনিময় হয়। আবার ফুলবাড়িতে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বিএসএফ-এর ১৭৬ ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা বাংলাদেশের বর্ডার গার্ডিং ফোর্সের (বিজিবি) সঙ্গে মিষ্টি বিনিময় করেছে। এই মিষ্টি বিনিময়ে সীমান্তের উভয় প্রান্তেই যেন খুশির হাওয়া। ঈদ ও অন্যান্য উৎসবের সময় পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্ক মেরামতির ক্ষেত্রে মিষ্টি আদান-প্রদান চলে আসছে বহু বছর ধরে। ঈদ উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবারের মিষ্টি বিনিময় অনুষ্ঠানে উভয় দেশের ঊর্ধতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। ঈদে মিষ্টি বিনিময় উভয় দেশের চিরাচরিত ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে।

মহামায়া কালী মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২৯ জুন।। বিলোনিয়া দক্ষিণ মির্জাপুরে মহামায়া কালী মন্দিরের দার বৃহস্পতিবার সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হলো। ধর্ম প্রান মানুষদের জন্য সকাল বেলায় সমস্ত বৈদিক ক্রিয়া কর্মের মধ্যে দিয়ে পুরোহিতের বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ ও যজ্ঞানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দেবী মহামায়ার প্রতিষ্ঠা হয় নবনির্মিত মন্দিরে।প্রায় নব্বই লক্ষ টাকা ব্যায়ে মহামায়া কালীবাড়ি নির্মাণ করা হয় কলকাতা দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ির আদলে। ১৯৫৪ ইং সনে দক্ষিণ মির্জাপুরে মহামায়া কালী বাড়ির প্রতিষ্ঠা হয়। দীর্ঘ কয়েক দশক পর মহামায়া কালীবাড়ি নতুন রূপে, নতুন আঙ্গিকে সেজে উঠেছে এলাকারই কিছু শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের প্রচেষ্টায়। সেই বিশিষ্ট সমাজসেবী, বুদ্ধিজীবী মহল ও এলাকাবাসীর উপস্থিতিতে মা মহামায়ার নবনির্মিত মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত করা হয় আজ। এইদিনের নবনির্মিত মন্দিরের দার উদঘাটন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল অসংখ্য ধর্ম প্রাণ মানুষ। যেখানে ব্যবস্থা ছিল মহাপ্রসাদের, অন্ন ভোগেরও আয়োজনও ছিল এলাকাবাসীর উৎসাহ ছিল লক্ষ্য করার মতো।

ছোটগাড়ির সংঘর্ষে জখম ৪ জন

চোপড়া, ২৯ জুন হি. স.) : উত্তর দিনাজপুরের চোপড়া থানার তিনমাইল এলাকার জাতীয় সড়কে ভুটভুটির সঙ্গে ছোটগাড়ির সংঘর্ষে জখম হলেন ৪ জন। বৃহস্পতিবার দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। স্থানীয়রা দ্রুত আহতদের উদ্ধার করে দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যায়।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন শিলিগুড়ি অভিমুখী একটি ছোটগাড়ির সঙ্গে ভুটভুটির সংঘর্ষ হয়। দুর্ঘটনার জেরে ভুটভুটি ও ছোটগাড়িটি জাতীয় সড়ক থেকে ছিটকে নীচে নেমে যায়। যার জেরে ছোটগাড়িতে থাকা ৩ আরোহী ও ভুটভুটি চালক সহ চারজন আহত হয়েছেন। পুলিশ দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটিকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

আড়িয়াদহে তৃণমূল নেতাকে লক্ষ্য করে গুলি

কলকাতা, ২৯ জুন হি. স.) : দক্ষিণেশ্বরের আড়িয়াদহ এলাকায় এক তৃণমূল নেতাকে লক্ষ্য করে রাস্তাতেই গুলি চালিয়ে দিলো কয়েকজন দুষ্কৃতী। সেই গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় প্রাণে বেঁচে যান ওই তৃণমূল নেতা। কিন্তু বাইক থেকে পড়ে যান ওই ব্যক্তি। সেই সময় দুষ্কৃতীরা তাঁকে বেধড়ক মারধর করে হাত-পা ভেঙে দেয়। গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে ভরতি করা হয়েছে স্থানীয় হাসপাতালে। বৃহস্পতিবার ঘটনা ঘিরে উত্তপ্ত আড়িয়াদহ এলাকা প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে, এদিন দুপুরে বাইকে করে যাচ্ছিলেন আড়িয়াদহ এলাকার তৃণমূল নেতা অরিত্র ঘোষ। সেই সময়েই তাঁর ওপর হামলার ঘটনা ঘটে। সূত্রে জানা গিয়েছে, তৃণমূল থেকে বিজেপিতে যাওয়া এলাকারই এক নেতার সঙ্গে অরিত্রের ঝামেলা চলছিল প্রোমোটারির ব্যবসা নিয়ে। প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে অরিত্রকে এই ব্যবসার পথ থেকে সরিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যেই এদিনের হামলার ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ঘটনার পর থেকেই এলাকা ছেড়ে গা ঢাকা দিয়েছেন অভিযুক্ত নেতা। তবে পুলিশ তার সন্ধান শুরু করেছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাংক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংঘ :** ৯৭৭৪৯৮৯৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৪৫৮৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

''উন্নয়নই কথা বলবে'', বুদবুদে বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার তৃণমূলের

দুর্গাপুর, ২৯ জুন (হি. স.) : রাস্তা নির্মাণ থেকে নিকাশী সংস্কার। পানীয় জল পরিষেবা থেকে পথবাতি। বিগত বছরগুলিতে উন্নয়নকে হাতিয়ার করে ডোর-টু-ডোর প্রচারে ঝড় তুলেছে তৃণমূল কংগ্রেস। গোষ্ঠীকোন্দল কাটিয়ে মানুষের সঙ্গে সরসারি সম্পর্কের প্রচারে গুরুত্ব দিয়ে অনেকটাই এগিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস। এমনই ছবি ধরা পড়ল পুর্ব বর্ধমানের গলসী-১ নং ব্লকের বুদবুদে।প্রসঙ্গত, কয়েকদিন পরই রাজ্যে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচন। তার আগে রাজ্যে শিক্ষাক্ষেত্র সহ নানান দিকে আষ্টেপিষ্টে দুর্নীতিতে জড়িয়ে তৃণমূল। তার ওপর কয়লা, গরু পাচারে বিদ্ধ শাসকদলের একাধিক শীর্ষ নেতা। আর ওই ইস্যুকে হাতিয়ার করেছে গেরুয়া শিবির। পাল্লা দিয়ে দুর্নীতিকে ইস্যু করে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে বামশিবির। তার ওপর গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে জেরবার। দলীয় কর্মসূচীতে বারংবার প্রকাশ্যে এসেছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে সংগঠনকে মজবুত রাখতে আসরে নেমেছে তৃণমূল সাংসদ তথা তৃণমূলে সেকেন্ড ইনকমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। গত প্রায় দু মাস ধরে জেলায় জেলায় নব জোয়ার কর্মসূচী চলেছে। বাতানুকুল বিশেষ গাড়ীতে চলেছে তাঁর জেলা সফর। জেলা সফরের মধ্যেই কোথাও জনসভা, কোথাও শোভাযাত্রা আবার কোথাও অধিবেশন করেছেন। গলসী-১ নং ব্লকে নবজোয়ার কর্মসূচী হলেও, অধিবেশনই হয়নি দলের সেকেন্ড ইন কমান্ডের। উল্টে দলের আভ্যন্তরীন কোন্দল প্রকাশ্যে উঠে এসেছে। অধিবেশনে মাঠ না ভরায় মঞ্চে ওঠেননি দলের সংসদ অভিষেক ব্যানার্জী। এমনকি জমায়তে না হওয়ায় পরদিনের রোড''শ কর্মসূচীও বাতিল হয়ে যায়। তারপরও মনোনয়ন পর্বে গোষ্ঠীকোন্দল আবার প্রকাশ্যে চলে আসে। একাধিক আসনে দলের কর্মীরা নির্দল প্রার্থী মনোনয়ন জমা দেয়। গলসী-১ নং ব্লকে কার্যত ঘরে বাইরে চরম অস্বস্তি পড়ে তৃণমূল শিবির।তবে প্রার্থী দিলেও প্রচারে ঝাঁজ নেই, কার্যত প্রচারে ফিকে বিরোধী শিবির। তবে কোন্দল কাটিয়ে ব্লকের বুদবুদ অঞ্চলে শাসকদলের চিত্রটা একেবারে অন্যরকম।প্রসঙ্গত, বুদবুদ অঞ্চলে আগে ১৯ গ্রাম সংসদ ছিল। এখন চারটি আসন বৃদ্ধি পেয়ে ২৪ আসন হয়েছে। গত পঞ্চায়েত ভোটে তৃণমূল দখল করলেও, লোকসভা ও বিধানসভা ভোটের নিরিখে বুদবুদ অঞ্চলে বিজেপি অনেকটাই এগিয়ে। বুদবুদ বাজারে বড় সমস্যা ছিল নিকাশী ব্যাবস্থা। যা মুখ থুবড়ে পড়েছিল। সম্প্রতি নিকাশী নালা নতুন করে তৈরীর কাজ শুরু হয়েছে।

কার্যত প্রায় ৩৪ বছর পর বুদবুদ বাজারে নতুন করে নিকাশী নালা তৈরীর কাজ শুরু হয়েছে। মাস কয়েক আগে গলসী-১ নং পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা ব্যায়ে প্রায় ২০০ মিটার ঢাকনা দেওয়া কংক্রিটের নিকাশী নালা তৈরী করে। কিন্তু তাতে গোটা বাজার সম্পুর্ন হয়নি। সম্প্রতি বর্ষার আগে প্রায় পুর্ত দফতর প্রায় ১ কোটি টাকা বরাদ্দ করে। জানা গেছে, তাতে গোটা বুদবুদ বাজারের নিকাশী নালা তৈরী করা হবে। গত কয়েকদিন ধরে ওই নিকাশী নালা তৈরীর কাজ শুরু হয়। রাস্তার পাশে ফুটপাথ দখল করে ব্যাবসায়ীদের সরে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। তারপর পুরোনো নিকাশী নালার মাটি তুলে নতুন করে কংক্রিটের নিকাশী নালা তৈরী শুরু হয়। শুধু তাই নয়, বাজারে বসানো হয়েছে সৌরবিদ্যুতের পথবাতি। জলস্বপ্ন প্রকল্পে মিটিছে জল সমস্যা।আর ওই উন্নয়নকে হাতিয়ার করে প্রচারে ঝড় তুলেছে তৃণমূল কংগ্রেস। মনোনয়ন পর্ব মিটতেই ডোর-টু-ডোর প্রচার জোরকদমে শুরু করেছে তৃণমূল প্রার্থীরা। গলসী-১ নং পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সহ সভাপতি তথা তৃণমূল প্রার্থী অনুপ চ্যাটার্জী জানান, 'গত প্রায় দেড় বছর থেকে কেন্দ্র সরকার ১০০ দিনের কাজের অনুদান বন্ধ করে দিয়েছে। বুদবুদ বাজারে নিকাশী থেকে রাস্তা, পথবাতি, পানীয়জলের উন্নয়নে মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং উদ্যোগী হয়েছেন। বিগত বাম জামানায় ৩৪ বছরে বুদবুদ বাজারের নিকাশী তৈরীর কোন কাজ হয়নি। বাজারের ব্যাবসায়ী ও সাধারন মানুষের স্বার্থে সেটা আমরা করতে পেরেছি। পথবাতি বসানো হয়েছে। নলবাহিত পানীয় জল ব্যাবস্থা করা হয়েছে। গোটা ব্লকে ৪৫ টি রাস্তা পাকা করা হয়েছে। প্রতিটি গ্রামের শ্মশানে দাহ করার চুল্লী করা হয়েছে। কবরস্থান পাঁচিল দিয়ে ঘেরা দেওয়া হয়েছে। বুদবুদ মানকর রোডে কৃষকবাজারে প্রায় দু- বিঘা জমির একটা অংশে লাগানো হয়েছে ভেষজ বাগান তৈরী করা হয়েছে। বাগানে রয়েছে গুলঞ্চ বা গিলয়, যষ্টিমধু, কৃষ্ণ তুলসী, রাধা তুলসী, পিপারমেন্ট, হিং, অর্শগন্ধা, সর্পগন্ধা, ড্রাগন ফ্রুট, পুদিনা, কালমেঘ, অ্যালোভেরা, রসুন লতা, জোয়ান, শ্বেত চন্দন, রক্ত চন্দন, থানকুনি, কুলেখাঁড়া, শিবের জটা সহ নানান ভেষজগুন সম্পন্ন গাছ।'দলের প্রচার প্রসঙ্গে বলেন,' উন্নয়নের জেরে বিরোধীরা প্রচারে ফিকে হয়ে গেছে। মানুষের কাছে বিরোধীদের তুলে ধরার মত কোন ইস্যু নেই। ডোর-টু-ডোর প্রচারে কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ উঠে আসছে। জ্বালানী গ্যাসের মুল্যবৃদ্ধিতে সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস দশা। ১০০ দিনের কাজ বন্ধ করে দেওয়ায় গ্রামীণ অর্থনীতি ভেঙে পড়েছে। উন্নয়নকে সামনে রেখেই মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছি। সাধারণ মানুষ তাই তৃণমূলের সঙ্গে আছে।'

উত্তরবঙ্গের জেলায় জেলায় পালিত হল পবিত্র ঈদ উৎসব

জলপাইগুড়ি, ২৯ জুন হি. স.) : বৃহস্পতিবার সকাল থেকে উত্তরবঙ্গের জেলায় জেলায় পবিত্র ঈদ উৎসব পালিত হয়। এদিন সকালে মেটেলি ব্লকের মেটেলি, চালসা, ধূপঝোরা, বাতাবাড়ি, মাথাচুলকা, শালবাড়ি এলাকার বিভিন্ন মসজিদ ও ঈদগাহের ময়দানে ঈদের নমাজ অনুষ্ঠিত হয়।কোথাও যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তার জন্য সচেষ্ট রয়েছে পুলিশ প্রশাসনও।

বাতাবাড়িতে দিঘির পারে ঈদগাহের ময়দানের সামনে ছোট মেলাও বসে। বিভিন্ন নমাজের স্থলে ছিল কড়া পুলিশি প্রহরা। এদিকে, পবিত্র ইদের দিন রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে দূরে সরিয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় করলেন জেলা পরিষদের প্রতিদ্বন্দ্বী দুই প্রার্থী। এদিন নমাজ শেষে ঈদের শুভেচ্ছা জানাতে জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের ২২ নম্বর আসনের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী রেজাউল বাকি পৌঁছে গেলেন সিপিআইএম প্রার্থী মোস্তাফিজুর রহমানের বাড়িতে। দুই প্রার্থী জানান, আমরা ভোটে দাঁড়িয়েছি এলাকার উন্নয়নের জন্য। আমাদের মধ্যে যেই জিতুক না কেন এলাকার সার্বিক উন্নয়ন হবে এটাই আশা রাখি।

যথাযোগ্য মর্যাদার সহিত আলিপুরদুয়ার জেলার মাদারিহাট বীরপাড়া ব্লকে পাঠ হল ইদের নমাজ। এদিন সকাল থেকে বীরপাড়া, শিশুবাড়ি, দলদলি, ইসলামাবাদ, খয়েরবাড়ি, মাদারিহাটের বিভিন্ন এলাকায় ইদের নমাজ পাঠ শুরু হয়। বীরপাড়ার সুভাষপল্লিতে মসজিদে ইদের নমাজে অংশ নেন মহিলারাও।

অন্যদিকে, নাগরাকাটায় ঈদের আসরে শুধুই সৌহার্দ্যের পরিবেশ। উধাও ভোট যুদ্ধের যাবতীয় বৈরিতা। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা একে ওপরকে শুভেচ্ছাও জানালেন। সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায় অধ্যুষিত সুলকাপাড়ার ইদ এমনিতেই সম্প্রীতির ইদ নামেই পরিচিত। গোটা ডুয়ার্সের নিরিখে ইদের নমাজ আদায়ের অন্যতম বড় আসর বসে সুলকাপাড়াতেই। এবার ছিলো সেখানে ৫৬ তম নমাজ আদায়ের অনুষ্ঠান। ১০ হাজারেরও বেশি ধর্মপ্রাণ ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষ স্থানীয় ইদগাহ ময়দানে জড়ো হন।কিশনগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে মসজিদে মসজিদে কুরবানি ইদ পালিত হয়।

কুমারঘাটে উল্টো রথে বিদ্যুতের ছোবলে নিহতদের প্রতি শোক প্রকাশ অল ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট ডক্টরস এসোসিয়েশনের

আগরতলা, ২৯ জুন।। অল ত্রিপুরা গভর্মেন্ট ডক্টরস এসোসিয়েশনের সদস্যরা গতকাল কুমারঘাটে উল্টো রথযাত্রা উৎসবে দুর্ঘটনায় নিহতদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে। যারা প্রাণ হারিয়েছেন তাদের আত্মার সদগতি কামনা করি এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্য প্রার্থনা করি। রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাধ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাক্তার)মানিক সাহা দুর্ঘটনার খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রেলযোগে কুমারঘাটে ছুটে যান এবং আহতদের চিকিৎসার জন্য ব্যবস্থা নেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী মাননীয় নবেন্দ্র দামোদর দাস মোদি এই ঘটনায় গভীর ভাবে শোকাহত এবং নিহত ও আহতদের পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা ও আর্থিক সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন। রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারকে দুর্ঘটনা পরবর্তী সাধারনের পাশে দ্রুততার সাথে উপস্থিত থাকার জন্য ATGDA-সাধুবাদ জানায়। এই ধরনের মর্মান্তিক ও হৃদয়বিদারক ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে আর আমাদের দেখতে না হয় সেটাই আমাদের একমাত্র কামনা। দুর্ঘটনা পরবর্তী সময়ে কুমারঘাট সাবডিভিশনাল হাসপাতাল, ফটিকরায় প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সমস্ত স্বাস্থ্য কর্মীগন, ডিস্ট্রিক্ট হেল অফিসার ডক্টর শঙ্খ শুভ্র দেবনাথ, চিফ মেডিকেল অফিসার ডক্টর জন ডার্নং যেভাবে ঝাপ্রিয়ে পড়ে আহতদের পরিসেবা দিয়েছেন তাতে আমরা তাদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ। আগরতলা গভর্মেন্ট মেডিকেল কলেজের ট্রমা কেয়ার সেন্টার ও প্লাস্টিক সার্জারি বিভাগে চিকিৎসা চলছে বাকী আহতদের। গতকাল রাতে ডক্টর সুপ্রিয় মল্লিক, ডক্টর সমীর দেবর্মা, ডক্টর শংকর চক্রবর্তী সহ অন্যান্য বরিষ্ঠ সংগঠন সদস্যরা আগাগোড়া এই চিকিৎসায় নিজেদেরকে নিয়োজিত রাখেন। সঠিক যোগাযোগ, তালমিল ও সার্বিক পরিসেবা প্রদানের ক্ষেত্রে গ্রাউন্ড জিরোতে উপস্থিত থেকে এই সেবাদান তথা কর্মসম্পাদন এটিজিডিএ-কে ভবিষ্যতেও পথ দেখাবে।

অঙ্গনওয়াড়ি

● প্রথম পাতার পর

করে জানালে অঙ্গনওয়ারী কেন্দ্রে ছুটে আসে কর্তব্যরত শিক্ষিকা। স্থানীয় নেতৃত্ব রতন পালকে জানালে রতন পাল সাথে খবর পাঠায় খোয়াই থানায়।।খোয়াই থানার পুলিশ ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে একটি মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করে। এলাকাবাসীর অভিযোগ নেশাগ্রস্ত যুবকরাই এই ঘটনার সাথে জড়িত থাকতে পারে। কেননা নেশাগ্রস্ত এই যুবকরা নেশা সামগ্রী ক্রয় করার জন্য এর আগেও এই ধরনের ঘটনা সংগঠিত করেছে । এলাকাবাসীর অভিমত পুলিশের সঠিক তদন্তে অবশ্যই বেরিয়ে আসতে পারে ঘটনার মূল অভিযুক্ত। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকার জনগণের তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

রাজ্যেও পালিত

● প্রথম পাতার পর

উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া।

তিনি মসজিদে উপস্থিত সকলের পাশাপাশি রাজ্যের সমস্ত মুসলিম ভাই ও বোনদের ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকে পবিত্র ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এদিন তিনি বলেন, সারা বিশ্ব জুড়ে আজকের দিনটিকে মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা আনন্দের সাথে উৎযাপিত করেন।তিনি আগামীদিনে সকলের সুস্থতা কামনা করেছেন।

আত্মঘাতী

● প্রথম পাতার পর

রাতে ওই নাবালক বাড়িতেই ফাঁসিতে ঝুলে পড়েছিল। বিষয়টি নজরে আসতেই তাকে নামিয়ে জোলাইবাড়ি সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যান তাঁরা। কিন্তু, চিকিৎসক তাকে পরীক্ষা করে মৃত বলে ঘোষণা দেন।

বাইখোড়া থানার ওসির বক্তব্য, নাবালকের মৃত্যুর কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। মৃতদেহ ময়না তদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। নাবালকের অস্বাভাবিক মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

মণিপুরে

● প্রথম পাতার পর

শিকার ভুক্তভোগীদের সঙ্গে দেখা করে কথা বলবেন। হোটেল ইমফলে মেইতেই, মেইতেই-পাংগল এবং নাগা জনগোষ্ঠীয় প্রতিনিধিদের সঙ্গে মিলিত হবেন তিনি। এদিন বিকেলে দিল্লির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার আগে ইমফলে প্রদেশ কংগ্রেসের সদর দফতরে সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য পেশ করবেন।

গলসীর বাহিরঘন্ন্যায় কচ্ছপ উদ্ধার

দুর্গাপুর, ২৯ জুন (হি. স.) : বর্ষার শুরুতেই কচ্ছপের বাচ্চা উদ্ধার। বৃহস্পতিবার দুপুরে গলসীর বাহিরঘন্ন্যা গ্রামের পাশে জমিতে ৭ টি কচ্ছপের বাচ্চা নজরে পড়ে বাসিন্দাদের।

জানা গেছে, গ্রামেরই এক যুবক কচ্ছপের বাচ্চা গুলো উদ্ধার করে বাড়িতে নিয়ে আসে। এবং খবর দেয় বন দফতরে। খবর পেয়ে ওই গ্রামে পৌঁছায় পানাগড় রেঞ্জের বনকর্মীরা। কচ্ছপ বাচ্চাগুলি উদ্ধার করে স্থানীয় একটি দীঘিতে ছেড়ে দেয়।পানাগড় রেঞ্জের আধিকারিক সুভাষ পাল জানান,' বর্ষা নামতে কচ্ছপগুলো মাঠে বেরিয়েছিল। ৭ টি বাচ্চা কচ্ছপ ছিল। উদ্ধার করে গ্রামেরই একটি দীঘিতে ছাড়া হয়েছে।'

রাধিকাপুর-হাওড়া কুলিক এক্সপ্রেসে ভিস্তাডোম কোচ-এর সংযোজন

গুয়াহাটি, ২৯ জুন (হি.স.) : উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে ১২০৪২/১২০৪১ নম্বর নিউজলপাইগুড়ি -হাওড়া-নিউজলপাইগুড়ি শতাব্দী এক্সপ্রেস ট্রেন এবং ১৩০৫৪/১৩০৫৩ নম্বর রাধিকাপুর-হাওড়া-রাধিকাপুর কুলিক এক্সপ্রেস ট্রেনের ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভিস্তাডোম কোচ সংযোজন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে এক প্রেসবার্তায় জানান, ১২০৪২/১২০৪১ নম্বর নিউজলপাইগুড়ি -হাওড়া-নিউজলপাইগুড়ি শতাব্দী এক্সপ্রেস ট্রেনে ৩ জুলাই থেকে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত বিদ্যমান কোচ সহ সাময়িক ভিত্তিতে ভিস্তাডোম কোচ সংযুক্ত করা হবে। ১৩০৫৪/১৩০৫৩ নম্বর রাধিকাপুর-হাওড়া-রাধিকাপুর কুলিক এক্সপ্রেস ট্রেনে হাওড়া থেকে বিদ্যমান কোচ সহ ৩ জুলাই থেকে এবং রাধিকাপুর থেকে ৪ জুলাই থেকে স্থায়ীভাবে ভিস্তাডোম কোচ সংযুক্ত করা হবে।

সে অনুযায়ী, ১২০৪২/১২০৪১ নম্বর নিউজলপাইগুড়ি-হাওড়া-নিউজলপাইগুড়ি শতাব্দী এক্সপ্রেস ট্রেনটি বর্তমানের ১৪টি কোচের পরিবর্তে ১৫টি কোচের সাথে সপ্তাহে ছয়দিন চলাচল করবে। ট্রেনে দুটি এগজিকিউটিভ ক্লাস এসি চেয়ারকার, ১০টি এসি চেয়ারকার ও একটি ভিস্তাডোম কোচ থাকবে।

১৩০৫৪/১৩০৫৩ নম্বর রাধিকাপুর-হাওড়া-রাধিকাপুর কুলিক এক্সপ্রেস ট্রেনটি ১৪টি কোচের পরিবর্তে ১৫টি কোচের সাথে চলাচল করবে। ট্রেনটিতে একটি এসি চেয়ারকার, ৯টি জেনারেল চেয়ারকার, দুটি জেনারেল সেকেন্ড ক্লাস ও একটি ভিস্তাডোম কোচ থাকবে।অত্যাধুনিক এই ভিস্তাডোম কোচ চালু হওয়ার ফলে যে সমস্ত যাত্রী নিউজলপাইগুড়ি-হাওড়া ও রাধিকাপুর-হাওড়া রুটে ভ্রমণ করবেন তাঁরা এই ভিস্তাডোম কোচের উইন্ডো ও ট্র্যান্সপারেন্ট রুফের মাধ্যমে প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য উপভোগ করার অভিজ্ঞতা লাভ করবেন।

প্রত্যেকটি ভিস্তাডোম কোচে ৪৪ জন যাত্রী আসন ক্ষমতা রয়েছে, যাত্রীদের উন্নতমানের ভ্রমণের অভিজ্ঞতা প্রদান করা হয় এবং বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে বৃহৎ আকারের কাঁচের জানালা, কাঁচের ছাদ, রোটেটিং সিট ও একটি অবজার্ভেশন লাউঞ্জ। সুতরাং যাত্রীরা এক শ্বাসরুদ্ধকর নৈসর্গিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারেন, প্রেসবার্তায় বলেছেন সব্যসাচী দে।

পঞ্চায়েত ভোটের আগে সরানো হল নন্দীগ্রামের আইসিকে

হলদিয়া, ২৯ জুন (হি.স.) : পঞ্চায়েত ভোটের আগেই রদবদল নন্দীগ্রামে ! সরানো হল নন্দীগ্রাম থানার আইসি সুমন রায়চৌধুরীকে। আপাতত নন্দীগ্রাম থানার দায়িত্বে থাকবেন কাশীনাথ চৌধুরী। রাজ্যে পঞ্চায়েত ভোটের আর মাত্র ন'দিন বাকি। ঠিক তার আগেই কেন আইসি পদে 'বদল' নিয়ে গুঞ্জন শুরু হয়েছে। যদিও পুলিশ সূত্রে খবর, আইসিকে বদল করা হয়নি। সুমন ছুটি চেয়েছিলেন। তা মঞ্জুর করা হয়েছে মাত্র।তমলুক জেলা পুলিশের ডিএসপি (সদর) মহম্মদ মইনুল হক বলেন, "এটা কোনও বদলি নয়। বিষয়টি নিয়ে অযথা জলঘোলা হচ্ছে। নন্দীগ্রামের আইসি সুমন রায়চৌধুরীর মা অসুস্থ। তার জন্যই ছুটি চেয়েছিলেন তিনি। সেই ছুটি মঞ্জুর করা হয়েছে। যত দিন উনি ছুটিতে থাকবেন, তত দিন দায়িত্ব সামলাবেন কাশীনাথ চৌধুরী।''ভোটের ঠিক আগেই আইসি 'বদলে' ষড়যন্ত্র দেখছে বিজেপি। তাদের দাবি, ভোটের সময় শাসকদলকে সুবিধা করে দিতেই এই ভাবে আইসি 'বদল' করা হল। নন্দীগ্রামের বিজেপি নেতা প্রলয় পালের দাবি, "এই রাজ্যের সরকার সংবিধান মানে না। নন্দীগ্রামে বিজেপিকে দমাতেই এই সব ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। তবে এখানে বিজেপি কর্মীরা সজাগ আছে। পুলিশকে সামনে রেখে বিজেপির উপর হামলা হলে কর্মীরা তা প্রতিহত করার জন্য পুরো দস্তুর তৈরি।''বিজেপির এই দাবিকে গুরুত্ব দিতে নারাজ তৃণমূল। নন্দীগ্রামের তৃণমূল ব্লক সভাপতি বাপ্পাদিত্য গর্গ বলেন, "নন্দীগ্রামের আইসি বদল নিয়ে কোনও সরকারি নির্দেশের কথা আমরা জানি না। কী কারণে আইসি বদল, তা জানার পরেই এ বিষয়ে মন্তব্য করা সম্ভব।"

সবংয়ে বিজেপি নেতার রহস্যমৃত্যু অভিযোগের তির তৃণমূলের দিকে

সবং, ২৯ জুন (হি.স.) : পঞ্চায়েত ভোটের আগে বিজেপি নেতার রহস্যমৃত্যু। বৃহস্পতিবার পশ্চিম মেদিনীপুরের সবংয়ে বিজেপির এক বুথ সভাপতির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। এদিন সবং থানার ৯ নম্বর বলপাই অঞ্চলের পানিথর বুথে এলাকায় দীপক সামন্ত (৩৫)-এর দেহ উদ্ধার হয়। পরিবার এবং বিজেপির দাবি, দীপককে খুন করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। অভিযোগের আঙুল তৃণমূলের দিকে। যদিও শাসকদল এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে। তাদের দাবি, পারিবারিক বিবাদের জেরেই এই খুন!

নিহতের পরিবারের অভিযোগ, তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি মালিক মাইতি এবং শাসকদল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা দীপককে প্রায়ই প্রাণে মারার হুমকি দিতেন। দাবি, বৃহস্পতিবার সকালে আচমকাই বাড়ি থেকে উধাও হয়ে যান বিজেপি নেতা। পরিবারের সদস্যেরা আশপাশে খোঁজাখুঁজি করেন। কিন্তু দীপকের হদিস মেলেনি। পরে বাড়ির ভিতর থেকেই তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। পরিবারের এক সদস্য বলে, "বিজেপি করার অপরাধে গত এক বছর ধরে আমাদের একঘরে করে রাখা হয়েছিল। পঞ্চায়েত ভোটের সময় বিজেপির হয়ে প্রচারেও বাধা দিয়েছিল তৃণমূল। দীপককে খুন করে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হত তাঁর স্ত্রীকে। তার পরেই াজ দেহ উদ্ধার হল! " বিজেপির ঘাটাল সাংগঠনিক জেলা সভাপতি তন্ময় দাস বলেন, "বুথ সভাপতি দীপক সামন্তকে মেরে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে দিয়েছে তৃণমূল।''এই অভিযোগ অস্বীকার করে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা তৃণমূরে কো-অর্ডিনেটর অজিত মাইতি বলেন, "এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যে। পারিবারিক বিবাদের জেরে এই ঘটনা ঘটেছে। বিজেপি এই নিয়ে রাজনীতি করার চেষ্টা করছে।''খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে আসে সবং থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, এই ঘটনায় দুপুর পর্যন্ত নির্দিষ্ট কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি। তবে পুলিশ নিজের মতো করে তদন্ত করে দেখছে। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। মৃত্যু কী কারণে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।পঞ্চায়েত নির্বাচনের বাকি আর মাত্র ৯ দিন। তার আগেই ফের কড়া পদক্ষেপ করল দল। জেলায় জেলায় একের পর এক নেতাকে বহিষ্কার করা হয়েছে। গোঁজ প্রার্থী রুখতেই ব্রিহস্পতিবারপ্রায় ২০০ জনকে সাসপেন্ড করল তৃণমূল। অনির্দিষ্টকালের জন্য তাঁদের সাসপেন্ড করা হয়েছে।

প্রার্থী পছন্দ না হতেই পারে। তাই বলে দলের বিরোধিতা করা যাবে না, এই বার্তা একেবারে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় দিয়েছিলেন তৃণমূল। এর বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও বারবার জানান হয়েছিল দলের তরফে। মনোনয়ন পেশ প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পরই পদক্ষেম নিতে শুরু করেছে শাসকদল। মুর্শিদাবাদ থেকে মেদিনীপুর, একাধিক জেলায় বহিষ্কার করা হয়েছে বহু নেতাকে। পঞ্চায়েত নির্বাচনের বাকি আর মাত্র ৯ দিন। তার আগেই ফের কড়া পদক্ষেপ করল দল। আজ, বৃহস্পতিবার একদিনে প্রায় ২০০ জনকে সাসপেন্ড করেছে শাসক দল। সূত্রের খবর, বীরভূমে ১৫ জন, হুগলিতে ২৫ জন, হাওড়ায় ১৩ জন, ঝাড়গ্রামে ১৪ জন, মুর্শিদাবাদে ২৫ জন, পশ্চিম মেদিনীপুরে ৩৯ জন ও পূর্ব মেদিনীপুরে ৪৩ জনকে বহিষ্কার করা হয়েছে।বৃহস্পতিবার শুধুমাত্র তমলুকেই ১১ টি পঞ্চায়েত সমিতির ৪৩ জনকে বহিষ্কার করা হয়েছে। তৃণমূল নেতা হয়েও নির্দল প্রার্থী হিসেবে ভোটে লড়ার অভিযোগেই এই পদক্ষেপ করা হয়েছে। অনির্দিষ্টকালের জন্য তাঁদের সাসপেন্ড করা হয়েছে। রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী সৌমেন মহাপাত্র তমলুকে তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে এদিন সাংবাদিক বৈঠক করে সেই তালিকা প্রকাশ করেছেন।এই প্রসঙ্গে সৌমেন মহাপাত্র বলেন, প্রার্থী না হতে পেরে সাময়িক দুঃখ পাওয়ায় অনেকেই নির্দলে প্রার্থী হয়েছেন। দলের গুরুত্বপূর্ণ নেতা হওয়া সত্ত্বেও কেউ কেউ নির্দল প্রার্থীকে সমর্থনে প্রচার করছেন। রাজ্যস্তরে এ বিষয়ে পর্যালোচনা হওয়ার পর কাদের সাসপেন্ড করা হবে, সেই তালিকা পাঠানো হয়েছে। তাঁর দাবি, সবার মতামত নিয়েই প্রার্থী তালিকা তৈরি করা হয়েছে। তবে দল যে সবার ওপরে, এটা মাথায় রেখে যাঁরা গুরুত্ব দিচ্ছেন না, তাঁদের ক্ষেত্রেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি।তমলুক সংগঠনিক জেলার বিজেপির সভাপতি তপন বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রসঙ্গে বলেন, "এই দলের অস্তিত্ব বিপন্ন। এটা আইওয়াশ ছাড়া আর কিছু নয়। নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে এইভাবে বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করছে। মানুষ এতে বিশ্বাস করবে না।"

মনিশংকরেরের দুরন্ত বোলিং বিফলে ব্যাটার্সদের ব্যর্থতায় ব্যাকফুটে ইস্ট

সেন্ট্রাল জোন: ১৮২, ৬৪/০ ইস্ট জোন: ১২২,

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুন।। মনিশংকরেরের দুর্দান্ত বোলিং কাজে এলো না। ব্যাটার্সদের ব্যর্থতায় ইস্ট জোন অনেকটাই পিছিয়ে। কার্যত প্রথম ইনিংসে লিড নিয়ে সেন্ট্রাল জোন এই মুহূর্তে চালকের আসনে। শেষ পর্যন্ত কোয়ার্টার ফাইনালের গণ্ডি পেরিয়ে সেমিফাইনালের ছাড়পত্র সেন্ট্রাল জোনের হাতেই আসবে বলে অনুমান। সেন্ট্রাল জোন দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষে ১২৪ রানে এগিয়ে রয়েছে। হাতে রয়েছে পুরো দশ উইকেট। আরও কত রান সংগ্রহ করে সেন্ট্রাল জোন মূলতঃ ইস্ট জোনের সামনে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেবে, তাই এখন দেখার বিষয়। ৪২.২ ওভার খেলেই ইস্ট জোনের মতো ব্যালান্সড টিম ১২২ রানে ইনিংস গুটিয়ে নেবে, সেটা অনেকেই ভাবেনি। দলীপ ট্রফি শুরুতেই মনিশংকরেরের দুর্দান্ত চমক আশার আলো জাগিয়ে তুলেছিল। প্রথম ম্যাচের প্রথম ইনিংসে একেবারে পাঁচ উইকেট দখল। বেঙ্গালুরুর আলুর ক্রিকেট স্টেডিয়ামে দলীপ ট্রফির প্রথম ম্যাচ। টস জিতে বুধবার সেন্ট্রাল জোন প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। ৭১.৪ ওভার খেলে ১৮২ রান সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে রিংকু সিং সর্বাধিক ৩৮ রান পায়। এছাড়া হিমাংশু মন্ত্রীর ২৯ রান, উইকেট রক্ষক উপেন্দ্র যাদবের ২৫ রান, ওপেনার বিবেক সিং-এর ২১ রান উল্লেখযোগ্য ছিল।মনিশঙ্করের পাঁচ উইকেটের পাশাপাশি শাহবাজ পেয়েছিল দুটি উইকেট। এছাড়া ঈশান পোড়েল ও শাহবাজ নাদিম পেয়েছিল একটি করে উইকেট। জবাবে ব্যাট করতে নেমে দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে ইস্ট জোন ১২ ওভার ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে দুই উইকেট হারিয়ে ৩২ রান সংগ্রহ করেছিল। দ্বিতীয় দিনে আজ, বৃহস্পতিবার অবশিষ্ট আট উইকেট হারিয়ে ৯০ রান যোগ করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে রিয়ান পরাগের ৩৩ রান, মনি শংকরের অপরাজিত ৩০ রান এবং সুদীপ কুমার ঘরামীর ২৭ রান উল্লেখযোগ্য হলেও অন্যরা তেমন রান সংগ্রহ করতে পারেনি। সেন্ট্রাল জোনের আবেশ খান ও সৌরভ কুমার তিনটি করে শিবম মাভি দুটি এবং আর ঠাকুর একটি উইকেট পেয়েছে। ৬০ রানে লিড নিয়ে সেন্ট্রাল জোন পুনরায় দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শুরু করে দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে ২৫.১ ওভার খেলে বিনা উইকেটে ৬৪ রান সংগ্রহ করেছে। ওপেনার হিমাংশু মন্ত্রী ২৫ রানে এবং বিবেক সিং ৩৪ রানে উইকেটে রয়েছেন।

দলীপ ট্রফি : তিন শতকে সমৃদ্ধ নর্থ জোন সেমিফাইনালের দোরগোড়ায়

নর্থ জোন: ৫৪০/৮(ডি.) নর্থ ইস্ট জোন: ৬৫/৩

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুন।। তিন তিনটি শতরানে সমৃদ্ধ নর্থ জোনের ইনিংস। ৫৪০ রানে ইনিংস ঘোষণা। নর্থইস্ট জোন এই মুহূর্তে ৪৭৫ রানে পিছিয়ে রয়েছে। যদিও তাদের হাতে এখনও সাত উইকেট বর্তমান। তবে তিন তিনটি শতরানে সমৃদ্ধ নর্থ জোনের ৫৪০ রানের ইনিংস দেখে তাদেরকেই সেমিফাইনালের দোরগোড়ায় অবস্থান করছে বলে শংসাপত্র দেওয়া যেতে পারে। অনিশ্চয়তার খেলা ক্রিকেট হলেও নর্থইস্ট জোন এতটাই পিছিয়ে, কোয়ার্টার ফাইনালেই দল থেমে যাবে বলে অনুমান। নাইট ওয়াচম্যান এর ভূমিকায় নিশান্ত সিঁধু শতক থেকে ২৪ রান দূরে ছিল। নিশান্ত আজ, দ্বিতীয় দিনে শতরানের গণ্ডি পেরিয়ে দেড়শ রান সংগ্রহ করেছে ১৮ টি বাউন্ডারি ও তিনটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে।

সতীর্থ হরষিত রানাও অপরাজিত রয়েছেন ১২২ রান সংগ্রহ করে। প্রথম দিন থেকেই নর্থইস্ট জোনকে চাপে রেখে নর্থ জোন মূলতঃ সেমিফাইনালে খেলার ভিতপাকা করে নিয়েছে। প্রথম দিন ৮৭ ওভার ব্যাট চালিয়ে ৩০৬ রান সংগ্রহ করার পর আজ আরও ২৩৪ রান যোগ করে মোট ৫৪০ রানে ইনিংস ঘোষণা করে দেয়। বেঙ্গালুরুতে এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে নর্থইস্ট জোন জবাবে খেলতে নেমে দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে ২০ ওভার ব্যাটিং এর সুযোগ পায়।

ইতোমধ্যে ৩ উইকেট হারিয়ে ৬৫ রান সংগ্রহ করেছে। নিলেশ লামিছানে ৩৫ রানে এবং ল্যাংলং ইয়াম্ব এক রানে উইকেটে রয়েছেন। নর্থ জোনের বালতেজ সিং, সিদ্ধার্থ কৌল ও হরষিত রানা প্রত্যেকে একটি করে উইকেট পেয়েছে।

শান্তির বাজারে চ্যালেঞ্জার ক্রিকেট ট্রফি এবার মুহুরিপুর জনকল্যাণ সমিতির ঘরে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুন।। তৃতীয় জয় পেলো মুহুরিপুর জনকল্যাণ সমিতি। সুপার লিগে। চিরঞ্জীৎ দাসের অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে। মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত চ্যালেঞ্জার ট্রফি সিনিয়র ক্রিকেটে। বাইখোরা স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচে মুহুরিপুর জনকল্যাণ সমিতি ৩ উইকেটে পরাজিত করে তুইকর্ম যুব ক্লাবকে। তুইকর্ম যুব ক্লাবের গড়া ২১৩ রানের জবাবে ৭ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় মুহুরিপুর জনকল্যাণ সমিতি। বিজয়ী দলের চিরঞ্জীৎ দাস প্রথমে বল হাতে ২ উইকেট নেওয়ার পর ব্যাট হাতে ঝড়ো শতরান করেন। সকালে টসে জয়লাভ করে তুই কর্ম যুব ক্লাবকে প্রথমে ব্যাট করার আমন্ত্রণ জানান মুহুরিপুর জনকল্যাণ সমিতি-র অধিনায়ক। দল ৩৮.৩ ওভারে সবকটি উইকেট হারিয়ে ২১৩ রান করে। দলের পক্ষে গোবিন্দ রিয়াং ৭৫ বল খেলে ৭ টি বাউন্ডারি ও ৫ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৭১, রূপশঙ্কর রিয়াং ৪২ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪২, সঞ্জীৎ দেববর্মা ৪০ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ৩ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩২ এবং জীতেন্দ্র রিয়াং ১০ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ৩০ রান। মুহুরিপুর জনকল্যাণ সমিতির পক্ষে অর্জুন দে ৬৩ রান দিয়ে ৩ টি, চিরঞ্জীৎ দাস ১৬ রান দিয়ে ২, সৌরভ চৌধুরি ৩৪ রান দিয়ে ২ টি এবং বিপ্লব দাস ৪৬ রান দিয়ে ২ টি উইকেট পেয়েছেন। জবাবে খেলতে নেমে ৩০.৩ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে মুহুরিপুর জনকল্যাণ সমিতি ১৮৭ রান করার পর বৃষ্টি নামে। তখন ডি এল এস ম্যাথডি মুহুরিপুর জনকল্যাণ সমিতির সামনে লক্ষ্য থাকে আরও ২২ রান ৩৯ বলে। ওই অবস্থায় ৭ বলে ১৩ রান যোগ করার পর আবারও বৃষ্টি নামে। শেষ পর্যন্ত ৭ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে চিরঞ্জীৎ দাস ৭৯ বল খেলে ১৫ টি বাউন্ডারি ও ৩ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১০৮, বিপ্লব দাস ৩৭ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৭, প্রশান্ত দেব ১৩ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৬ এবং মিঠুন সরকার ১৭ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৬ রান করেন। তুইকর্ম যুব ক্লাবের পক্ষে প্রীতম গারো ৩৭ রান দিয়ে ২ টি, জীতেন্দ্র রিয়াং ৪৫ রান দিয়ে ২ টি এবং হিমলেশ সাংমা ৫৪ রান দিয়ে ২ টি উইকেট পেয়েছেন।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

আগামীকাল থেকে উদয়পুরে দুদিনব্যাপী রাজ্য ক্যারাটে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুন।। দুদিনব্যাপী রাজ্য ক্যারাটে প্রতিযোগিতা শুরু ১ জুলাই থেকে। উদয়পুরে ভগিনী নিবেদিতা গার্লস এইচ এস স্কুলে, ত্রিপুরা সতোকান ক্যারাটে অ্যাসোসিয়েশন এবং ক্যারাটে স্কুল সতোকান সংস্থার উদ্যোগে হবে আসর। বিভিন্ন বিভাগে যেমন অনূর্ধ ৫ বছর, অনূর্ধ ১০ বছর, অনূর্ধ ১৪ বছর, অনূর্ধ ১৬ বছর এবং অনূর্ধ ১৮ বছর ও তার বেশি বয়স বিভাগে বিভিন্ন ওজনের ক্যাটাগরিতে ছেলে, মেয়ে এবং পুরুষ, মহিলাদের বিভাগে খেলা অনুষ্ঠিত হবে। খেলা শুরু হবে ১ জুলাই দুপুর ২ টা থেকে। চলবে ২ রা জুলাই বিকাল ৩ টা পর্যন্ত। প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে ইচ্ছুক খেলোয়াড়দের আগামীকাল বিকেলের মধ্যে ৯৮৬২৩২৪৪১৫ নম্বরে যোগাযোগ করে নাম নথিভুক্ত করতে বলা হয়েছে। রাজ্য সংস্থার সভাপতি অমিত পোদ্দার এক বিবৃতিতে এখবর জানিয়েছেন।

আজ থেকে গুজরাটে জাতীয় মহিলা দাবায় ত্রিপুরার প্রতিনিধি আর্শিয়া দাস

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুন।। গুজরাটে অনুষ্ঠিত হবে ৪৯ তম জাতীয় সিনিয়র মহিলাদের দাবা প্রতিযোগিতা। আগামীকাল থেকে শুরু হবে আসর। তাতে ত্রিপুরা থেকে একমাত্র দাবাড়ু হিসাবে অংশ নিচ্ছে বিষ্ময় বালিকা আর্শিয়া দাস। আসরে অংশ নিয়েছে ১৬০ জন দাবাড়ু। এরমধ্যে ৩০ জনের উপর রয়েছেন গ্র্যান্ডমাস্টার, ইন্টারম্যাশনাল মাস্টার দাবাড়ু। আসরে ভালো ফলাফল করা নিয়ে আশাবাদী মহিলা বিভাগে রাজ্য সেরা দাবাড়ু আর্শিয়া। গুজরাট থেকে টেলিফোনে বলে,'যে প্রস্তুতি নিয়েছি আশাকরি ভালো খেলবো। রাজ্যবাসীর আর্শিবাদ চাইছি'। ওই আসরে ভালো ফলাফল করার পাশাপাশি রেটিংও বাড়িয়ে নেওয়া লক্ষ্য আর্শিয়ার।

চ্যালেঞ্জার ট্রফি সুপারের ম্যাচ বৃষ্টিতে পরিত্যক্ত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুন। আবারও থাবা বসালো বৃষ্টি। তাতে পরিত্যক্ত হলো ম্যাচ। মুষলধারে বৃষ্টির জন্য। মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত চ্যালেঞ্জার ট্রফি সিনিয়র ক্রিকেটের সুপার লিগে। মঙ্গলবার তুইকর্ম যুব সংস্থার মুখোমুখি হওয়ার কথা ছিলো ইয়াকথো ওয়েলফেয়ার সোসাইটির। বাইখোরা স্কুল মাঠে ছিলো ম্যাচটি। কিন্তু সকাল থেকেই মুষলধারে বৃষ্টি হওয়ায় বাধ্য হয়েই পরিত্যক্ত করা হলো ম্যাচটি। ফলে দুই দলই পেলো ২ পয়েন্ট করে।

মেট্রিক্স চেস আকাদেমির দাবাড়ুদের সংবর্ধনা কাল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুন।। বাংলা - ত্রিপুরা মৈত্রী মঞ্চ আয়োজিত পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে আগরতলা প্রেস ক্লাবে। শনিবার দুপুর ২ টায়। অনুষ্ঠানে রাজ্যের খেলাধূলো এবং সাংবাদিকতার বিশিষ্ট কয়েকজনকে স্ব স্ব ক্ষেত্রে ভালো কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ পুরস্কৃত করা হবে। কোচ হিসাবেও যারা ভালো কাজ করেছেন তাঁদেরকেও এক মঞ্চে সম্মানিত করা হবে। এই অনুষ্ঠানের বিশেষত্ব হলো মেট্রিক্স চেস আকাদেমির পঞ্চাশজন নানা বয়সী দাবাড়ুদের উৎসাহিত করার জন্য পুরস্কার দেওয়া হবে। তাতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন মেয়র দীপক মজুমদার। বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন উদ্যোগপতি আশুতোষ দেব। কর্মকর্তা হিসাবে জীবনপ্রীতি পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে এগিয়ে চলো সঙ্ঘের সচিব সুমন্ত গুপ্ত-কে। এছাড়া চিত্র সাংবাদিক হিসাবে প্রণব শীল, ক্রীড়া সাংবাদিক শান্তনু বনিক, ক্রিকেটার অরিন্দম বর্মন, ফুটবলার রতন কিশোর জমাতিয়া, জিমন্যাস্টিক্সে মোনালি কর, মহিলা ফুটবল কোচ সুশান্ত দেববর্মা, পুরুষ ফুটবল কোচ রাজেশ রায় চৌধুরি, মহিলা ফুটবলার মৌসুমী ওরাং, রেফারি সুকান্ত দত্ত, রাজ্য দাবায় সেরা দিগন্ত রায় এবং ইন্দ্রনাল চৌধুরি স্মৃতি পুরস্কার পাচ্ছেন পার্থ সারথি দেব পুরস্কৃত হবেন। সংস্থার পক্ষ থেকে সরোজ চক্রবর্তী এক বিবৃতিতে এখবর জানিয়েছেন।

সি-ডিভিশন লিগের দুই ম্যাচে আজ ওরিয়েন্টাল-আনন্দভবন, বিএসটি-কেশব

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুন।। সি-ডিভিশন লিগ ফুটবল টুর্নামেন্টের গ্রুপ লীগের খেলা এখন শেষ পর্যায়ে। আগামীকাল সকাল- বিকেলে দুটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে, উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে। সকাল আটটায় গ্রুপ এ-এর খেলায় ওরিয়েন্টাল ফুটবল ক্লাব খেলবে আনন্দ ভবনের বিরুদ্ধে। বিকেল চারটায় ইউনাইটেড বিএসটি খেলবে কেশব সংঘের বিরুদ্ধে। সকালের খেলায় ওরিয়েন্টাল ক্লাব এবং আনন্দ ভবন দু''দলেরই অবস্থান চার পয়েন্ট পেয়ে সমপর্যায়ে। তবে গোল ব্যবধানের নিরিখে আনন্দ ভবন এক ধাপ এগিয়ে। জয়ের লক্ষ্যে দু দলই আগামীকাল চেষ্টা করবে। এপর্যন্ত দুদলই তিনটি করে ম্যাচ খেলে একটিতে জয় ও একটিতে ড্র এর সুবাদে ৪ করে পয়েন্ট সংগ্রহ করে নিয়েছে। বিকেলের খেলায় ইউনাইটেড বিএসটি এবং কেশব সংঘ দুদলেরই এটি গ্রুপ লীগের শেষ ম্যাচ। গ্রুপ লিগে চারটি করে ম্যাচ খেলে দুদলই একটি করে ম্যাচে জয়ী হয়েছে। অতিরিক্ত একটি ম্যাচে ড্র করার সুবাদে ইউনাইটেড বিএসটি এক ধাপ এগিয়ে রয়েছে। তবে সুপার ফোর এবার দুদলের কাছেই অধরা থাকছে। স্বাভাবিক কারণে আগামীকালের ইউনাইটেড বিএসটি বনাম কেশব সংঘের ম্যাচটিকে নিয়ম রক্ষার ম্যাচ বললেও অত্যুক্তি ঠেকবে না।

দলীপ ট্রফি : নর্থইস্ট জোনকে চাপে রেখে সেমিফাইনালের লক্ষ্যে এগিয়ে নর্থ জোন

নর্থ জোন: ৩০৬/৬(৮৭)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুন।। দারুন ওপেনিং। প্রথম ম্যাচেই সেঞ্চুরির অনবদ্য আনন্দ। নাইট ওয়াচম্যান এর ভূমিকায় নিশান্ত সিঁধুও শতক থেকে ২৪ রান দূরে। এক কথায় প্রথমদিনেই নর্থইস্ট জোনকে চাপে রেখে নর্থ জোন মূলতঃ সেমিফাইনালে খেলার ভিতপাকা করে নিয়েছে। দিনভর খেলে ৮৭ ওভার ব্যাট চালিয়ে ৩০৬ রান সংগ্রহ করার পরও অক্ষত অবস্থায় প্যাভেলিয়নে আরও চার উইকেট বিদ্যমান। দলীপ ট্রফির নর্থইস্ট জোন বনাম নর্থ জোনের ম্যাচ চলছে, বেঙ্গালুরুতে এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে। ক্রীড়া সূচি অনুযায়ী কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচও বলা চলে। কেননা, এই ম্যাচে জয়ী হলেই সেমিফাইনালে খেলার ছাড়পত্র পাবে। সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে নর্থইস্ট জোন প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ পেয়ে নর্থ জোন সারাদিনে সাতাশি ওভার খেলে ছয় উইকেট হারিয়ে ৩০৬ রান সংগ্রহ করে। ওপেনার ধ্রুব শূড়ের ১৩৫ রান এবং নিশান্ত সিঁধুর অপরাজিত ৭৬ রান উল্লেখযোগ্য। এছাড়া চোপড়ার ৩২ রান ও প্রভসিমরাম সিংয়ের একত্রিশ রান উল্লেখ করার মতো। পুলকিত নারাঙ্গ উইকেটে রয়েছেন ব্যক্তিগত ২৩ রানে। নর্থইস্ট জোনের কিশাণ সিং ও যতীন ফেইরোজাম দুটি করে এবং দিপু ও ইমলিয়াতি একটি করে উইকেট পেয়েছেন।

সি ডিভিশন ফুটবল : এলশনের গোলে টানা ৪র্থ জয় স্কাইলার্কের

স্কাইলার্ক-২	ইউ বি এস টি-১
(সলোমন,এলসন)	(বিশাল)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুন।। জয়ের ধারা অব্যহত রাখলো স্কাইলার্ক ক্লাব। টানা ৪ ম্যাচে জয় পেয়ে পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষে রয়েছেন চন্দন সেন-এর দল। এলসনের গোলে এদিন মোক্ষম ৩ পয়েন্ট পেলো স্কাইলার্ক। রাজ্য ফুটবল সংস্থা আয়োজিত তৃতীয় ডিভিশন লিগ ফুটবলে। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত বুধবার সকালের ম্যাচে স্কাইলার্ক ক্লাব পরাজিত করে ইউ বি এস টি-কে। ফলাফল ২-১। জয় পেলেও প্রথম ৩ ম্যাচের মতো এদিন ভালো খেলতে পারেননি স্কাইলার্করে ফুটবলাররা। তবে আসর যত গড়াচ্ছে ততই নিজেকে পরিনত করে তুলছেন কাইথেংগাও হাউকিপ। মাঝমাঠ থেকে গোটা দলকে কার্যত অক্সিজেন দিয়ে যাচ্ছেন বাঁ পায়ের ওই ফুটবলারটি। একাই মাঝমাঠ দাপিয়ে বেরিয়েছেন কাইথেংগাও। তবে দলের আক্রমণভাগের ফুটবলাররা যদি তৎপর হতো তাহলে ব্যবধান আরও বাড়তো। ম্যাচের শুরু থেকেই বল দখলের লড়াই জমে উঠেছিলো। ইউ বি এস টি-র ফুটবলাররা শুরু থেকেই কিছুটা রক্ষণাত্তক ফুটবল খেলে স্কাইলার্কের যাবতীয় আক্রমণ প্রতিহত করছিলো। ইউ বি এস টি-র ফুটবলারদের লক্ষ্য ছিলো কাউন্টার অ্যাটাকে গিয়ে বিপক্ষের জাল নাড়ানো। ইকন্তু তা হলো না প্রথমার্ধে। ম্যাচ যতই গড়িয়েছে ততই আক্রমণের ঝাঝ বেড়েছে স্কাইলার্কের। প্রথমার্ধের খেলা শেষ হওয়ার তিন মিনিট আগে সলোমন রিয়াং এগিয়ে দেন স্কাইলার্ককে (১-০)। দ্বিতীয়ার্ধে সমতা ফেরানোর জন্য মরিয়া হয়ে উঠে ইউ বি এস টি। আক্রমণ এবং প্রতি আক্রমণে ম্যাচ জমে উঠে। ৭৭ মিনিটে স্কাইলার্কের রক্ষণভাগ তছনছ করে সমতা ফেরান বিশাল সেন (১-১)। ফুটবলপ্রেমীরা ধরে নিয়েছিলেন অমিমাংশিতভাবে শেষ হচ্ছে ম্যাচ।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

রাজ্যেও পালিত হল মুসলীম ধর্মাবলম্বীদের কুরবানি ঈদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুন।। রাজ্য মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা আনন্দ উল্লাসের মধ্য দিয়ে পবিত্র ঈদ উৎসব পালন করলেন। এ উপলক্ষে মূল অনুষ্ঠান হয় আগরতলায় চিত্তরঞ্জন রোডে গেদু মিয়ার মসজিদে। এখানে এদিন ঈদের নামাজ আদায় করেন মওলানা আব্দুল রহমান।

বৃহস্পতিবার মুসলমানদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান ঈদুল আজহা রাজ্য যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে। সারা দেশের সঙ্গে মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা রাজ্যেও এই দিনটি ধর্মীয়ভাবে পালন করেন। সকালে গেদু মিয়া মসজিদে ঈদুল আজহার নামাজ আদায় হয়। মৌলানা আব্দুল রহমান ঈদের নামাজ আদায় করান। এদিনের এই নামাজ আদায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংখ্যালঘু ও অন্যান্য দপ্তরের মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া। গেদু মিয়ার মসজিদে অসংখ্য ভিআইপি রাও এদিন নামাজে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া অন্যান্য মসজিদ গুলিতেও এদিন যথাযোগ্য মর্যাদায় ঈদের নামাজ পাঠ করা হয়।এ উপলক্ষে মসজিদগুলো নতুন সাজে সেজে ওঠে। ঈদ উৎসবকে কেন্দ্র করে যাতে কোন ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা সংঘটিত হতে না পারে সেজন্য প্রশাসনের তরফ থেকে আগাম অভূতপূর্ব নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়। এখনো পর্যন্ত কোথাও থেকে কোন ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনার খবর নেই। গেদু মিয়ার মসজিদে ঈদের নামাজ আদায়ের করে মওলানা আব্দুল রহমান সব অংশের মানুষের সুখ সমৃদ্ধি কামনা করেছেন।কোরবানির ইদ হয়ে উঠুক সুন্দর ও আনন্দের।

ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় উৎসবের অন্যতম হল কোরবানির ইদ বা বকরি ইদ। এই ইদ আসলে ত্যাগের উৎসব। ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় দুটো ধর্মীয় উৎসবের দ্বিতীয়টি হল ইদ উল আযহা। এই উৎসবকে কোরবানির ইদ বা বকরি ইদ বলা হয়। আবার অনেকে এই উৎসবকে ইদুজ্জোহাও বলা হয়। ইদুল আযহা মূলত আরবি বাক্যের অংশ। এর অর্থ হল 'ত্যাগের উৎসব'। ত্যাগের মধ্যে দিয়ে এই ইদ পালন করা হয়। এই উৎসবের মূল বিষয় হল ত্যাগ করা।' বৃষ্টি উপেক্ষা করে শান্তিপূর্ণভাবে বক্সনগরে পালিত হলো ঈদ উৎসব। ঈদ উৎসবকে কেন্দ্র করে মুসলিম ধর্মাবলম্বী আবাল বৃদ্ধ বণিতা সকল অংশের মানুষের মধ্যে আনন্দ উল্লাসের জোয়ার বইছে। ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের প্রধান উৎসব ঈদ।ঈদ বৎসরে দুবার হয়ে থাকে।একটিকে ঈদ-উল-ফিৎর বা রমজানের ঈদ এবং অপরটিকে ঈদ-উল- আযহা বা কুরবানীর ঈদ বলে।কুরবানীর ঈদকে অনেকেই বকরি ঈদও বলে থাকে।কারণ আরবি বকরি শব্দের অর্থ গরু বা পশু। সৃষ্টিকর্তা বা আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য প্রিয় পশুকে কুরবানী করা হয় বলে ঈদুল আযহাকে অনেকে কুরবানীর ঈদ বলে থাকেন। এই কুরবানির ঈদ সারা বিশ্বের সঙ্গে রাজ্যেও বৃহস্পতিবার খুব শান্তিপূর্ণভাবে পালিত হলো।রাজ্যের সোনামুড়া মহকুমা একটি মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা। সারা রাজ্যের সাথে সোনামুড়া মহকুমার বিভিন্ন স্থানে বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে শান্তিপূর্ণভাবেই পালিত হলো এ বছরের ঈদ উৎসব।তবে সোনামুড়া মহকুমার উত্তরাঞ্চল বলে পরিচিত বক্সনগর ব্লক অন্তর্গত প্রায় ৩৫টি ঈদগাহে ঈদের নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। এরমধ্যে পাঁচটি কাঁটাতারের ওপারে ভারতীয় ভূখণ্ডের মধ্যে রয়েছে।যতটুকু খবর কোন অপ্রীতিকর ঘটনা বক্সনগর এলাকার ঈদ উৎসব নেই।তবে বক্সনগর এলাকার সবচেয়ে বড় ঈদের নামাজের জমায়েত হয় বক্সনগর কেন্দ্রীয় দক্ষিণপাড়া ঈদগাহ ময়দানে।প্রায় দুই থেকে তিন হাজার মুসলিম ধর্মাবলম্বী মানুষ এই ঈদগাহে নামাজ আদায় করেন। এই ঈদগা ময়দানে নামাজ পাঠ করান মধ্যবক্সনগর কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের ইমাম শফিকুল ইসলাম।তিনি নামাজ শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানান, কুরবানীর এমন কোন ছবি বা ভিডিও কোন সোশ্যাল মিডিয়ায় যেন ভাইরাল না করেন। কারণ কারণ পশু কুরবানীর ছবি ও ভিডিও দেখে আমাদের সহকর্মী সনাতন ভাই-বোনদের যেন কোন অসুবিধা না হয়। এই উৎসবের দিনে বাইক গাড়ি ধীরে চালানোর এবং আইন মেনে চলার আহ্বান রাখেন। নামাজ শেষে তিনি সকলের উদ্দেশ্যে সুখ শান্তি এবং সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি এবং ঐক্য বজায় রাখার আহ্বান রাখেন। ধর্ম যার যার উৎসব সবার এই স্লোগানকে পাথেয় করে সকল স্তরের মানুষের মধ্যে যেন সম্প্রীতি বজায় থাকে তার আহবান করেন।।

ইসকনের উল্টো রথে মর্মান্তিক ঘটনা নিহত এবং আহতদের পাশে বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুন।। ত্রিপুরায় উল্টো রথে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে নিহতদের পরিবারের সদস্যদের সাথে দেখা সমবেদনা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় প্রতি মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক, বিজেপি প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য, বিধায়ক ভগবান দাস এবং বিধায়ক কিশোর বর্মণ। পাশাপাশি এদিন তাঁরা ফটিকরায় এবং কুমারঘাট হাসপাতালে গিয়ে আহতদের শারীরিক অবস্থার খোঁজ খবর নিয়েছেন। শুধু তাই নয়, ওই ঘটনায় নিহতদের শেষকৃত্যেও উপস্থিত থেকে তাঁরা প্রয়াতের পরিবারের কষ্ট ভাগ করে নিয়েছেন। এদিন, সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদেশ বিজেপি সভাপতি কঠিন সময়ে সকলের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন। গতকাল বুধবার ঊনকোটি ত্রিপুরা জেলায় কুমারঘাট মহকুমায় ইসকনের উল্টো রথে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে ৩ শিশু সহ সাতজনের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন ১৬ জন। তাঁদের হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে। উন্নত চিকিৎসার জন্য ছয়জনকে জি বি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

আজ সকালে ট্রেনে চেপে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক, প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য এবং বিধায়ক কিশোর বর্মণ কুমারঘাট ছুটে গেছেন। সেখানে গিয়ে তাঁরা কুমারঘাট এবং ফটিকরায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ওই দুর্ঘটনায় আহতদের চিকিৎসার খোঁজ নিয়েছেন। এরপর তাঁরা বিদ্যুৎস্পৃষ্টে নিহতদের বাড়িতে গিয়ে পরিবারের সদস্যদের সমবেদনা জানিয়েছেন। শুধু তাই নয়, তাঁদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন। ওই সময় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক ভীষণ আবেগ প্রবণ হয়ে পড়েছিলেন। চোখের সামনে মানুষের আর্তনাদ দেখে তাঁর চোখ ছলছল করছিল। সকলের অগোচরে তিনি চোখের জল মুছেছেন।

আজ তাঁরা পুলিশের সাথে গিয়ে কুমারঘাট ব্লক চৌমুহনীতে দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। পরিশেষে তাঁরা উল্টো রথে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে নিহতদের শেষকৃত্যেও অংশ নিয়েছেন। এদিন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি বলেন, উৎসবের আনন্দঘন পরিবেশে এই নিদারুন ঘটনায় আমরা গভীর ভাবে মর্মাহত বোধ করছি। আজ সহকর্মীদের সাথে প্রয়াতদের শেষকৃত্যে উপস্থিত থেকে পরিবার পরিজনদের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছি। এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় হারিয়ে যাওয়া প্রাণগুলোকে ফিরিয়ে আনা অসম্ভব কিন্তু আগামীতে যেনো কোনোভাবেই কোথাও এধরণের হৃদয় বিদারক পরিস্থিতি না হয় তার জন্য সর্বোতভাবে সকলে মিলে সচেষ্ট থাকবো, দৃঢ় প্রত্যয়ের সুরে বলেন তিনি।

এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদেশ সভাপতি বলেন, গতকালের ঘটনায় বিজেপির সকল অংশের শীর্ষ নেতৃত্ব খোঁজ নিয়েছেন এবং শোক প্রকাশ করেছেন। প্রদেশ প্রভারী মহেশ শর্মা, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কো-অর্ডিনেটর সম্বিত পাত্র গতকালই টেলিফোনে সমস্ত ঘটনা জেনেছেন এবং শোক প্রকাশ করেছেন। বিজেপি রাষ্ট্রীয় সভাপতি তাঁর ওএসডি-র মাধ্যমে খোঁজ নিয়েছেন। সার্বিক পরিস্থিতি লিখিতভাবে তাঁর কাছে পাঠানো হয়েছে। তিনি জানান, ওই ঘটনায় আহত বর্তমানে কুমারঘাট হাসপাতালে ৭ জন, ফটিকরায় হাসপাতালে ৪ জন এবং কৈলাসহর জেলা হাসপাতালে ২ জন চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

খোয়াইয়ে বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে বিদ্যুতের তার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুন।। খোয়াই দুর্গানগর এলাকায় বৈদ্যুতিক খুটি বিপদজনক অবস্থায় রয়েছে। বিষয়টি বারবার বিদ্যুৎ নিগমের স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে জানানো সত্ত্বেও কোন ধরনের কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে না।যেকোন সময় খুটি ভেঙ্গে ঘটতে পারে বড় ধরনের দুর্ঘটনা।খোয়াই দুর্গানগর এলাকায় বৈদ্যুতিক খুটি বিপদজনক ভাবে ভেঙ্গে পড়ে আছে। পাড়া-প্রতিবেশীরা ভাঙ্গা খুটিটি মেরামত করার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের জানিয়েও কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না বলে তাদের অভিযোগ। যেকোন সময় খুটিটি ভেঙ্গে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তাতে আতঙ্কিত মানুষ।পাড়া প্রতিবেশীরা দাবি তুলেছেন, অতি দ্রুত খুটিটি সারাই করার জন্য। অন্যতায় যেকোনো সময় যেকোনো ধরনের অঘটন ঘটে গেলে বিদ্যুৎ নিগমকে এজন্য দায়ী থাকতে হবে বলে এলাকাবাসী স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন।

জেলা হাসপাতালেও হচ্ছে জটিল অস্ত্রোপচার

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৯ জুন।। । রাজ্যের চিকিৎসা পরিষেবা দিন ধাপে ধাপে উন্নত হচ্ছে। শুধুমাত্র রাজধানী কেন্দ্রিক নয় রাজ্য মহাকুমা ও জেলা হাসপাতালগুলোতে এখন বড় ধরনের জটিল অস্ত্রোপচার হচ্ছে। হাসপাতালগুলির পরিকাঠামো উন্নততর হচ্ছে। রোগ নির্ণয়ের উন্নত যন্ত্রপাতি এখন এই সমস্ত হাসপাতাল গুলিতে রয়েছে। যার ফলে চিকিৎসকরা বড় ধরনের অস্ত্র প্রচার করতেও পিছপা হচ্ছেন না। ফলে রাজ্যের প্রধান হাসপাতাল জিবি উপর অনেকটাই চাপ কমছে। কারণ যে সমস্ত অপারেশন জেলা বা মহকুমা হাসপাতাল গুলিতে করা সম্ভব হচ্ছে চিকিৎসকরা তাৎক্ষণিক সেই কাজে হাত দিচ্ছে। ফলে রেফার ও কমেছে। রোগীরাও উপকৃত হচ্ছেন এবং নতুন চিকিৎসকরা ও উৎসাহ পাচ্ছেন। মুখ্যমন্ত্রীর আবেদনে সাড়া দিয়ে রাজ্যের চিকিৎসক নার্স এবং স্বাস্থ্যকর্মীরা পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। যার প্রভাব পড়েছে রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতাল গুলিতে। বৃহস্পতিবার এমনই এক জটিল অস্ত্রোপ্রচার হল শান্তির বাজার হাসপাতালে।দক্ষিণ জেলা হাসপাতাল শান্তির বাজারে এই ধরনের বড় অপারেশন আগে হয়নি বলেও হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে। জোলাইবাড়ি ব্লকের কলসীমুখ ভিলেজের বাসিন্দা মন্টু ত্রিপুরা। বয়স ৫০ বছর। দীর্ঘদিন ধরে পেটের ব্যাথায় ভুগছিলেন তিনি। কুসংস্কারে ডুবে থাকায় হাসপাতাল মুখী হতে চাইছিলেন মন্টু। বাধ্য হয়ে দু-তিন দিন আগে শান্তি বাজার হাসপাতালে আসেন। চিকিৎসকরা তাকে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে দেয। মন্টু সেগুলি করার পরে দেখা যায় তার পেটে বিশাল টিউমার রয়েছে। ডাক্তাররা তাকে পরামর্শ দেয় দ্রুত অস্ত্রোপচার করার জন্য। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে আজই অস্ত্রো পার করা হয় তার পেটে। চিকিৎসক এর বক্তব্য অনুযায়ী যে তার শরীরের যে জায়গায় টিউমারটি রয়েছে তা খুবই জটিল। কিন্তু অপারেশন না করলে তার অন্য সমস্যা হতে পারতো। একপ্রকার বাধ্য হযে চিকিৎসকরা রোগীর জটিল অস্ত্রোপচার করে।প্রায় ১ কেজি ওজনের একটি টিউমার বের করলেন চিকিৎসকরা। শল্য চিকিৎসক তমাল সরকার ও সৌরভ লোধ এই সফল অস্ত্রোপচার করেন। তাদের সহযোগিতা করেন এনেস্থিসিয়া ডা: অজয় পাল ও অনান্য স্বাস্যকর্মীরা। ডা: অজয় পাল জানান, রোগী হাসপাতালের বাইরে কোয়াব চিকিৎসা নিয়ে বিষয়টি আরো জটিল করে ফেলে। আয়ুস্মান ভারত প্রকল্পে বিনামূল্যে এই অস্ত্রোপচার করা হয় বলেও জানান তিনি। রোগী বর্তমানে জেলা হাসপাতালে ভর্তি আছেন এবং সুস্থ আছেন। দু - তিনদিনের মধ্যে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবেন বলে জানান চিকিৎসকরা।

নয়াগ্রামে শুভেন্দুর পদযাত্রায় উত্তেজনা

ঝাড়গ্রাম, ২৯ জুন (হি.স.) : বৃহস্পতিবার পঞ্চায়েত ভোটের প্রচারে ঝাড়গ্রামের নয়াগ্রামে পদযাত্রা করলেন বিরোধী দল নেতা শুভেন্দু অধিকারী। নয়াগ্রামে বিরোধী দল নেতা শুভেন্দু অধিকারীর পদযাত্রায় উত্তেজনা।
বৃহস্পতিবার তৃণমূলের পার্টি অফিসের সামনে দিয়েই চলে শুভেন্দুর পদযাত্রা। শুভেন্দুর পদযাত্রা চলাকালীন পার্টি অফিসের ছাদ থেকে দলীয় পতাকা দেখান তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা। পাল্টা বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের চোর চোর স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে এলাকা। যাকে কেন্দ্র করে সাময়িক উত্তজনা ছড়ায় নয়াগ্রামে। তবে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে নি।
এর আগে এদিন গোপীবল্লভপুরের তোপসিয়ায় জনসংযোগ কর্মসূচি করেন শুভেন্দু। পঞ্চায়েত ভোটের প্রচারে ঝাড়গ্রামে বিজেপির জেলা পরিষদ প্রার্থীর বাড়িতে যান শুভেন্দু। বিজেপির জেলা পরিষদ প্রার্থী শুভঙ্কর মাহাতোর বাড়িতে যান তিনি। মূলত এই প্রার্থীকেই মারধর করার ছবি ভাইরাল হয়েছিল। ওসির বিরুদ্ধে বিজেপি প্রার্থীকে মারধরের অভিযোগ উঠেছিল।

নেশামুক্ত ত্রিপুরা গঠনে এগিয়ে এল মহিলা মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুন।। নেশা মুক্ত রাজ্য গঠনের আহবানে সাড়া দিয়ে এগিয়ে এলো মহিলা কলেজের ছাত্রীরা। মহিলা কলেজের এনএসএস ইউনাইটেড পক্ষ থেকে বৃহস্পতিবার যোগেন্দ্রনগর আম্বেদকর পল্লীতে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে লিফলেট বিল করা হয়।
রাজ্য সরকার রাজ্যকে নেশা মুক্ত রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ছাত্র যুব সমাজকেও নেশা মুক্ত রাজ্য গঠনের কাজে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মানিক সাহা। এই আহবানে সাড়া দিয়ে এগিয়ে এসেছে মহিলা কলেজের এনএসএস ইউনিট। মুখ্যমন্ত্রীর নেশামুক্ত ত্রিপুরা গঠনের আহবানে সাড়া দিয়ে রাজধানীর মহিলা মহাবিদ্যালয়ের এন এস এস স্বেচ্ছাসেবীরা তাদের দওক-নেওয়া গ্রাম যোগেন্দ্র নগরের আম্বেদকর পল্লীতে বৃহস্পতিবার নেশা মুক্তির আহবান জানিয়ে লিফলেট বিলি করেন। তাছাড়া সেই গ্রামে বৃক্ষ রোপন করেন ছাত্র-ছাত্রীরা। এদিন তারা এক বার্তায় ছাত্র যুব সমাজের সহ সমাজের সকল অংশের জনগণকে নেশা মুক্ত সমাজ গঠনে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

চোর ধরে পুলিশে দিল জনতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৯ জুন।। বৃহস্পতিবার বিকালে বিশালগড় বাইপাস সড়কে ধরা পড়ে চোর। এরপর উত্তম মধ্যম দিয়ে তুলে দেয়া হয় পুলিশের হাতে। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, গত মঙ্গলবার গোলাঘাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিনা রানী ঘোষের বাড়িতে চুরি হয়। বয়স্ক মহিলা অসুস্থ মেয়েকে নিয়ে একা থাকে। নির্জনতার সুযোগে দিনদুপুরে তিন ভরি স্বর্ণ এবং নগদ তিন হাজার টাকা নিয়ে পালিয়ে যায় চোর। আলমিরার তালা খুলে এগুলো নিয়ে যায়। প্রথম থেকেই পাশের বাড়ির বাবুল দেবনাথ নামক যুবক এ কাজ করেছে বলে সন্দেহ হয় ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের। কারণ বাবুল মারাত্মক নেশায় আসক্ত। ইদানিং নেশার অর্থ যোগাতে চুরি কান্ড সংগঠিত করছে সে। বিনা রানী ঘোষ লিখিত অভিযোগ জানান টাকারজলা থানায়। পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। চোর খুঁজতে সরকারি গাড়ি নিয়ে চরকির মতো ঘুরতে থাকেন। দুই দিন ধরে এই নাটক পরিলক্ষিত হয়। এদিকে প্রায় তিন লক্ষাধিক টাকার সম্পদ হারিয়ে দিশেহারা অবস্থা পরিবারটির। শেষে পুলিশের ওপর ভরসা হারিয়ে চোর ধরতে মাঠে নামে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার। বৃহস্পতিবার বিকালে বিশালগড় বাইপাস সড়কে বাবুল দেবনাথকে আটক করে পুলিশকে খবর দেয় বিনা রানী ঘোষের পুত্র নন্দন ঘোষ। বিশালগড় থানার পুলিশ গিয়ে বাবুলকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। শেষে বিশালগড় ছুটে যায় টাকারজলা থানার পুলিশ। সেখান থেকে চোর আটক করে টাকারজলায় নিয়ে যায়। এদিনই চুরি যাওয়া সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে। বিশালগড় রাউৎখলার এক ব্যাক্তির কাছে সোনার চেইন দিয়ে নেশা সামগ্রী নিয়ে গিয়েছে বাবুল। ওই ব্যাক্তিকে গ্রেপ্তারের দাবি উঠেছে। সম্প্রতি গোলাঘাটি এলাকায় চোরের উপদ্রব শুরু হয়েছে। কোনদিন এই এলাকায় চুরি ছিনতাই কান্ড ঘটেনি। সম্প্রতি গাড়ির ব্যাটারি, ডিজেল, গাড়ির যন্ত্রপাতি ইত্যাদি সামগ্রী চুরি হচ্ছে। একমাত্র নেশার ছোবলে সামাজিক অবক্ষয় রীতিমতো চরম আকার ধারণ করছে। টাকারজলা থানার পুলিশের ভূমিকায় সংশ্লিষ্ট এলাকায় তীব্র ক্ষোভ বিরাজ করছে। পুলিশের আস্কারায় সংশ্লিষ্ট এলাকায় নেশা কারবারি সহ নানা অসামাজিক কার্যকলাপ বাড়ছে বলে অভিযোগ। জাতি জনজাতি পরিবারের যুব সমাজ নেশার অন্ধগলিতে পা রেখে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। জানা গিয়েছে, গোলাঘাটি এলাকার শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ অতি শীঘ্রই নেশা কারবারের বিরুদ্ধে মাঠে নামতে চলছে। নেশা কারবারিদের চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন শুরু হবে।

রাজ্যেও যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত জাতীয় পরিসংখ্যান দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুন।। অধ্যাপক প্রশান্ত চন্দ্র মহালানোবিসের জন্ম দিবসটি আজ রাজ্যে ও যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয় পরিসংখ্যান দিবস হিসেবে পালন করা হয়। এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। অধ্যাপক প্রশান্ত চন্দ্র মহালানোবিসের জন্মবার্ষিকীতে ভারত সরকার ২৯ জুন জাতীয় পরিসংখ্যান দিবস হিসেবে পালন করে। অর্থ-সামাজিক পরিকল্পনা এবং পলিসি নির্ধারণে পরিসংখ্যানের ভূমিকা সম্পর্কে যুব সমাজের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করতে এই দিবসটি পালিত হয়। রাজ্যেও বৃহস্পতিবার যথাযথভাবে জাতীয় পরিসংখ্যান দিবস পালন করা হয়। এই উপলক্ষে রাজ্য অতিথি শালার কনফারেন্স হলে এক সেমিনারের আয়োজন করা হয়।এর উদ্বোধন করেন দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়িকা মিনা সরকার, পরিকল্পনা দপ্তরের বিশেষ সচিব অভিষেক চন্দ্র, অধিকর্তা এন দেববর্মা সহ অন্যান্যরা।এই সেমিনারে স্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিসংখ্যানের গুরুত্ব তুলে ধরেন দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা।

রাজনৈতিক মতাদর্শের কারণে ছোট ভাইয়ের ঘরে তালা ঝুলিয়ে দিল বড় ভাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুন।। রাজনৈতিক মতাদর্শগত কারণে মধুপুর থানাধীন পুরাতন রাজনগর এলাকায় ছোট ভাইয়ের ঘরে তালা ঝুলিয়ে দিল বড় ভাই। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। মধুপুর থানাধীন পুরাথল রাজনগর এলাকায় ছোট ভাই বিজেপি করার অপরাধে ঘরে তালা ঝুলিয়ে দিলো বাম নেতা বড় ভাই। ভাই ও বৌদিকে মেরে জিবিতে পাঠানো হয়েছে। অভিযোগ, বাবুল ভৌমিক বাম নেতা হিসাবেই পরিচিত। ছোট ভাই সুবল একজন বিজেপির কর্মী। তাই সেই ভাইকে বাড়ি থেকে তাড়ানো ছিল মূল টার্গেট। কয়েকমাস আগে জায়গা ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। তারপরও নাকি ছোট ভাইয়ের জায়গা দখল করতে মরিয়া হয়ে উঠে বাবুল। দুইদিন আগে পুরাথলে এসে বাবুল তার ছোট ভাই সুবল ও তার স্ত্রীকে মারধর করেছে। মধুপুর থানায় মামলাও করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে এলাকার পঞ্চায়েত নেতাদের উপস্থিতিতে ঘরে তালা ভেঙে প্রবেশ করেন সুবল।

বিলোনীয়া ওরিয়েন্ট ক্লাবের উদ্যোগে কুমারঘাটকান্ডে নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুন।। বৃহস্পতিবার বিলোনিয়া ওরিয়েন্টাল ক্লাবের উদ্যোগে নেতাজি মূর্তির পাদদেশে উল্টো রথে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মৃত ব্যক্তিদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে এক শোক সভার আয়োজন করে। বুধবার উল্টো রথকে কেন্দ্র করে কুমারঘাটে যে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে সেই ঘটনায় যাদের মৃত্যু হয়েছে তাদের চিরশান্তি কামনা করে ও স্মৃতির উদ্দেশ্যে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়া ওরিয়েন্টাল ক্লাবের সদস্যরা নেতাজী মূর্তির পাদদেশে এক মিনিট নীরবতা পালন করে। এছাড়া ওরিয়েন্টাল ক্লাবের সদস্যরা মৃত ব্যক্তিদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করে। যারা অসুস্থ হয়েছেন তাদের আরোগ্য কামনা করা হয়। এই সম্পর্কে বলতে গিয়ে ওরিয়েন্টাল ক্লাব সভাপতি শ্রীবাস সেন বলেন, এ ধরনের ঘটনায় আমরা সবাই মর্মাহত। গতদিনের এই হৃদয়বিদারক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গোটা রাজ্যের সাথে, বিলোনিয়া ওরিয়েন্টাল ক্লাবের সমস্ত সদস্যবৃন্দ মর্মাহত।

সুস্থতা কামনার জন্য সকলকে ধন্যবাদ মমতার

কলকাতা, ২৯ জুন হি. স.) : খারাপ আবহাওয়ার কারণে মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গ সফর সেরে ফেরার সময়ে চোট পেয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। হেলিকপ্টারের জরুরি অবতরণ করার সময়ে তাঁর চোট লাগে। আর এই ঘটনার পর যেভাবে সর্বস্তরের মানুষ তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনায় প্রার্থনা করেছেন সেই জন্য ফেসবুক বার্তায় সকলকে শুভেচ্ছা জানালেন তিনি। তিনি যে মানুষের ভালোবাসায় আপ্লুত সেকথাও মমতার বার্তায় প্রকাশ পেয়েছে। চিকিৎসকদের পরামর্শমতো ঈদের দিন ঘরেই ছিলেন মমতা। তবে সমাজমাধ্যমে সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, 'আমার সুস্থতার জন্য সকলের শুভ কামনায় আমি আন্তরিক ভাবে মুগ্ধ হয়েছি। মঙ্গলবার হেলিকপ্টারটি সেবক এয়ারবেসে জরুরি অবতরণ করায় আমি অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে গিয়েছি।' এরপরই মুখ্যমন্ত্রী জানান, সর্বশক্তিমানের দয়া এবং মেডিকেল টিমের প্রাণপণ প্রচেষ্টায়, তিনি সুস্থ হয়ে উঠছেন, এবং বাড়িতে ফিজিওথেরাপি সেশন করছেন।
মঙ্গলবার পঞ্চায়েতের ভোটপ্রচারে উত্তরবঙ্গে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। ক্রান্তিতে প্রচারসভা করে তিনি কপ্টারেই বাগডোগরা বিমানবন্দরের দিকে রওয়ানা হন। পথে আবহাওয়া খারাপ হয়ে পড়ায় শালুগাড়ায় অ্যাভিয়েশন এয়ারবেসে জরুরি অবতরণ করতে হয় মুখ্যমন্ত্রীকে। তৃণমূল সূত্রে জানা যায়, অবতরণের সময় পায়ে ও কোমরে চোট পান মুখ্যমন্ত্রী। সেনা ছাউনিতে অবশ্যে সকলের সঙ্গে কথা বলেন মমতা, চা-ও খান। ভিডিও বার্তায় সেনাকর্মীদের শুভেচ্ছাও জানান।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।